অমৃত-বিন্দু

বিষয়-সূচী

।। শ্রীহরি ।।

অমৃত-বিন্দু

(শিক্ষা সহস্রধা)

অবিনাশী সুখ

নিজের জন্য সুখ চাইলে বিনাশশীল সুখ পাওয়া যায়। কিন্তু অপরকে সুখ দিলে অবিনাশী সুখ লাভ হয় ।। ১ ।।

❋ ❋ ❋

সুখ ভোগের জন্য স্বর্গ আর দুঃখ ভোগের জন্য নরক আছে, কিন্তু সুখ দুঃখের ঊর্ধ্বে পরম আনন্দ প্রাপ্ত করার জন্য আছে এই মনুষ্যলোক।

❋ ❋ ❋

সংসারের সঙ্গে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটলে যে সুখ পাওয়া যায়, সেই রূপ সুখ সংসারের সঙ্গে সম্পর্কে পাওয়া সম্ভব নয়।। ৩ ।।

❋ ❋ ❋

যতদিন বিনাশশীল সুখভোগ করতে থাকবে, ততদিন অবিনাশী সুখ প্রাপ্ত হবে না ।। ৪ ।।

❋ ❋ ❋

সাংসারিক সুখ ভোগ ক্রমে নীরসতায় পরিণত হয় এবং শেষে ফুরিয়ে যায়, কিন্তু পরমাত্মার অবিনাশী সুখ সদা সরস থাকে এবং ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকে ।। ৫ ।।

—০০০—

অভিমান

ভালত্বের অভিমান হলো মন্দের মূল ।। ৬ ।।

❋ ❋ ❋

স্বার্থ ও অভিমান ত্যাগ করলে সাধুতা আসে ।। ৭ ।।

❋ ❋ ❋

আপন বুদ্ধির অভিমানই শাস্ত্রের, সাধু-সন্তের বাণীকে অন্তরে স্থায়ী হতে দেয়না ।। ৮ ।।

❋ ❋ ❋

বর্ণ আশ্রম প্রভৃতির যে বিশেষত্ব, তা অপরের সেবা করার জন্য, অহঙ্কার করার জন্য নয় ।। ৯ ।।

❋ ❋ ❋

আপনারা যতই নিজেদের ভালত্বের অভিমান করবেন ততই মন্দত্ব জন্ম নেবে। সেজন্য ভাল হন, কিন্তু ভালত্বের অহঙ্কার করবেন না।

❋ ❋ ❋

জ্ঞান মুক্ত করে, কিন্তু জ্ঞানের অভিমান নরকগামী করে ।। ১১ ।।

❋ ❋ ❋

সাংসারিক বস্তু প্রাপ্ত হলে হয়তো অভিমান আসতে পারে, কিন্তু ভগবানকে লাভ করলে অভিমান আসতে পারে না, বরং সর্বতোভাবে অভিমানের নাশ হয় ।। ১২ ।।

❋ ❋ ❋

স্বার্থ ও অভিমান ত্যাগ না করলে মানুষ শ্রেষ্ঠ হতে পারে না । ১৩

❋ ❋ ❋

যেখানে জাতির অহঙ্কার সেখানে ভক্তি বড় কঠিন ; কেননা ভক্তি স্ব-থেকে হয়, শরীর থেকে নয় ।জাতি হয় শরীরকে নিয়ে স্ব-কে নিয়ে নয় ।। ১৪ ।।

❋ ❋ ❋

যতক্ষণ স্বার্থ ও অভিমান থাকবে ততক্ষণ কারও সাথে প্রেম হতে পারে না ।। ১৫ ।।

❋ ❋ ❋

অহঙ্কারী ব্যক্তির দ্বারা সেবা কম হয়, কারণ সে মনে করে আমি

অনেক সেবা করে ফেলেছি। কিন্তু নিরভিমানী ব্যক্তির মনে হয় যে খুবই স্বল্প সেবা হয়েছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁর দ্বারা অধিক সেবা সম্পন্ন হয়েছে ।। ১৬ ।।

❁ ❁ ❁

নিজের বুদ্ধিমত্তার অভিমানের মূল কারণ হল মূর্খতা ।। ১৭ ।।

❁ ❁ ❁

যে জিনিষ নিজের তার জন্য অহঙ্কার হয় না। আবার যে জিনিষ নিজের নয় তার জন্যও অহঙ্কার হয় না। অহঙ্কার হয় সেই জিনিষের জন্য যা নিজের নয়, অথচ তাকে নিজের বলে মনে করি ।। ১৮ ।।

❁ ❁ ❁

যতটা জানি তাকেই পূর্ণ জ্ঞান মনে করে জানার অভিমান করলে মানুষ নাস্তিক হয়ে যায়। অথচ যতটা জানি তাতে অসন্তুষ্ট না হলে এবং জানার জন্য অভাব বোধ করলে মানুষ 'জিজ্ঞাসু' হয়ে যায় ।। ১৯ ।।

❁ ❁ ❁

যে সম্প্রদায়, মত, সিদ্ধান্ত, গ্রন্থ, ব্যক্তি প্রভৃতির মধ্যে নিজ স্বার্থ ও অভিমান ত্যাগ মুখ্য হয়ে উঠে সে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ কিন্তু যার মধ্যে নিজ স্বার্থ ও অভিমান মুখ্য যে নিতান্তই নিকৃষ্ট ।। ২০ ।।

—০০০—

অহং (আমিত্ব)

আমিত্ব-ই হল সংসারের বীজ ।। ২১।।

❁ ❁ ❁

শরীরকে আমি বা আমার বলে মনে করলে নানাবিধ ও অনন্ত দুঃখের সৃষ্টি হয়।। ২২।।

❁ ❁ ❁

শুধুমাত্র অহং ত্যাগ করলেই অনন্ত সৃষ্টির ত্যাগ হয়ে যায়, কারণ অহং-ই সমগ্র জগৎকে ধরে রেখেছে।। ২৩।।

❁ ❁ ❁

'আমি বদ্ধ' —এর মধ্যে যে 'আমি', 'আমি মুক্ত বা আমি ব্রহ্ম' —এর মধ্যেও সেই একই 'আমি'। এই আমিত্বের লয়প্রাপ্তিই বাস্তবে মুক্তি।। ২৪।।

❊ ❊ ❊

জগৎ-জীব-পরমাত্মা —এই তিন এক। কিন্তু অহংবোধের জন্য এদের ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়।। ২৫।।

❊ ❊ ❊

প্রকৃতপক্ষে নিজের শরীরের প্রতি নির্লিপ্ত হতে হবে। সমাজের প্রতি নির্লিপ্ত হলে আমিত্ব (ব্যক্তিত্ব) লুপ্ত হয় না, বরং দৃঢ় হয়।। ২৬।।

❊ ❊ ❊

আমাদের স্বরূপ হলো চিন্ময় সত্তা, সেখানে 'অহং' নেই —এর উপলব্ধি হলে এই মুহূর্তেই জীবনমুক্তি সম্ভব।। ২৭।।

❊ ❊ ❊

জাতি বা ধর্ম নিয়ে সংঘর্ষ হয় না, বরং সংঘর্ষ হয় অহঙ্কার থেকে উৎপন্ন স্বার্থ ও অভিমানের জন্য ।। ২৮।।

❊ ❊ ❊

নিজের মধ্যে বিশেষত্ব দেখার অর্থ হল আমিত্বকে, পরিচ্ছিন্নতাকে, দেহাভিমানে পুষ্ট করা।। ২৯।।

❊ ❊ ❊

ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়েছে যে সৃষ্টি তা ভগবদরূপই, কিন্তু জীব আমিত্ব, আসক্তি ও রাগবশত তাকে জগৎরূপে রূপান্তরিত করেছে।। ৩০।।

—০০০—

উদ্দেশ্য

যার জন্য মনুষ্য-জন্ম লাভ হয়েছে, সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হলে মানুষকে সাংসারিক অনুকূলতা প্রতিকূলতা বাধা দিতে পারে না।। ৩১।।

❊ ❊ ❊

যেমন রোগীর উদ্দেশ্য থাকে নীরোগ হওয়া, তেমনি মনুষ্য-জন্মের উদ্দেশ্য হল নিজের কল্যাণ করা। সাংসারিক সিদ্ধি-অসিদ্ধিকে গুরুত্ব না দিলে অর্থাৎ তাতে সমভাবাপন্ন হলে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।। ৩২।।

❋ ❋ ❋

যখন সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে পরমাত্মা প্রাপ্তি, তখন তাঁর কাছে যে সমস্ত সামগ্রী (বস্তু, পরিস্থিতি আদি) থাকে, তা হয়ে ওঠে সাধন-সামগ্রী।। ৩৩।।

❋ ❋ ❋

একমাত্র পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য দৃঢ় হলে অন্তঃকরণের যত শীঘ্র ও যেরকম শুদ্ধি হয়, তত শীঘ্র ও সেরকম শুদ্ধি অন্য কোনও সাধনার দ্বারা হয় না।। ৩৪।।

❋ ❋ ❋

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ তো পশুরাও করে থাকে, কিন্তু ঐ সকল ভোগে লিপ্ত হওয়া মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নয়। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হল সুখ-দুঃখ রহিত তত্ত্বকে প্রাপ্ত করা।। ৩৫।।

❋ ❋ ❋

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি সকল সাধনায় একটি দৃঢ় নিশ্চয় বা উদ্দেশ্যের খুবই আবশ্যক। যদি নিজের কল্যাণের উদ্দেশ্যই দৃঢ় না হয় তার সাধনার দ্বারা কি করে সিদ্ধিলাভ হবে? ।। ৩৬।।

❋ ❋ ❋

লক্ষ্য কেবল পরমাত্মা প্রাপ্তির হলে কোনও সাধনাই ছোট বা বড় হয় না।। ৩৭।।

❋ ❋ ❋

বাস্তবে পরমাত্মা প্রাপ্তি ভিন্ন মানব-জীবনের অন্য কোনও প্রয়োজন নেই। যা আবশ্যক তা হল কেবল এই প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যটিকে চিনে নিয়ে তাকে অর্জন করা।। ৩৮।।

❋ ❋ ❋

উদ্দেশ্যের স্থিরতাতেই মনুষ্য-জীবনের মহিমা। যার জীবনের কোনও উদ্দেশ্য নেই, সে মনুষ্য নামের যোগ্য নয়।। ৩৯।।

—০০০—

উন্নতি

যে বস্তু, পরিস্থিতি ইত্যাদি এখন নেই, তার প্রাপ্তিকেই উন্নতি, সাফল্য এবং চাতুর্য মনে করা অত্যন্ত ভুল। যে বস্তু এখন নেই তা লাভ করার পরও চিরকাল থাকবে না। এটাই নিয়ম। যা চিরকাল আছে এবং সদা সর্বদা থাকবে —সেই বস্তু (পরমাত্মতত্ত্ব) প্রাপ্ত করার মধ্যেই বাস্তবিক উন্নতি, সাফল্য এবং চাতুর্য।। ৪০।।

❋ ❋ ❋

পারমার্থিক উন্নতিকারীর ঐহিক উন্নতি নিজে থেকেই হয়ে থাকে।। ৪১।।

❋ ❋ ❋

ভেবে দেখুন —যদি নিজেরাই নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে মর্যাদা না দেই তাহলে আমাদের উন্নতি হবে কি করে?।। ৪২।।

❋ ❋ ❋

সত্যিকারের উন্নতি হল —স্বভাব শুদ্ধ হওয়া।। ৪৩।।

❋ ❋ ❋

সাংসারিক উন্নতি বর্তমানের ধ্যেয় নয় এবং পারমার্থিক উন্নতি ভবিষ্যতের ধ্যেয় নয়।। ৪৪।।

❋ ❋ ❋

যে আরাম-প্রিয়, সে প্রকৃতপক্ষে নিজের উন্নতি করতে পারে না।। ৪৫।।

❋ ❋ ❋

বৃক্ষ যতই উঁচুতে উঠুক না কেন, তার যেমন কোনও সীমা নেই, তেমনিই মানুষের উন্নতিরও কোনও শেষ নেই।। ৪৬।।

❋ ❋ ❋

সংসর্গ-জনিত সুখের লালসাই হল পারমার্থিক উন্নতিতে প্রধান বাধা।। ৪৭।।

❋ ❋ ❋

মানুষের উত্থান-পতন হয় তার ভাবের দ্বারা, বস্তু-পরিস্থিতি প্রভৃতির দ্বারা নয়।। ৪৮।।

❉ ❉ ❉

বুদ্ধির অনুগামী মন আর মনের অনুগামী ইন্দ্রিয় হলে উত্থান হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অনুগামী মন আর মনের অনুগামী বুদ্ধি হলে পতন হয়।। ৪৯।।

—০০০—

একান্ত (একাকিত্ব)

দেহ-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক না রাখাই সত্যিকারের একাকিত্ব।। ৫০।।

❉ ❉ ❉

একাকিত্ব লাভ হোক অথবা সামগ্রিকতাই লাভ হোক, সাধকের তার সাধনকে কোনও পরিস্থিতির অধীন বলে মেনে নেওয়া উচিত নয় ; বরং প্রাপ্ত পরিস্থিতিতে তাঁকে নিজের সাধন তৈরি করে নিতে হবে।। ৫১।।

❉ ❉ ❉

যে একাকিত্ব চায় সে পরিস্থিতির অধীন। যে-পরিস্থিতির অধীন, সে ভোগী, সে যোগী নয়।। ৫২।।

❉ ❉ ❉

সাধকের না জনসমাবেশে অনুরাগ রাগ থাকবে, না একান্ততায়। কল্যাণ পরিস্থিতির দ্বারা হয় না, তা হয় বরং রাগরহিত হলে।। ৫৩।।

❉ ❉ ❉

নির্জন স্থানে চলে যাওয়া অথবা একলা পড়ে থাকাকে একাকিত্ব বলে মেনে নেওয়া ভুল, কারণ সমস্ত সংসারের বীজ এই দেহ তো সাথেই রয়েছে। যতক্ষণ দেহের সঙ্গে সম্পর্ক, ততক্ষণ সমস্ত সংসারের সঙ্গেও সম্পর্ক।। ৫৪।।

❉ ❉ ❉

দেহটা সংসারেরই একটা অঙ্গ। অতএব দেহের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ

হওয়া অর্থাৎ-এর প্রতি আমিত্ব-মমত্ব না থাকাই হল বাস্তবিক একাকিত্ব।। ৫৫।।

❁ ❁ ❁

সাধকের মধ্যে একাকিত্বের রুচি থাকা তো বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এর প্রতি আগ্রহ থাকা ভাল নয়। আগ্রহ যদি থাকে তাহলে একাকিত্ব না পেলে অন্তরে অস্থিরতা জাগে, যার দ্বারা সংসারের গুরুত্ব দৃঢ় হয়।। ৫৬।।

—০০০—

কর্তব্য

মানুষ প্রত্যেক পরিস্থিতিতেই নিজ কর্তব্য পালন করতে পারে। কর্তব্যের যথার্থ স্বরূপ হল— সেবা অর্থাৎ সংসার হতে লব্ধ দেহাদি পদার্থকে সংসারের হিতে লাগানো।। ৫৭।।

❁ ❁ ❁

নিজ কর্তব্য-পালনকারী ব্যক্তির চিত্ত স্বাভাবিক ভাবে প্রসন্ন থাকে। অথচ এরই বিপরীত নিজ কর্তব্য পালন না করা ব্যক্তির চিত্ত স্বাভাবিকভাবে দুঃখী থাকে।। ৫৮।।

❁ ❁ ❁

সাধক আসক্তিরহিত তখনই হতে পারে যখন সে দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিকে 'আমার বা আমার জন্য' না মনে করে কেবল সংসারের অথবা সংসারের জন্য মনে করে সংসারের হিতে তৎপরতাপূর্বক কর্তব্য-কর্মের আচরণে প্রবৃত্ত হয়।। ৫৯।।

❁ ❁ ❁

বর্তমানে গৃহে এবং পাড়ায়-পাড়ায় যে অশান্তি, কলহ, সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে তার মূল কারণ হল যে মানুষ তার অধিকার দাবি করছে, কিন্তু নিজ কর্তব্য পালন করছে না।। ৬০।।

❁ ❁ ❁

কোনও কর্তব্য কর্মই ছোট বা বড় হয় না। ছোট বা বড় কর্মকে কর্তব্যমাত্র মনে করে (সেবার ভাব নিয়ে) পালন করলে তা একই সমান হয়।। ৬১।।

❁ ❁ ❁

যার দ্বারা অপরের হিত হয়, সেটাই কর্তব্য। যার দ্বারা অপরের অহিত হয়, তা অকর্তব্য।। ৬২।।

❉ ❉ ❉

রাগ দ্বেষের জন্যই মানুষের মধ্যে কর্তব্য পালনে পরিশ্রম বা কঠিনতা প্রতীত হয়।। ৬৩।।

❉ ❉ ❉

যা করা উচিত এবং যা করা সম্ভব তার নাম কর্তব্য। কর্তব্যের পালন না করা প্রমাদ, প্রমাদ হলো তমোগুণ এবং তমোগুণ হল নরক- **'নরকস্তমউন্নাহঃ'** (শ্রীমদ্ভা ঃ ১১।১৯।৪৩)।। ৬৪।।

❉ ❉ ❉

আপন সুখের জন্য যে কর্ম করা হয় তা হল 'অসৎ', কিন্তু অপরের সুখের নিমিত্ত সম্পাদিত কর্ম 'সৎ'। অসৎ কর্মের পরিণাম হল জন্ম মৃত্যু প্রাপ্তি আর সৎ কর্মের পরিণাম হল পরমাত্মা-প্রাপ্তি।। ৬৫।।

❉ ❉ ❉

সৎকর্ম করো, কিন্তু সংসারকে স্থায়ী মনে করে করো না।। ৬৬।।

❉ ❉ ❉

যে ব্যক্তি নিষ্কাম, সেই তৎপরতার সঙ্গে নিজের কর্তব্য পালন করতে পারে।। ৬৭।।

❉ ❉ ❉

যে অপরের কর্তব্য দেখে সে নিজের কর্তব্য পালন করতে পারে না, কেননা অন্যের কর্তব্য দেখাটাই অকর্তব্য।। ৬৮।।

❉ ❉ ❉

গৃহী হোক বা সাধু হোক, যে ঠিকমতো নিজ কর্তব্যের পালন করে সেই শ্রেষ্ঠ।। ৬৯।।

❉ ❉ ❉

নিজের জন্য কর্ম করলে অকর্তব্যের উৎপত্তি হয়।। ৭০।।

❉ ❉ ❉

নিজ কর্তব্যের (ধর্ম) যথাযথ পালনে বৈরাগ্য জন্মে '**ধর্ম তে বিরতি**' (মানস ৩।১৬।১)। যদি বৈরাগ্য না আসে বুঝতে হবে আপন কর্তব্যের পালন যথাযথ হয়নি।। ৭১।।

❈ ❈ ❈

নিজ কর্তব্যের জ্ঞান আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু কামনা ও মমতার জন্য আমরা নিজ কর্তব্যের যথাযথ নির্ণয় করতে পারি না।। ৭২।।

❈ ❈ ❈

চারবর্ণ ও আশ্রমে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যে নিজের কর্তব্য পালন করে। যে কর্তব্যচ্যুত হয় সে হেয় হয়।। ৭৩।।

❈ ❈ ❈

সংসারের যাবতীয় সম্পর্ক নিজ কর্তব্য পালন করার জন্যই, আপন অধিকার জমানোর জন্য; সুখ দেবার জন্য, সুখ নেবার জন্য নয়।। ৭৪।।

❈ ❈ ❈

যদি উদ্দেশ্য হয় কেবল নিজের কল্যাণ সাধন করা তাহলে শাস্ত্র না পড়লেও নিজ কর্তব্যের জ্ঞান হয়। যদি নিজ কল্যাণের উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে শাস্ত্র পড়লেও জ্ঞান হবে না, বরং অজ্ঞানতা বাড়বে যে আমি জানি।। ৭৫।।

—০০০—

কল্যাণ

কিছুই আমার নয়, আমি কিছু চাই না, নিজের জন্য আমার কিছু করার নেই— এই তিনটি বাক্য সত্বর উদ্ধারকারী।। ৭৬।।

❈ ❈ ❈

ভগবানের সংকল্পে আমাদের কল্যাণ নিহিত। যদি আমরা নিজেদের কোনও সংকল্প না রাখি তবে ভগবানের সংকল্প অনুসারে নিজে থেকেই আমাদের কল্যাণ হবে।। ৭৭।।

❈ ❈ ❈

সংসারে এমন কোনও পরিস্থিতি নেই যাতে মানুষের কল্যাণ না হয়। কারণ পরমাত্মা প্রত্যেক পরিস্থিতিতে সমানরূপে বিদ্যমান।। ৭৮।।

❈ ❈ ❈

কল্যাণ খুবই সুগম। কিন্তু কল্যাণের ইচ্ছাই যদি না থাকে তাহলে ঐ সুগমতায় কী হবে?।। ৭৯।।

❈ ❈ ❈

সংসারের কাজ তো অন্য কেউ করে নেবে, কিন্তু নিজের কল্যাণের কাজ নিজেকেই করতে হবে, যেমন— খাদ্য ও ওষুধ নিজেকেই খেতে হয়।। ৮০।।

❈ ❈ ❈

নিজের কল্যাণের জন্য কোনও নতুন পরিস্থিতির প্রয়োজন নেই। প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদুপযোগেই কল্যাণ হতে পারে।। ৮১।।

❈ ❈ ❈

কল্যাণ ক্রিয়ার দ্বারা হয় না বরং ভাব ও বিবেকের দ্বারা হয়।। ৮২।।

❈ ❈ ❈

পরিবারের লোকেরা যদি নিজেদের সেবক ও অপরকে সেব্য মনে করে তাহলেই সকলের সেবা করা হবে, সকলের কল্যাণ হবে।। ৮৩।।

❈ ❈ ❈

ভোগের প্রতি প্রীতি জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত করে আর ভগবানের প্রতি প্রীতি উদ্ধারকারী হয়ে থাকে।। ৮৪।।

❈ ❈ ❈

যে নিজের কল্যাণকামী সে যদি অন্তর থেকে প্রার্থনা করে তাহলে ভগবানের কানে তা শীঘ্র পৌঁছায় এবং তাতে কাজ হয়।। ৮৫।।

❈ ❈ ❈

কারও যদি কল্যাণ হয় তবে তার মূলে আছে কোনও মহাত্মা বা ভগবানের কৃপা।। ৮৬।।

❈ ❈ ❈

সংসারে সাধু-মহাত্মা কিংবা উপদেশ দানকারীর অভাব নেই। কিন্তু নিজের কল্যাণ সাধিত করতে নিজের মধ্যেই নিষ্ঠা, আকুলতা, সম্মানবোধ ও শ্রদ্ধার দ্বারাই কাজ হয়।। ৮৭।।

—০০০—

কামনা

যতক্ষণ সাধকের মধ্যে সুখ-আরাম-মান-প্রশংসা ইত্যাদির কামনা থাকে, ততক্ষণ তার ব্যক্তিত্বের বিলয় হয় না। আর ব্যক্তিত্বের বিলয় না হলে তত্ত্ব থেকে অভিন্নতার বোধ জাগে না।। ৮৮।।

❉ ❉ ❉

অন্তর যখন কামনা শূন্য হবে তখন ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা করতে হবে না, বরং স্বতঃসিদ্ধভাবে ভগবানকে পাওয়া যাবে।। ৮৯।।

❉ ❉ ❉

সংসারের কামনা থেকে পশুত্ব আর ভগবানের কামনা থেকে মনুষ্যত্বের শুরু হয়।। ৯০।।

❉ ❉ ❉

'আমার মনের মতো হোক'— একে কামনা বলে। এই কামনাই দুঃখের কারণ। এর ত্যাগ বিনা কেউ সুখী হয় না।। ৯১।।

❉ ❉ ❉

"আমি কি করে সুখী হব"— কেবল এরূপ কামনার ফলেই মানুষ কর্তব্যচ্যুত ও পতিত হয়।। ৯২।।

❉ ❉ ❉

কামনা উৎপন্ন হলেই মানুষ নিজ কর্তব্য, নিজ স্বরূপ, নিজ ইষ্ট (ভগবান) থেকে বিমুখ হয় এবং বিনাশী সংসারমুখী হয়ে পড়ে।। ৯৩।।

❉ ❉ ❉

সাধক কখনও ঐহিক ইচ্ছাপূরণের আশা করবে না আবার পারমার্থিক ইচ্ছাপূরণ থেকে হতাশ হবে না।। ৯৪।।

❉ ❉ ❉

কামনার ত্যাগে সকলেই স্বাধীন, অধিকারী, যোগ্য ও সমর্থ। কিন্তু কামনা পূরণে কেউই স্বাধীন, অধিকারী, যোগ্য ও সমর্থ নয়।। ৯৫।।

❉ ❉ ❉

যেমন যেমন কামনার ক্ষয় হবে সাধুতাও তেমন ভাবে বৃদ্ধি পাবে,

আবার যেমন যেমন কামনা বৃদ্ধি পাবে সাধুতাও তেমন ভাবে লোপ পেতে থাকবে। কারণ অসাধুতার মূলে রয়েছে কামনা।। ৯৬।।

❋ ❋ ❋

কামনা করলেই বস্তুলাভ হয় না বা লাভ হলেও তা চিরকালের জন্য থাকে না— এটি স্পষ্ট ভাবে জানা সত্ত্বেও বস্তুর জন্য কামনা করা মারাত্মক ভুল।। ৯৭।।

❋ ❋ ❋

জীবন তখনই যন্ত্রণাদায়ক হয় যখন সংসর্গ-জনিত সুখের ইচ্ছা থাকে আর মৃত্যু তখনই কষ্টদায়ক হয় যখন বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকে।। ৯৮।।

❋ ❋ ❋

বস্তুর বাসনা যদি পূর্ণতা লাভ করে তাহলে পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য প্রয়াস করা যেতে পারে আর যদি চিরকাল বেঁচে থাকা সম্ভব হত তাহলে মৃত্যু থেকে বাঁচবার জন্য প্রযত্ন করা সার্থক হত; কিন্তু ইচ্ছানুসারে সব জিনিস পাওয়া যায় না, আর মৃত্যু থেকেও রক্ষা পাওয়া যায় না।। ৯৯।।

❋ ❋ ❋

ইচ্ছা ত্যাগে সকলেই স্বাধীন, কেউ পরাধীন নয়, কিন্তু ইচ্ছাপূরণে সকলে পরাধীন, কেউ স্বাধীন নয়।। ১০০।।

❋ ❋ ❋

সুখের ইচ্ছা, আশা ও ভোগাকাঙ্খা— এ তিনটিই হল যাবতীয় দুঃ-খের মূল কারণ।। ১০১।।

❋ ❋ ❋

বিনাশশীলের জন্য বাসনা ত্যাগ করলে অবিনাশী তত্ত্বের প্রাপ্তি হয়।। ১০২।।

❋ ❋ ❋

এটা হওয়া উচিত, ওটা হওয়া উচিত নয়— এর মধ্যেই সব দুঃখ ভরা।। ১০৩।।

❋ ❋ ❋

'আমার সম্মান হোক' —এই ইচ্ছাই আমাদের অপমানিত করে।। ১০৪।।

❀ ❀ ❀

মনে কোনও বস্তুর বাসনা রাখাই হল দারিদ্র্য। যে শুধু নিতে চায় সে সদা দরিদ্র-ই থাকে।। ১০৫।।

❀ ❀ ❀

বিনাশশীলের বাসনাই হল অন্তঃকরণের অশুদ্ধি।। ১০৬।।

❀ ❀ ❀

মানুষকে কর্ম ত্যাগ করতে হয় না, ত্যাগ করতে হয় কামনাকে।। ১০৭।।

❀ ❀ ❀

বস্তু মানুষকে গোলাম করে না, এর বাসনাই গোলাম করে।। ১০৮।।

❀ ❀ ❀

যদি শান্তি চাও তবে বাসনা ত্যাগ করো।। ১০৯।।

❀ ❀ ❀

যা কিছু নেওয়ার ইচ্ছাই ভীষণ দুঃখদায়ক হয়ে থাকে।। ১১০।।

❀ ❀ ❀

যার মধ্যে বাসনা আছে তাকে কিছু না কিছুর অধীন হতেই হবে।। ১১১।।

❀ ❀ ❀

নিজের জন্য সুখের যে কামনা তাই হল আসুরী ও রাক্ষসী মনোভাব।। ১১২।।

❀ ❀ ❀

যেমন না চাইলেও সাংসারিক দুঃখ পেতে হয়, তেমনি না চাইলে সুখও পাওয়া যায়। অতএব সাধক যেন কখনও সাংসারিক সুখের ইচ্ছা না রাখেন।। ১১৩।।

❀ ❀ ❀

ভোগ ও সংগ্রহের ইচ্ছা সকল প্রকারের পাপের কারণ হয়ে থাকে, তাই এই ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত।। ১১৪।।

❀ ❀ ❀

নিজের জন্য সুখভোগ ও সংগ্রহের ইচ্ছার ফলে মানুষ পশুরও অধম হয়ে যায় অথচ এর ইচ্ছা ত্যাগ করলে মানুষ দেবতাদের থেকেও অধিক মাননীয় হয়ে ওঠে।। ১১৫।।

❉ ❉ ❉

যে বস্তু আমার তা আমি পাবই তার অন্যথা হবে না। অতএব কামনা না করে আপন কর্তব্য পালন করতে হবে।। ১১৬।।

❉ ❉ ❉

আমি যেরকম চাইব সেইরকমই হবে— যতক্ষণ এ ইচ্ছা থাকবে, ততক্ষণ শান্তিলাভ হবে না।। ১১৭।।

❉ ❉ ❉

মানুষ বুদ্ধিমান হয়েও উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুর কামনা করে —এ খুবই আশ্চর্যের কথা।। ১১৮।।

❉ ❉ ❉

নিজের স্থিতি শরীরে মেনে নিলে বিনাশশীলের ইচ্ছা জাগে আর ইচ্ছা জাগলে শরীরে নিজের স্থিতি দৃঢ় হয়।। ১১৯।।

❉ ❉ ❉

কিছু চাইলে কিছু পাওয়া যায়, কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু কিছু না চাইলে সবকিছু পাওয়া যায়।। ১২০।।

❉ ❉ ❉

নিন্দা খারাপ লাগে কারণ আমরা প্রশংসা চাই। যদি আমরা প্রশংসা চাই তাহলে প্রকৃত পক্ষে আমরা প্রশংসার যোগ্য নই; কেননা যে প্রশংসার যোগ্য, তার প্রশংসার চাহিদা থাকে না।। ১২১।।

❉ ❉ ❉

অন্যে ভালো বলবে —এ ইচ্ছা অত্যন্ত হীন। সেজন্য ভাল হও, ভাল বলবে —তা চেয়ো না।। ১২২।।

❉ ❉ ❉

কখনও না কখনও সাংসারিক সুখের বাসনা ত্যাগ করতেই হবে — তাহলে আর দেরি কেন ? ।। ১২৩ ।।

❈ ❈ ❈

যতদূর সম্ভব অন্যের আশা পূর্ণ করার উদ্যোগ নাও, কিন্তু অন্যের থেকে কিছু আশা করো না ।। ১২৪ ।।

❈ ❈ ❈

ভেবে দেখো, যার কাছে তুমি সুখ চাইছ সে কি সর্বতোভাবে সুখী ? সে কি দুঃখী নয় ? দুঃখী ব্যক্তি কি করে তোমায় সুখ দেবে ? ।। ১২৫ ।।

❈ ❈ ❈

কামনা থেকে পরিত্রাণ পেলে যে সুখ হয়, সে সুখ কামনা পূরণে হয় না ।। ১২৬ ।।

❈ ❈ ❈

যদি পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য তীব্র ব্যাকুলতা চাও তাহলে সংসারের অভিলাষ ত্যাগ করো ।। ১২৭ ।।

❈ ❈ ❈

যে পরিবর্তনশীলকে (সংসারের) কামনা করে, তা থেকে সুখ উপভোগ করে, তারও পরিবর্তন হতে থাকে অর্থাৎ বহু যোনিতে তাকে জন্মাতে হয়, মরতে হয় ।। ১২৮ ।।

❈ ❈ ❈

যাকে আমরা চিরকালের জন্য নিজের কাছে রাখতে পারব না তাকে কামনা করে, তাকে পেয়ে লাভ কি ? ।। ১২৯ ।।

❈ ❈ ❈

কামনা থাকার অর্থই হল অভাব। কামনা সর্বতোভাবে দূর হলে আর কোনও অভাব থাকে না ।। ১৩০ ।।

❈ ❈ ❈

সর্বতোভাবে কামনা ত্যাগ হলেই আবশ্যক বস্তুর স্বতঃপ্রাপ্তি হয়; কারণ বস্তুগুলো নিষ্কাম পুরুষের কাছে আসার জন্য লালায়িত থাকে ।। ১৩১ ।।

❈ ❈ ❈

যে নিজের সুখের জন্য বস্তুর কামনা করে, বস্তুর অভাবে তাকে দুঃখ ভোগ করতেই হবে।। ১৩২।।

❈ ❈ ❈

যার মধ্যে কোনও ইচ্ছা থাকে না, প্রকৃতি তার আবশ্যকতার পূর্তি স্বতঃসিদ্ধ ভাবে করে থাকে।। ১৩৩।।

❈ ❈ ❈

যা চিরকাল আমাদের সাথে থাকবে না আর আমরাও চিরকাল যার সাথে থাকব না, তাকে প্রাপ্ত করার ইচ্ছা বা তা থেকে সুখ অনুভব করা হলো মূর্খতা, পতনের কারণ।। ১৩৪।।

❈ ❈ ❈

সুখ চাইলে সুখ পাওয়া যায় না— এটাই নিয়ম।। ১৩৫।।

❈ ❈ ❈

সাধু হও বা গৃহী হও— যতক্ষণ বাসনা (কিছু পাওয়ার ইচ্ছা) ততক্ষণ শান্তি নেই।। ১৩৬।।

❈ ❈ ❈

যদি শান্তি চাও তবে 'এটা হওয়া উচিত, ওটা হওয়া উচিত নয়'— এসব ত্যাগ করো আর 'যা ভগবানের ইচ্ছা তা হওয়া উচিত' সেটাই স্বীকার করো।। ১৩৭।।

❈ ❈ ❈

কামনাপূর্বক কৃত সমস্ত কর্ম হল অসৎ আর তার ফলও হয় বিনাশী।। ১৩৮।।

❈ ❈ ❈

কিছু চাওয়ার অর্থ হল অধীনতা, কিছু না চাওয়ার অর্থ হল স্বাধীনতা।। ১৩৯।।

❈ ❈ ❈

বস্তু না পেলে আমরা অভাগা হই না, বরং ভগবানের অংশ হওয়া সত্ত্বেও আমরা বিনাশী বস্তুর বাসনা রাখি— এটাই হল আমাদের হীনদশা।। ১৪০।।

❈ ❈ ❈

সুখের ইচ্ছায় দ্বৈত, সুখের অনিচ্ছায় অদ্বৈত।। ১৪১।।

❁ ❁ ❁

যতক্ষণ দেহকে নিজের বলে মানা হয়, ততক্ষণ কামনার শেষ হয় না।। ১৪২।।

❁ ❁ ❁

ভেবে দেখো, কামনার পূর্তিতে আমরা যা থাকি, কামনার অপূর্তিতে আমরা সেই একই থাকি, তাহলে কামনা পূর্তিতে আমরা কি পেলাম, আর অপূর্তিতেই বা আমাদের কি ক্ষতি হল? আমাদের মধ্যে পার্থক্যটা কি হল।। ১৪৩।।

—০০০—

গুরু ও শিষ্য

জগতের গুরু হলে জগতের গোলাম হতে হয়। যে নিজের গুরু হয় সে জগতের গুরু হয়ে যায়।। ১৪৪।।

❁ ❁ ❁

কল্যাণ প্রাপ্তি নিজে তৎপর হলে হয়। যদি নিজের মধ্যে তৎপরতা না থাকে তবে গুরু কি করবে? শাস্ত্র কি করবে?।। ১৪৫।।

❁ ❁ ❁

যে আমার কাছ থেকে কিছুমাত্র পাবার আশা রাখে, সে আমার গুরু হয় কি করে?।। ১৪৬।।

❁ ❁ ❁

পুত্র ও শিষ্যকে নিজ হতে শ্রেষ্ঠ তৈরি করার বিধান আছে, কিন্তু নিজের ভৃত্য বানানোর বিধান নেই।। ১৪৭।।

❁ ❁ ❁

গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি আর মানুষে গুরুবুদ্ধি আরোপ করা অপরাধ, কেননা গুরু হলেন তত্ত্ব, শরীরের নাম গুরু নয়।। ১৪৮।।

❁ ❁ ❁

শিষ্য দুর্লভ, গুরু নয়, সেবক দুর্লভ, সেব্য নয়। জিজ্ঞাসু দুর্লভ, জ্ঞান নয়। ভক্ত দুর্লভ, ভগবান নয়।। ১৪৯।।

❁ ❁ ❁

যে আমাদের থেকে ধন-সম্পত্তি, সুখ-সুবিধা, মান-সম্মান, পূজা-সৎকার প্রভৃতি কিছু-না-কিছু কামনা করে সে আমাদের কল্যাণ করতে পারে না।। ১৫০।।

❁ ❁ ❁

জগৎ, জীব ও পরমাত্মা— এই তিনকে না জানা হল অন্ধকার। যিনি এই অন্ধকার দূর করেন, তিনিই গুরু।। ১৫১।।

❁ ❁ ❁

গুরু শিষ্যের জন্য, শিষ্য গুরুর জন্য নয়। রাজা প্রজার জন্য, প্রজা রাজার জন্য নয়।। ১৫২।।

❁ ❁ ❁

ভগবান জগদ্গুরু হয়েও মানুষকে কখনও চেলা (শিষ্য) করেন না। বরং সখা করেন।। ১৫৩।।

❁ ❁ ❁

গুরু শিষ্যকে কোনও নতুন জ্ঞান প্রদান করেন না, বরং তার ভিতরে পূর্ব হতে যে জ্ঞান বিদ্যমান ছিল সেটিকেই জাগ্রত করেন।। ১৫৪।।

❁ ❁ ❁

প্রকৃত গুরু অন্যকে গুরুই তৈরি করেন, চেলা নয়। যিনি চেলা তৈরি করতে চান, তিনি চেলাদাস হন।। ১৫৫।।

❁ ❁ ❁

আমাদের সত্যিকারের গুরু আমাদের অন্তরেই রয়েছেন, তিনি হলেন— বিবেক। ভগবান এই বিবেক দিয়েছেন। নিজের কল্যাণের জন্য ভগবান মনুষ্যশরীর দিয়েছেন, সমস্ত সাধন সামগ্রী দিয়েছেন— তাহলে গুরুর থেকে গ্রহণীয় কিছুমাত্রও কি তিনি লুকিয়ে রেখেছেন?।। ১৫৬।।

—০০০—

চিন্তা

শরীর নির্বাহের জন্য চিন্তা (ভাবনা) করার কোনও প্রয়োজন নেই, কিন্তু শরীরের নাশ হবার পর কী হবে— এ বিষয়ে ভেবে দেখা খুবই আবশ্যক।। ১৫৭।।

❈ ❈ ❈

যা হবার তা হবেই, আর যা হবার নয় তা কখনও হবে না, তাহলে কিসের জন্য চিন্তা।। ১৫৮।।

❈ ❈ ❈

আমার নিজের জন্য কিছু চাই না কেননা স্বরূপত আমাতে কোনও অভাব নেই এবং শরীরের যা প্রয়োজন তা ভাগ্য অনুসারে পূর্বনির্ধারিত হয়েই আছে ; তাহলে চিন্তা কিসের ?।। ১৫৯।।

❈ ❈ ❈

ভগবানের পক্ষ থেকে আমাদের জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা তো করাই আছে কিন্তু ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করা নেই। সেজন্য জীবন-নির্বাহের চিন্তা আর ভোগ-বিলাসের ইচ্ছা রাখা উচিত নয়।। ১৬০।।

❈ ❈ ❈

ভগবান যা কিছু করেন এবং করবেন তাতেই আমাদের মঙ্গল— এই বিশ্বাস নিয়ে সকল পরিস্থিতিতে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত।। ১৬১।।

❈ ❈ ❈

দুঃখ চিন্তার কারণ বস্তুর অভাব নয়, বরং তা হল মূর্খতা। এই মূর্খতা সৎসঙ্গে দূর হয়।। ১৬২।।

❈ ❈ ❈

মানুষ যেমন যেমন নিজের শরীরের চিন্তা ত্যাগ করতে থাকে তেমনই জগৎ তার শরীরের জন্য চিন্তা করতে থাকে।। ১৬৩।।

❈ ❈ ❈

ভগবানের উপর ভরসা করলে কোনও চিন্তা টিকতে পারে না।। ১৬৪।।

❈ ❈ ❈

যা করা উচিত নয় তা করলে আর যা করা উচিত তা না করলে চিন্তা ও ভয় হয়।। ১৬৫।

❋ ❋ ❋

ভগবান আমাদের থেকে বেশি জানেন, আমাদের থেকে বেশি সমর্থ আর আমাদের থেকে বেশি দয়ালু। তাহলে আমরা চিন্তা কেন করব।। ১৬৬।।

—০০০—

সতর্কবাণী

মৃত্যুকালের সকল সামগ্রী প্রস্তুত। শবাচ্ছাদন বস্ত্র (কাফন)ও তৈরি, নতুন করে তৈরি করতে হবে না। ওঠাবার লোকজন নতুন করে জন্মাবে না। পোড়াবার জায়গাও ঠিক আছে, নতুন করে নিতে হবে না। পোড়াবার কাঠ তৈরি, নতুন করে গাছ লাগাতে হবে না। কেবল শ্বাস বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা। শ্বাস বন্ধ হলেই সব সামগ্রী জুটে যাবে। তাহলে নিশ্চিন্তে বসে আছ কি করে?।। ১৬৭।।

❋ ❋ ❋

সতর্ক হও! এই সংসারে চিরকাল থাকা যাবে না। এখানে কেবল মরণশীলরাই থাকে। তাহলে পা ছড়িয়ে বসে আছ কি করে?।। ১৬৮।।

❋ ❋ ❋

একবার ভাবো! এই সব দিন কি সব সময় একই রকম থাকবে? ।। ১৬৯।।

❋ ❋ ❋

এখানে বাড়ি নির্মাণ করছ, সেটাকে সাজাচ্ছ, সংগ্রহ করছ, কিন্তু নিজে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছ। যেখানে যাবে, আগে সেখানটা ঠিক করো।। ১৭০।।

❋ ❋ ❋

ঠিক সময়ে গাড়ি ছাড়বে বলে আগে থেকেই তো সাবধান হতে হয়। সুতরাং মৃত্যুরূপী গাড়ি ছাড়ার যখন কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই, তখন তার জন্য তো সর্বদাই সাবধান থাকতে হবে।। ১৭১।।

❋ ❋ ❋

'করব' এটা নিশ্চিত নয়, কিন্তু 'মরব' এটা নিশ্চিত।। ১৭২।।

❋ ❋ ❋

ভগবানকে তোমরা দেখতে পাও না, কিন্তু ভগবান তোমাদের সর্বদাই দেখছেন।। ১৭৩।।

❋ ❋ ❋

যে আসবে, সে যাবে— এটাই নিয়ম।। ১৭৪।।

❋ ❋ ❋

কালরূপী অগ্নিতে অনবরত সবকিছু জ্বলছে, তাহলে কিসের ভরসা করব? কিসের ইচ্ছা করব?।। ১৭৫।।

❋ ❋ ❋

ভেবে দেখো যে নিজের বলে কে আছে? যদি এখনই মৃত্যু আসে তাহলে কেউ কি আমাদের সাহায্য করতে পারবে?।। ১৭৬।।

❋ ❋ ❋

জন্মদিন এলে খুব আহ্লাদ কর যে আমি এত বছরের হলাম। বাস্তবে এত বছরের হওনি, বরং এতগুলো বছর মরে গেছে অর্থাৎ আমাদের বয়স থেকে এতগুলো বছর কমে গেছে এবং মৃত্যু এগিয়ে এসেছে।। ১৭৭।।

❋ ❋ ❋

শিশু জন্মাবার পর সে বড় হবে কি না, বড় হলে সে পড়াশুনা করবে কি না, তার বিবাহ হবে কি না, তার ছেলেমেয়ে হবে কি না, তার ধন-সম্পত্তি হবে কি না ইত্যাদি সবকিছুতে সন্দেহ আসে, কিন্তু তার মৃত্যু হবে কি না— তাতে কোনও সন্দেহ নেই।। ১৭৮।।

—০০০—

তত্ত্বজ্ঞান

পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞানকরণ-নিরপেক্ষ। সেজন্য তার জ্ঞান নিজের থেকেই হতে পারে। ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি করণের দ্বারা হতে পারে না।। ১৭৯।।

❋ ❋ ❋

যতক্ষণ বিনাশী বস্তু সত্য বলে প্রতিভাত হবে, ততক্ষণ বোধ হবে না।। ১৮০।।

❉ ❉ ❉

বোধ হলে নিজের মধ্যে দোষ আর থাকে না, এবং গুণ ও বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় না।। ১৮১।।

❉ ❉ ❉

যা আমাদের স্বরূপ নয়, তাকে ত্যাগ (সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ) করলে যা আমাদের স্বরূপ তার বোধ জন্মাবে।। ১৮২।।

❉ ❉ ❉

সাধকের মধ্যে কোনও রকম আগ্রহ থাকা উচিত নয়। না দ্বৈতের, না অদ্বৈতের। আগ্রহ থাকলে বোধ হবে না।। ১৮৩।।

❉ ❉ ❉

যতক্ষণ 'অহং' আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের অহঙ্কার তো থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব লাভ হবে না।। ১৮৪।।

❉ ❉ ❉

যতক্ষণ নিজের মধ্যে রাগ-দ্বেষ বর্তমান, ততক্ষণ তত্ত্বজ্ঞান হয়নি, কেবল কথা শিখেছে।। ১৮৫।।

❉ ❉ ❉

তত্ত্বজ্ঞান হতে কয়েক জন্ম লাগে না, তীব্র ব্যাকুলতা থাকলে মিনিটের মধ্যে তা হতে পারে; কারণ তত্ত্ব সদা-সর্বদা বিদ্যমান।। ১৮৬।।

❉ ❉ ❉

তত্ত্বজ্ঞান অভ্যাসের দ্বারা নয়, নিজের বিবেককে গুরুত্ব দিলে হয়। অভ্যাসের দ্বারা একটা নতুন অবস্থা তৈরি হয়, তত্ত্ব মেলে না।। ১৮৭।।

❉ ❉ ❉

যতক্ষণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হয়, ততক্ষণ সব প্রাণী বন্দি। বন্দির লক্ষণ—পাপকর্ম করবে নিজের ইচ্ছামতো কিন্তু দুঃখভোগ করবে অপরের ইচ্ছামতো।। ১৮৮।।

❉ ❉ ❉

'আমি ব্রহ্ম'— এটি অনুভবের বিষয় নয়, বরং তা 'অহংগ্রহ' উপাসনা। তত্ত্বজ্ঞান হলে 'আমি ব্রহ্ম'-এই অনুভূতি থাকে না।। ১৮৯।।

❋ ❋ ❋

তত্ত্বজ্ঞান হলে কাম-ক্রোধ আদি বিকারের (দোষ) একান্ত অভাব দেখা যায়।। ১৯০।।

❋ ❋ ❋

যতক্ষণ আমাদের দৃষ্টিতে অসতের সত্তা, ততক্ষণ বিবেক আছে। অসতের সত্তা লোপ পেলে বিবেকই তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয়।। ১৯১।।

❋ ❋ ❋

নিজের মধ্যে এবং অন্যের মধ্যে নির্দোষিতার অনুভব হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান, জীবন্মুক্তি।। ১৯২।।

❋ ❋ ❋

তত্ত্বজ্ঞান হলে জ্ঞানী পুরুষ পরিস্থিতি রহিত হন না বরং সুখ-দুঃখ থেকে রহিত হন।। ১৯৩।।

❋ ❋ ❋

তত্ত্বজ্ঞান শরীরকে নাশ করে না, বরং শরীরের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ আমিত্ব-মমত্বকে নাশ করে।। ১৯৪।।

❋ ❋ ❋

তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানের নাশ একবারই হয় এবং তা চিরদিনের জন্য হয়।। ১৯৫।।

❋ ❋ ❋

"যা আছে" তাকে অনুভব করার নাম 'জ্ঞান'। যা নেই, তাকে মেনে নেওয়ার নাম 'অজ্ঞান'।। ১৯৬।।

—০০০—

ত্যাগ

পূর্ণ ত্যাগ তখনই হয় যখন ত্যাগের কিঞ্চিৎমাত্র অভিমান না থাকে। অভিমান তখনই আসে যখন অন্তরে ত্যাজ্য বস্তুর প্রতি গুরুত্ব অঙ্কিত থাকে। সেজন্য বস্তুর ত্যাগ অপেক্ষা বস্তুর গুরুত্ব ত্যাগ হল শ্রেষ্ঠ।। ১৯৭।।

❋ ❋ ❋

যতক্ষণ কারও কাছে কোনও রকম প্রয়োজন থাকে, ততক্ষণ বাস্তবিক ত্যাগ হয় না।। ১৯৮।।

* * *

আমরা কাম-ক্রোধ, আমিত্ব-মমত্ব আদিকে ধরতে জানি, আবার ছাড়তেও জানি। কিন্তু আমরা এগুলিকে ছাড়তে চাই না বলেই এদের ত্যাগ করা অসাধ্য বলে মনে হয়।। ১৯৯।।

* * *

বাসনার ত্যাগে মুক্তি, বস্তুর ত্যাগে নয়।। ২০০।।

* * *

শরীর কখনই আমাদের কাজে লাগে না, শরীরের প্রতি 'আমি-আমিত্ব' ত্যাগই আমাদের কাজে লাগে।। ২০১।।

* * *

শরীর সংসার আপনা আপনি ছেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাতে কল্যাণ হবে না। যে বস্তু ছেড়ে যাবে তাকে তোমরা ত্যাগ করো, সেখান থেকে 'আমি-আমিত্ব' দূর করো তাহলেই কল্যাণ হবে।। ২০২।।

* * *

অন্তরে অর্থের প্রতি গুরুত্ব থাকলে অর্থের ত্যাগে নিজেকে বিশিষ্ট বলে মনে হয় এবং ত্যাগে অহঙ্কার আসে। অতএব ত্যাগের জন্য যে অহঙ্কার তাতে প্রকৃতপক্ষে অর্থেরই গুরুত্ব প্রকাশ পায়।। ২০৩।।

* * *

ত্যাগ করলে নিজের উন্নতি হয় তথা সেই বস্তু শুদ্ধ হয় আর ভোগ করলে নিজের পতন হয় তথা বস্তুর নাশ হয়।। ২০৪।।

* * *

মানুষ নিজে ভোগী হতে চায়, কিন্তু অপরকে ত্যাগী দেখতে চায়—এ অন্যায়। যদি তার ত্যাগীকে ভাল লাগে তবে সে নিজে ত্যাগী হয় না কেন?।। ২০৫।।

* * *

প্রকৃত ত্যাগ তাকেই বলা হবে যেখানে ত্যাগের মনোভাবেরই ত্যাগ হয়ে যায়।। ২০৬।।

—০০০—

দোষ (বিকার)

সর্বাঙ্গীন নির্দোষ জীবন তো সকলেরই হতে পারে, কিন্তু সর্বাঙ্গীন দোষী জীবন কখনও কারও হতেই পারে না; কারণ ভগবানের অংশ হওয়ার জন্য জীব স্বয়ং নির্দোষ। দোষ হল আগন্তুক যা বিনাশশীলের সঙ্গ থেকে আসে।। ২০৭।।

❊ ❊ ❊

সাধক যখন নিজের দোষকে দোষরূপে দেখেন সেগুলির দুঃখে দুঃখী হন, দোষ থাকাটা তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়, তখন দোষ টিকতে পারে না। ভগবানের কৃপা সেই দোষগুলোকে শীঘ্র নাশ করে দেয়।। ২০৮।।

❊ ❊ ❊

যত বিকার আছে, তা সমস্তই বিনাশী বস্তুকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই হয়ে থাকে।। ২০৯।।

❊ ❊ ❊

ঠকানো দোষের, ঠকলে দোষ নেই।। ২১০।।

❊ ❊ ❊

সবকিছুকে ভগবদ্ ভাবে দেখলে বিকার সম্পূর্ণভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।। ২১১।।

❊ ❊ ❊

সন্তোষের দ্বারা কাম, ক্রোধ এবং লোভ— তিনটেই নষ্ট হয়।। ২১২।।

❊ ❊ ❊

দোষের আলাদা কোনও সত্তা নেই। গুণের যে ঘাটতি তার নামই দোষ এবং তা অসতকে স্থায়িত্ব ও গুরুত্ব দিলেই আসে।। ২১৩।।

❊ ❊ ❊

সমস্ত বিকার তো শরীরেই হয়, নির্বিকার (স্বরূপ)-এ কোনও বিকার হয় না।। ২১৪।।

❋ ❋ ❋

দোষের মূল একটাই যা থেকে সমস্ত দোষ উৎপন্ন হয়। তা হল— সংসারের সাথে সম্পর্ক। সেরকম মৌলিক গুণও একটা— যাতে সমস্ত গুণ প্রকট হয়। তা হল— ভগবানের সাথে সম্পর্ক।। ২১৫।।

❋ ❋ ❋

লোভের জন্যই আবশ্যক বস্তুর প্রাপ্তি হয় না আর প্রাপ্ত বস্তুর সদুপযোগ হয় না।। ২১৬।।

—০০০—

দোষ দৃষ্টি

নিজের মধ্যে গুণের অভিমান হলেই অপরের মধ্যে দোষ চোখে পড়ে আর অপরের মধ্যে দোষদৃষ্টি করলে নিজের অভিমান দৃঢ় হয়।। ২১৭।।

❋ ❋ ❋

যে সাধক নিজের দোষ দূর করতে চায় তার পরের দোষ দেখা উচিত নয়। পরের দোষ দেখলে নিজের দোষ পুষ্ট হয় এবং দোষের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হওয়ার ফলে নতুন নতুন দোষ সৃষ্টি হয়।। ২১৮।।

❋ ❋ ❋

পরের দোষ দেখলে না নিজের ভাল হয়, না পরের।। ২১৯।।

❋ ❋ ❋

যে মানুষের অন্তঃকরণ যত মলিন সে তত পরের দোষ দেখতে পায়। রেডিয়োর মতো মলিন অন্তঃকরণই দোষকে ধরে রাখে।। ২২০।।

❋ ❋ ❋

যদি তুমি চাও যে কেউ আমাকে খারাপ ভাববে না, তাহলে তোমারও কাউকে খারাপ ভাবার অধিকার নেই।। ২২১।।

❋ ❋ ❋

কাউকে মন্দ না ভাবলে ভালত্ব ভেতর থেকেই প্রকট হয়। ভেতর থেকে প্রকট হওয়া ভালত্ব নির্ভেজাল ও ব্যাপক হয়।। ২২২।।

❊ ❊ ❊

যদি তুমি নিজের নির্দোষিতাকে সুরক্ষিত রাখতে চাও, তবে কারও দোষ দেখো না; না নিজের, না পরের।। ২২৩।।

❊ ❊ ❊

অন্যকে নির্দোষ বানাবার মনোভাব নিয়ে তার দোষ দেখাটা খারাপ নয়। অন্যের দোষ দেখে খুশি হওয়াটা দোষের।। ২২৪।।

❊ ❊ ❊

সবার স্বরূপ স্বতঃ নির্দোষ। সেজন্য পুত্র শিষ্য প্রভৃতিকে স্বরূপত নির্দোষ মনে করে তাদের মধ্যে ব্যক্ত হওয়া দোষগুলোকে আগন্তুক জেনে তাদের শিক্ষা দিতে হবে এবং আগন্তুক দোষগুলো দূর করার চেষ্টা করতে হবে।। ২২৫।।

❊ ❊ ❊

যদি আমরা পরের দোষ দেখি তাহলে তার মধ্যে সেই দোষ দেখা দেবে। কারণ তার মধ্যে দোষ দেখার ফলে আমাদের ত্যাগ, তপ, বল প্রভৃতিও সেই দোষের জন্ম দিতে সহায়ক হবে, যার দ্বারা ঐ ব্যক্তি দোষী হবে এবং এতে আমাদেরও ক্ষতি হবে।। ২২৬।।

—০০০—

ধন

অর্থকে সব থেকে বড় করে দেখা বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়ার লক্ষণ।। ২২৭।।

❊ ❊ ❊

ধর্মের জন্য ধন নয়, মন চাই।। ২২৮।।

❊ ❊ ❊

ধন কাউকে নিজের গোলাম বানায় না। মানুষ খোদ নিজেই ধনের গোলাম হয়ে নিজের পতন ডেকে আনে।। ২২৯।।

❁ ❁ ❁

অর্থের জন্য কেউ বড় হয় না, বরং কাঙাল হয়। বাস্তবে সেই বড় এবং শ্রেষ্ঠ যার মনে কোনও কিছুর আকাঙ্ক্ষা নেই।। ২৩০।।

❁ ❁ ❁

এখন যে ধন-প্রাপ্তি ঘটছে তা বর্তমান কর্মের ফল নয়, বরং ভাগ্যের ফল। বর্তমানে ধন-প্রাপ্তির জন্য যে মিথ্যা, কপটতা, বেইমানি, চুরি ইত্যাদি করা হয় তার ফল (দণ্ড) তো পরে পাবে ।।২৩১।।

❁ ❁ ❁

অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ আমাদের কাজে লাগবে— এটা নিয়ম নয় ; কিন্তু এর জন্য দণ্ড ভোগ করতেই হবে — এতে ব্যতিক্রম হবে না ।। ২৩২।।

❁ ❁ ❁

যেখানে অর্থের প্রয়োজন হয় সেখানে পরমার্থ হয় না, বরং অর্থের গোলামি হয়।।২৩৩।।

❁ ❁ ❁

যেমন নিজের দুঃখ দূর করার জন্য অর্থ ব্যয় করি, তেমনিই পরের দুঃখ দূর করার জন্য যদি অর্থ ব্যয় করতে পারি তাহলেই আমরা অর্থ সঞ্চয়ের অধিকারী, নচেৎ নয় ।। ২৩৪।।

❁ ❁ ❁

ধনের নিমিত্ত মিথ্যা, কপটতা, বেইমানি ইত্যাদি করার ফলে যতটা ক্ষতি হয়, ততটা লাভ হয় না। অর্থাৎ ততটা ধন-প্রাপ্তি ঘটে না। আর যতটা ধনপ্রাপ্তি ঘটে, তার সবটা কাজেও লাগে না। তাহলে অল্প লাভের জন্য এতটা ক্ষতি করার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা কোথায়?।। ২৩৫ ।।

❁ ❁ ❁

মৃত্যুর পর স্বভাব সঙ্গে যাবে, ধন সঙ্গে যাবে না। অথচ মানুষ স্বভাব নষ্ট করছে আর ধন সঞ্চয় করছে। বুদ্ধির বলিহারি ।। ২৩৬।।

❋ ❋ ❋

অর্থ প্রাপ্তিতে মানুষ স্বাধীন নয়, বরং পরাধীন ; কারণ অর্থ হল 'পর' ।। ২৩৭ ।।

❋ ❋ ❋

ধন থাকলেও মানুষ সাধু হতে পারে ; কিন্তু ধনের লালসা থাকলে মানুষ সাধু হতে পারে না ।। ২৩৮ ।।

❋ ❋ ❋

ধন প্রাপ্তিতে দারিদ্র্য দূর হয় না, দারিদ্র্য দূর হয় অন্তর থেকে ধনের ইচ্ছা ত্যাগ করলে।। ২৩৯ ।।

❋ ❋ ❋

মানুষের সম্মান ধনের বৃদ্ধিতে নয়, ধর্মের আচরণই তার প্রকৃত সম্মান।। ২৪০ ।।

❋ ❋ ❋

ধন থেকে বস্তু শ্রেষ্ঠ, বস্তু থেকে মানুষ শ্রেষ্ঠ, মানুষ থেকে বিবেক শ্রেষ্ঠ, বিবেক থেকে সৎ-তত্ত্ব (পরমাত্মা) শ্রেষ্ঠ। মানব-জন্ম হল এই সৎ-তত্ত্ব প্রাপ্ত করার জন্য ।। ২৪১ ।।

—০০০—

নামজপ

সাধক যদি কোনও কিছু বুঝতে নাও পারেন তাহলেও তাঁর অন্তত ভগবানের শরণ নিয়ে ভগবদ্ - নাম জপ শুরু করে দেওয়া উচিত ।। ২৪২ ।।

❋ ❋ ❋

ভগবানের জপ ও কীর্তন— দুটোই কলিযুগ থেকে রক্ষা করে উদ্ধার করে দেয়।। ২৪৩ ।।

❋ ❋ ❋

নামজপে প্রগতির লক্ষণ হল নামজপে কোনও ছেদ পড়বে না।। ২৪৪ ।।

❋ ❋ ❋

নামজপে রুচি নামজপ করতে করতেই হয় ।। ২৪৫ ।।

❋ ❋ ❋

নামজপ কোনও অভ্যাস নয়, এ হল আহ্বান। অভ্যাসে থাকে শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রাধান্য, আর আহ্বানে স্ব-এর প্রাধান্য ।। ২৪৬ ।।

❋ ❋ ❋

নামজপ সমস্ত সাধনার পোষণকারী ।। ২৪৭ ।।

❋ ❋ ❋

ভগবানের নাম সকলের জন্য অবাধ, আর জিহ্বা সকলের মুখেই আছে, তবুও মানুষ নরকে যায় — এ বড় আশ্চর্যের কথা ।। ২৪৮ ।।

❋ ❋ ❋

ভগবানের হয়ে নাম করার মধ্যে যে মাহাত্ম্য তা কেবল নাম করার মধ্যে নেই। কারণ নামজপে নামীতে (ভগবানে) প্রেম মুখ্য, উচ্চারণ (ক্রিয়া) মুখ্য নয়।। ২৪৯ ।।

❋ ❋ ❋

সংখ্যার (ক্রিয়া) দিকে লক্ষ্য থাকলে নির্জীব জপ হয় আর ভগবানের দিকে লক্ষ্য থাকলে সজীব জপ হয়। সেজন্য জপ ও কীর্তনে ক্রিয়া মুখ্য না হয়ে প্রেমভাব মুখ্য হবে —কারণ, আমরা আমাদের প্রেমাস্পদের নাম করছি।। ২৫০ ।।

❋ ❋ ❋

ভগবানের কোন নাম বড় বা কোন রূপ বড় — এ পরীক্ষা না করে সাধকের নিজেকে পরীক্ষা করা উচিত যে কোন্ নাম আর কোন্ রূপ আমার অধিক প্রিয়।। ২৫১ ।।

—০০০—

পাপ ও পূণ্য

আমাদের কেউ অপকার করলে বস্তুত তাতে আমাদের উপকারই হয় ; কারণ তার অপকারের দ্বারা আমাদের পাপ নষ্ট হয়।। ২৫২ ।।

❈ ❈ ❈

পরের ক্ষতি করলে পাপ তো হয়ই ; ক্ষতির কথা শুনলে এবং বললেও পাপ হয়।। ২৫৩ ।।

❈ ❈ ❈

নিজ কল্যাণের ইচ্ছা তীব্র হলে সাধকের পাপ নষ্ট হয়ে যায় ।। ২৫৪ ।।

❈ ❈ ❈

ভগবানের থেকে বিমুখ হয়ে সংসারমুখো হওয়ার মতো পাপ আর নেই ।। ২৫৫ ।।

❈ ❈ ❈

এখন থেকে আমি আর কোনও পাপ করব না — এইটি পাপের আসল প্রায়শ্চিত্ত ।। ২৫৬ ।।

❈ ❈ ❈

মানব-জনমে কৃত পাপ নরক এবং চুরাশি লাখ যোনি প্রাপ্ত হওয়ার পরও সমাপ্ত হয় না, বরং অবশিষ্ট থেকে যায় এবং জন্ম-মৃত্যুর কারণ হয়।। ২৫৭ ।।

❈ ❈ ❈

যেখানে মানুষ অনুকূলতায় সুখী ও প্রতিকূলতায় দুঃখী হয়— সেখানেই সে পাপ-পুণ্যের ফাঁদে পড়ে।। ২৫৮ ।।

❈ ❈ ❈

বিনাশশীলকে গুরুত্ব দেওয়া বন্ধন। এর থেকেই যাবতীয় পাপের জন্ম।। ২৫৯ ।।

❈ ❈ ❈

যদি সুখের ইচ্ছা থাকে তাহলে পাপ করতে না চাইলেও পাপ হয়। সুখের ইচ্ছাই পাপ করা শেখায়। অতএব পাপ থেকে যদি নিস্তার পেতে চাও তাহলে সুখের ইচ্ছা ত্যাগ করো।। ২৬০ ।।

❉ ❉ ❉

যেখানে পরকে দুঃখ দেওয়ার ও নিজের মতলব সিদ্ধ করার মনোবৃত্তি থাকে, সেখানেই পাপ, সেখানেই বন্ধন ।। ২৬১ ।।

❉ ❉ ❉

গোপন করলে পাপ ও পুণ্য— দুটোই বিশেষ ফলদায়ক হয়ে যায়। সেজন্য নিজের পাপকে প্রকাশ করা উচিত, কিন্তু পুণ্যকে প্রকাশ করা উচিত নয় — **ছীজহিঁ নিশিচর দিনু অরু রাতী। নিজ মুখ কহেঁ সুকৃত জেহি ভাঁতী**" (মানস, লঙ্কা ঃ ৭২/২) ।। ২৬২ ।।

❉ ❉ ❉

কোনও ব্যক্তিকে ভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়ার মতো পুণ্য কাজ আর নেই, এর মতো দান আর নেই ।। ২৬৩ ।।

❉ ❉ ❉

আমার সুখপ্রাপ্তি হোক — এইটি সমস্ত পাপের মূল ।। ২৬৪ ।।

❉ ❉ ❉

পাপ তো আগে করে নিই, তারপর প্রায়শ্চিত্ত করব — এই ধরনের ইচ্ছাকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাও বিনষ্ট হবে না ।। ২৬৫ ।।

—০০০—

পারমার্থিক মার্গ

প্রত্যেকটি মানুষকে ভগবানের দিকে যেতেই হবে ; সে আজই যাও বা অনেক জন্মের পরেই যাও — তাহলে দেরি কেন ? ।। ২৬৬ ।।

❉ ❉ ❉

শুদ্ধ হৃদয়ে ভগবানের দিকে এগোলে সাধক অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সমস্ত সাধু-সন্তের প্রসন্নতা ও কৃপা লাভ করে ।। ২৬৭ ।।

❉ ❉ ❉

সাধক যখন ঈশ্বর অভিমুখী হয় তখন তার মন বুদ্ধিও স্বাভাবিক ভাবেই ঈশ্বরমুখী হয়, সেগুলিকে অভিমুখী করতে হয় না ।। ২৬৮ ।।

❉ ❉ ❉

পারমার্থিক পথে সাধকের কাছে সাংসারিক অনুকূলতা (ধন, মান, অহঙ্কার, আরাম ইত্যাদি) ততক্ষণ বাধক বলে মনে হয় যতক্ষণ তাঁর মধ্যে সাংসারিক সুখের ইচ্ছা বা রুচি বিদ্যমান থাকে ।। ২৬৯ ।।

❉ ❉ ❉

সাংসারিক সিদ্ধি—অসিদ্ধিতে যে রাজি বা অরাজি হয় সে পারমার্থিক পথে তৎপরতার সঙ্গে এগোতে পারে না ।। ২৭০ ।।

❉ ❉ ❉

পারমার্থিক পথে রাগ-দ্বেষই সাধকের সাধন-সম্পত্তি লুণ্ঠনকারী প্রধান শত্রু ।। ২৭১ ।।

❉ ❉ ❉

যে ভাবেই হোক ঈশ্বরমুখী হও, তারপর তিনিই সামলাবেন ।। ২৭২ ।।

❉ ❉ ❉

পরমাত্মা অভিমুখী হলে সংসারের কার্যও (ব্যবহারও) ঠিকমতো হয়, কিন্তু সংসার অভিমুখী হলে পরমাত্ম-প্রাপ্তি হয় না ।। ২৭৩ ।।

❉ ❉ ❉

নিজেকে পরমাত্মায় ভেদ ভাবে বা অভেদ ভাবে — যেভাবেই হোক সমর্পণ কর, পরিণাম একই হবে ।। ২৭৪ ।।

❉ ❉ ❉

সংসারের কাজে লাভ-লোকসান আছে, কিন্তু ভগবানের কাজে শুধুই লাভ, লোকসান নেই।। ২৭৫ ।।

❁ ❁ ❁

সংসারের পথে চলতে কেউ সাথী হয় না, ভগবানের পথে চলতে সকলে সাথী হয় ।। ২৭৬ ।।

❁ ❁ ❁

স্বার্থপর মানুষ পারমার্থিক পথেও নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে, আর পারমার্থিক সাধক সাংসারিক ব্যবহারেও আপন পরমার্থই সিদ্ধ করে ।। ২৭৭ ।।

❁ ❁ ❁

সাংসারিক বাসনা উৎপন্ন হলেই পারমার্থিক মার্গ আচ্ছাদিত হয়। যদি এই অবস্থায় সাবধানতা অবলম্বন না করা হয় তাহলে বাসনা বাড়তে থাকে। আর বাসনার বৃদ্ধি হলে পারমার্থিক মার্গে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় ।। ২৭৮ ।।

❁ ❁ ❁

যেদিন সংসারের প্রতি রুচি বিলীন হবে, সেদিনই পারমার্থিক রুচি পূর্ণ হবে ।। ২৭৯ ।।

❁ ❁ ❁

সাংসারিক বিষয়ে অসন্তোষ দেখা দিলে পতন হয়, আর পারমার্থিক বিষয়ে অসন্তোষ দেখা দিলে উত্থান হয় ।। ২৮০ ।।

❁ ❁ ❁

সংসারে তো 'করলে' উন্নতি কিন্তু পারমার্থিক পথে 'না করলে' উন্নতি ।। ২৮১ ।।

❁ ❁ ❁

সংসারে ব্যস্ত থাকলে পতন বাকি থাকে, উত্থানও বাকি থাকে। কিন্তু ভগবানে ব্যস্ত থাকলে পতন তো হয়ই না, আবার উত্থানও বাকি থাকে না ।। ২৮২ ।।

—০০০—

প্রারব্ধ (ভাগ্য)

প্রারব্ধ অর্থাৎ ভাগ্যবশত যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তাতে চিন্তাগ্রস্ত থাকার জন্য ভাগ্য দায়ী নয়। ভাগ্য মানুষকে নিষ্কর্মা করে না ।। ২৮৩ ।।

❁ ❁ ❁

প্রারব্ধ অনুসারে মানুষ পাপ পুণ্য করে না, কেননা কর্মের ফল কর্ম হয় না, বরং ভোগ হয়।। ২৮৪ ।।

❁ ❁ ❁

ভাগ্যের কারণে কেবল সুখ বা দুঃখদায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাতে সুখী বা দুঃখী হওয়ায় মানুষ-মাত্রেরই স্বাধীনতা আছে ।। ২৮৫ ।।

❁ ❁ ❁

সর্বজ্ঞ, সর্বসুহৃদ, সর্বসমর্থ প্রভুর বিধান হল এই যে নিজের কৃত পাপ অপেক্ষা বেশি দণ্ড কেউ পেতে পারে না। অতএব যে কষ্ট জীবনে আসে তা নিজের কোনও-না-কোনও পাপের ফল ।। ২৮৬ ।।

❁ ❁ ❁

যা হয় তা ঠিকই হয়, বেঠিক হয় না। সেজন্য 'করা' অর্থাৎ কর্ম করার সময় সাবধান থাকতে হয়। 'হওয়া' অর্থাৎ পরিণামে যা হয় তাতে প্রসন্ন থাকা উচিত।। ২৮৭ ।।

❁ ❁ ❁

শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ ভাগ্যের কারণে হয় না, তা হয় কামনা থেকে।। ২৮৮ ।।

❁ ❁ ❁

একটা হল 'করা' আর একটা হল 'হওয়া', দুটির বিভাগ আলাদা। 'করা' পুরুষার্থের অধীন, 'হওয়া' ভাগ্যের অধীন। সেজন্য মানুষ 'করা' (কর্তব্য)-তে স্বাধীন আর 'হওয়া' (ফলপ্রাপ্তি)-তে পরাধীন ।। ২৮৯ ।।

—০০০—

প্রেম

সংসার থেকে সর্বাংশে রাগ (আসক্তি) চলে গেলে ভগবানে অনুরাগ (প্রেম) জন্মে ।। ২৯০ ।।

* * *

যে বস্তু নিজের তাকে সব সময়েই ভাল লাগবে। তাই একমাত্র ভগবানকে নিজের বলে মনে করলে ভগবানেই প্রেম জাগ্রত হবে ।। ২৯১ ।।

* * *

কি আশ্চর্যের কথা যে, যিনি নিত্য-নিরন্তর বিদ্যমান সেই পরমাত্মা প্রিয় হন না, অথচ যা নিত্য-নিরন্তর পরিবর্তনশীল তা (সংসার)কে প্রিয় লাগে।। ২৯২ ।।

* * *

যতক্ষণ সংসারে আসক্তি থাকে ততক্ষণ ভগবানে প্রকৃত প্রেম হয় না ।। ২৯৩ ।।

* * *

সংসারের সুখাসক্তিই ভগবৎ প্রেমে প্রধান বাধা। যদি সুখাসক্তি চলে যায় তবে ভগবানে প্রেম স্বতঃসিদ্ধ ভাবে জাগ্রত হবে ।। ২৯৪ ।।

* * *

যতদিন বিনাশশীলের প্রতি প্রেম থাকবে ততদিন সাধনা করা সত্ত্বেও অবিনাশীর প্রতি প্রেম ও তার অনুভূতি হবে না ।। ২৯৫ ।।

* * *

ভগবানের প্রতি অনন্য প্রেমের নাম হল রাধাতত্ত্ব। যতক্ষণ সংসারে আকর্ষণ থাকে, ততক্ষণ রাধাতত্ত্ব অনুভবে আসে না ।। ২৯৬ ।।

* * *

ভগবানে প্রীতি হওয়ার তুল্য কোনও ভজনা নেই ।। ২৯৭ ।।

* * *

যতক্ষণ সাধক নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে চাইবেন, ততক্ষণ তাঁর না সগুণে, না নির্গুণে — কোনওটিতেই প্রেম জাগবে না ।। ২৯৮ ।।

❊ ❊ ❊

যজ্ঞ, তপ, দান, ব্রত, তীর্থ ইত্যাদির দ্বারা ভগবৎ প্রেম প্রাপ্ত হয় না, এটি লাভ হয় ভগবানের সাথে সুদৃঢ় একাত্মতার দ্বারা ।। ২৯৯ ।।

❊ ❊ ❊

তপস্যার দ্বারা প্রেম নয়, শক্তি লাভ হয়। কিন্তু ভগবানের সাথে একাত্মতায় প্রেম লাভ হয় ।। ৩০০ ।।

❊ ❊ ❊

ভগবৎ প্রেমে যে অপূর্ব রসানুভূতি আছে, জ্ঞানে তা নেই। জ্ঞানে আছে অখণ্ড আনন্দ আর প্রেমে আছে অনন্ত আনন্দ ।। ৩০১ ।।

❊ ❊ ❊

মতে ভেদাভেদ আছে, প্রেমে নেই। প্রেম সম্পূর্ণ মতবাদকে গ্রাস করে ।। ৩০২ ।।

❊ ❊ ❊

ভগবানের প্রতি আকর্ষণ হওয়ার নাম ভক্তি। ভক্তি কখনও সম্পূর্ণ হয়ে যায় না বরং এর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকে ।। ৩০৩ ।।

❊ ❊ ❊

ভগবানে প্রেমের জন্য দৃঢ় আত্মীয়তাবোধ আবশ্যক আর তাঁর দর্শনের জন্য তীব্র ব্যাকুলতার প্রয়োজন ।। ৩০৪ ।।

❊ ❊ ❊

সংসারকে জানলে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য হয় আর পরমাত্মাকে জানলে তাঁর সাথে প্রেম হয় ।। ৩০৫ ।।

❊ ❊ ❊

যাঁকে লাভ করা অবশ্যম্ভাবী, সেই পরমাত্মার সাথে প্রেম করো, যেখানে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, সেই সংসারের সেবা করো ।। ৩০৬ ।।

❊ ❊ ❊

প্রেমে নিজের সুখ ও স্বার্থের লেশমাত্রও থাকে না।। ৩০৭ ।।

❋ ❋ ❋

প্রেম মুক্তিরও অনেক পরে। জীব তো মুক্তি পর্যন্ত রসের অনুভবকারী, কিন্তু প্রেমে সে রসের দাতা।। ৩০৮ ।।

❋ ❋ ❋

জ্ঞানমার্গে দুঃখ, বন্ধন কেটে যায় ও স্বরূপে স্থিতি হয়, তবে কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু ভক্তিমার্গে প্রতিক্ষণে বর্ধিত প্রেম লাভ হয় ।। ৩০৯ ।।

❋ ❋ ❋

জ্ঞান বিনা প্রেম মোহের দিকে যায়, প্রেম বিনা জ্ঞান শূন্যতার দিকে যায়।। ৩১০ ।।

❋ ❋ ❋

যার মধ্যে ভক্তির সংস্কার আছে এবং যে কৃপাকে আশ্রয় করেছে তার কাছে মুক্তি সন্তোষজনক নয়। ঈশ্বর কৃপা তার মুক্তির রসকে জলো করে দিয়ে প্রেমের অনন্ত রস প্রদান করে।। ৩১১ ।।

❋ ❋ ❋

নিজের মতের আগ্রহ এবং অন্যের মতকে উপেক্ষা, অনাদর, খণ্ডন না করলে মুক্তির পরে নিজে থেকেই ভক্তি (প্রেম) লাভ হয়।। ৩১২ ।।

❋ ❋ ❋

ভোগেচ্ছার অন্ত হয়, মুমুক্ষা অথবা জিজ্ঞাসার পূর্তি হয়, কিন্তু প্রেম-পিপাসার অন্তত হয় না, পূর্তিও হয় না, বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।। ৩১৩ ।।

❋ ❋ ❋

সংসারে আকর্ষণ-বিকর্ষণ (রুচি-অরুচি) দুই-ই আছে; কিন্তু পরমাত্মার কেবলই আকর্ষণ, বিকর্ষণ নেই। যদি বিকর্ষণ থাকে তাহলে বাস্তবে আকর্ষণ হয়নি।। ৩১৪ ।।

❋ ❋ ❋

যেমন সাংসারিক দৃষ্টিতে লোভরূপ আকর্ষণ বিনা ধনের বিশেষ গুরুত্ব নেই; তেমনি প্রেম বিনা জ্ঞানের বিশেষ গুরুত্ব নেই, ওখানে শূন্যবাদ আসতে পারে।। ৩১৫।।

—০০০—

বড়ত্বভাব

সৃষ্টিশীল এবং বিনাশশীল বস্তুদের নিয়ে নিজেকে বড় বা ছোট মনে করা মারাত্মক ভুল, ভয়ানক হীন্যতা।। ৩১৬।।

❈ ❈ ❈

নিজেকে ছোট এবং অন্যকে বড় মনে করা প্রকৃত বড়ত্বভাব, নিজেকে বড় আর অন্যকে ছোট করা প্রকৃত হীনতা।। ৩১৭।।

❈ ❈ ❈

বাস্তবে সেই বড় যে অন্যদের বড় তৈরি করে আর অন্যদের যে ছোট করে সেই প্রকৃতপক্ষে ছোট, সেই দাস।। ৩১৮।।

❈ ❈ ❈

সম্পত্তি, জমি-বাড়ি ইত্যাদি জড় বস্তুর দ্বারা নিজেকে বড় মনে করা বুদ্ধিভ্রষ্টের লক্ষণ।। ৩১৯।।

❈ ❈ ❈

সাংসারিক পদার্থের জন্য নিজেকে যে বড় বলে গণ্য করে তাকে ঐ সাংসারিক পদার্থই তুচ্ছ করে দেয়।। ৩২০।।

❈ ❈ ❈

প্রথমে আমরা বড় ছিলাম, তারপর ধন অর্জন করলাম। এখন যদি ঐ ধনের জন্য নিজেদের বড় মনে করি তাহলে বাস্তবে ধন বড় হল, আমরা ছোট হয়ে গেলাম। ধনের কদর হল আর স্বয়ং আমাদের হল অনাদর।। ৩২১।।

—০০০—

বন্ধন ও মুক্তি

শরীরাদি সাংসারিক পদার্থকে নিজের মনে করলে বন্ধন, নিজের মনে না করলে মুক্তি। নিজের মনে করা বা না করাতে প্রত্যেকেই স্বাধীন।। ৩২২।।

❉ ❉ ❉

সংসারের সমস্ত সম্পর্ক মুক্ত করে আবার বন্দিও করে। সম্পর্কগুলোর মধ্যে সেবা ভাব থাকলে তা মুক্তিদায়ী হয় এবং স্বার্থের ভাব থাকলে তা বন্ধনকারী হয়।। ৩২৩।।

❉ ❉ ❉

মানব-শরীরের অসদ্ব্যবহার করলে জীব বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সদ্ব্যবহার করলে মুক্ত হয়ে যায়। নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের অহিত করা হল মানব-শরীরের অসদ্ব্যবহার এবং নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যের হিত করা হল তার সদ্ব্যবহার।। ৩২৪।।

❉ ❉ ❉

বিনাশশীলকে গুরুত্ব দেওয়াই হল বন্ধন।। ৩২৫।।

❉ ❉ ❉

যা পেয়েছ তাকে যদি নিজের মনে না করো তাহলে মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ।। ৩২৬।।

❉ ❉ ❉

সংসারের স্বরূপ হল অনুকূলতা-প্রতিকূলতাময়। অনুকূলতা-প্রতিকূলতায় রাজি-অরাজি হলে মানুষ হয় বদ্ধ আর রাজি-অরাজি না হলে তারা মুক্ত হয়ে যায়।। ৩২৭।।

❉ ❉ ❉

শরীর সংসারের অংশ আর আমরা (স্বয়ং) হলাম পরমাত্মার অংশ। অতঃপর শরীরকে সংসারে অর্পণ করো অর্থাৎ সংসারের সেবায় নিযুক্ত করো আর নিজেকে পরমাত্মায় অর্পণ করো। তাহলে আজই মুক্তি।। ৩২৮।।

❉ ❉ ❉

মুক্তির ইচ্ছা হলে শরীর রাখার ইচ্ছা থাকে না। যদি রাখার ইচ্ছা থাকে তবে মুক্তির ইচ্ছাই হয়নি।। ৩২৯।।

❁ ❁ ❁

নিষ্কামভাবে (পরের জন্য) কর্ম করলে মুক্তি, আর সকামভাবে (নিজের জন্য) কর্ম করলে বন্ধন। সেজন্য মানুষকে নিষ্কামভাবে নিজ কর্তব্যের পালন করতে হবে।। ৩৩০।।

❁ ❁ ❁

যদি সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাও তবে প্রাপ্ত বস্তুতে মমতা আর অপ্রাপ্ত বস্তুতে বাসনা ত্যাগ করো।। ৩৩১।।

❁ ❁ ❁

ভগবানের তৈরি করা সৃষ্টি কখনও বন্ধন করে রাখে না, দুঃখও দেয় না। জীবের তৈরিকরা সৃষ্টি (আমিত্ব-মমত্ব) বন্ধনে আবদ্ধ করে দুঃখদায়ক হয়ে থাকে।। ৩৩২।।

❁ ❁ ❁

যা করা উচিত নয় তা করা আর যা করতে পারি না তা নিয়ে চিন্তা করা— এই দুটি হল প্রধান বন্ধন।। ৩৩৩।।

❁ ❁ ❁

বস্তু পাওয়া বা না পাওয়া বন্ধনকারক নয়। বরং বস্তুর সাথে সম্পর্ক স্থাপনই হল বন্ধনকারক।। ৩৩৪।।

❁ ❁ ❁

সংসারকে নিজের সেবার জন্য মনে করা বন্ধনের হেতু আর নিজেকে সংসারের সেবার জন্য মনে করা মুক্তির হেতু।। ৩৩৫।।

❁ ❁ ❁

বন্ধন ক্রিয়ার দ্বারা হয় না, বাসনার দ্বারা হয়।। ৩৩৬।।

❁ ❁ ❁

অপ্রাপ্ত বস্তুর বাসনা ও প্রাপ্ত বস্তুর প্রতি মমতা হল বন্ধন, পরাধীনতা।। ৩৩৭।।

❁ ❁ ❁

ভোগের ইচ্ছা ত্যাগ করতে হলে মুক্তির কামনা করা আবশ্যক। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার জন্য মুক্তির ইচ্ছা বন্ধনদায়ক।। ৩৩৮।।

❁ ❁ ❁

মানুষ কর্ম করলে আবদ্ধ হয় না বরং কর্মের প্রতি তার যে আসক্তি, যে স্বার্থভাব থাকে, তার দ্বারাই সে আবদ্ধ হয়।। ৩৩৯।।

❁ ❁ ❁

কোনও কর্মের সাথে স্বার্থের সম্পর্ক জুড়লে সেই কর্মই তুচ্ছ ও বন্ধনকারী হয়।। ৩৪০।।

❁ ❁ ❁

সিদ্ধান্ত হল এই যে, মানুষ যতক্ষণ নিজের জন্য কর্ম করে ততক্ষণ তার কর্মের সমাপ্তি হয় না, বরং কর্মের দ্বারা সে আবদ্ধ হতে থাকে।। ৩৪১।।

❁ ❁ ❁

যতক্ষণ প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক ততক্ষণ কর্ম করা বা না করা দুটোই বন্ধনকারক 'কর্ম'।। ৩৪২।।

❁ ❁ ❁

মুক্তি হয় নিজের, শরীরের নয়। তাই মুক্ত হলে শরীর সংসার থেকে আলাদা হয় না। বরং স্বয়ং-ই শরীর ও সংসার থেকে আলাদা হয়ে যায়।। ৩৪৩।।

❁ ❁ ❁

মুক্তি বাইরের ত্যাগে নয়, অন্তর বৈরাগ্যে হয়।। ৩৪৪।।

❁ ❁ ❁

আমার কোনও কিছুই নেওয়ার নেই— কেবল এইটুকুতেই মুক্তি।। ৩৪৫।।

❁ ❁ ❁

মুক্তি সহজ ও স্বাভাবিক, কিন্তু বন্ধন ক্রিয়াসাপেক্ষ।। ৩৪৬।।

❊ ❊ ❊

বাস্তবে যে মুক্ত সেই মুক্ত হয়, যে বদ্ধ সে কখনও মুক্ত হয় না ।।৩৪৭।।

—০০০—

মন্দত্ব ত্যাগ

সাধকের উচিত কখনও কাউকে মন্দ মনে না করা, কারও ক্ষতি না করা, কারও অনিষ্ট চিন্তা না করা, কারো মধ্যে দোষ না দেখা, কারও নিন্দা না শোনা, কাউকে মন্দ না বলা। এই ছয়টি কথা দৃঢ়তা পূর্বক পালন করলে সাধক মন্দ-রহিত হবে।। ৩৪৮।।

❊ ❊ ❊

কেউ ক্ষতি করলে পালটা তার ক্ষতি কামনা না করে ধরে নাও যে নিজের দাঁতে নিজের জিভ কেটে গেছে।। ৩৪৯।।

❊ ❊ ❊

ভাল করা ততটা আবশ্যক নয়, যতটা মন্দ ত্যাগ করা আবশ্যক। মন্দত্ব ত্যাগ করলে ভালত্ব নিজে নিজেই আসবে, করতে হবে না।। ৩৫০।।

❊ ❊ ❊

যাকে আমরা ভাল মনে করি তা সম্পূর্ণভাবে পালন করার দায়িত্ব আমাদের উপর নেই। কিন্তু যাকে আমরা মন্দ মনে করি তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করার দায়িত্ব আমাদের উপর আছে। আর সেই ত্যাগের শক্তি, যোগ্যতা, সামর্থ্য ও জ্ঞান ভগবান আমাদের দিয়েছেন।। ৩৫১।।

❊ ❊ ❊

বীরত্ব ভাল করার মধ্যে নয়, বরং অন্যের মন্দ না করার মধ্যে আছে।। ৩৫২।।

❊ ❊ ❊

যে নিজের কল্যাণ চায় তার কারও প্রতি মন্দ ভাবনা থাকা উচিত নয়।। ৩৫৩।।

❀ ❀ ❀

অন্যের প্রতি মন্দ ভাবনা থাকলে তার মন্দ হবে কি না— তা নিশ্চিত নয়, কিন্তু নিজের অন্তর তো মলিন হবেই।। ৩৫৪।।

❀ ❀ ❀

মনে রেখো, কারও অনিষ্ট করলে তার অনিষ্ট হওয়ার থাকলে তবেই হবে— কিন্তু তোমার নতুন করে পাপ হবে।। ৩৫৫।।

❀ ❀ ❀

ভাল করলে সীমিত ভাল হয়। কিন্তু মন্দ ত্যাগ করলে অসীম ভাল হয়।। ৩৫৬।।

❀ ❀ ❀

ভালো হতে গেলে আমাদের কিছু করতে হবে না, কেবল সর্বতো-ভাবে মন্দ ত্যাগ করলে আমরা ভালো হয়ে যাবো।। ৩৫৭।।

—০০০—

ভক্ত

ভগবৎ ভক্তের দ্বারা কৃত কর্ম, কর্ম নয়; প্রত্যুত তার দ্বারা সারাক্ষণ পূজা হয়। কারণ তার প্রত্যেক কর্মে পূজার ভাব থাকে।। ৩৫৮।।

❀ ❀ ❀

যাঁর চিত্ত ভগবানে সমাহিত থাকে, তাঁকে সামান্য মানুষ মনে করা উচিত নয়; কারণ তিনি ভগবানের দরবারের একজন সদস্য।। ৩৫৯।।

❀ ❀ ❀

যেমন লোভী লোকের দৃষ্টি ধনের উপর নিবদ্ধ থাকে, তেমনি ভক্তের দৃষ্টি ভগবানের উপর নিবদ্ধ থাকা উচিত।। ৩৬০।।

❀ ❀ ❀

দেবতাগণ তাঁদের উপাসককে (তাঁদের যথার্থভাবে উপাসনা করলে) তাদের হিত-অহিত বিচার না করেই তাদের বাঞ্ছিত বস্তু দান করেন। কিন্তু পরম পিতা ভগবান আপন ভক্তদের নিজ ইচ্ছায় সেই বস্তু দান করেন যা তাদের পক্ষে পরম হিতকর।। ৩৬১।।

❋ ❋ ❋

তুমি ভগবানের দাস হও, ভগবান তোমায় মালিক করে দেবেন।। ৩৬২।।

❋ ❋ ❋

ভগবানের ভক্ত যতই নিচু জাতির হোক না কেন, সে ভক্তিহীন বিদ্বান ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ।। ৩৬৩।।

❋ ❋ ❋

ভগবানের হৃদয়ে ভক্তের যত আদর, তত আদর করার মতো সংসারে দ্বিতীয় কেউ নেই।। ৩৬৪।।

❋ ❋ ❋

যে ভক্ত নিজের মধ্যে কোনও বিশেষতা দেখে না, যার কোনও কিছুতে অহংকার নেই, সেই ভক্তের উপর ভগবানের কৃপা বর্ষিত হয়।। ৩৬৫।।

❋ ❋ ❋

শরণাগত ভক্তের ভজন করতে হয় না; তার দ্বারা স্বতঃসিদ্ধভাবে ভজন হয়ে যায়।। ৩৬৬।।

❋ ❋ ❋

ভক্ত ভগবানকে যে রূপে দেখতে চায়, ভগবান তার ভাব অনুসারে সেই রূপই ধারণ করেন।। ৩৬৭।।

❋ ❋ ❋

ভগবৎ ভক্তকে দেবতা বলার অর্থ তাঁর নিন্দা করা; কারণ তাঁর আসন দেবতাদের থেকেও অনেক উঁচুতে।। ৩৬৮।।

❋ ❋ ❋

প্রেমী ভক্ত ভগবানের প্রতিপত্তিতে আকৃষ্ট হয় না, প্রত্যুত ভগবানের আপনত্বে বা আন্তরিকতায় আকৃষ্ট হয়।। ৩৬৯।।

❋ ❋ ❋

প্রেমিকের কথা প্রেমিকই বোঝে, জ্ঞানী নয়। তাহলে অজ্ঞানী তা কি করে বুঝবে? ।। ৩৭০ ।।

❋ ❋ ❋

ভক্ত ভগবানের সেবা করে আনন্দ পায় আর ভগবান ভক্তের সেবা করে আনন্দ পান ।। ৩৭১ ।।

—০০০—

ভগবান

একমাত্র ভগবৎ-তত্ত্ব বা পরমাত্ম-তত্ত্ব হল বাস্তবিক তত্ত্ব। এছাড়া সমস্তই অ-তত্ত্ব ।। ৩৭২ ।।

❋ ❋ ❋

যতক্ষণ অন্তরে সংসারের মহত্ত্ব, ততক্ষণ ভগবানের মহত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না ।। ৩৭৩ ।।

❋ ❋ ❋

ভগবান মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, তিনি স্ব-এর দ্বারা জ্ঞাত হন ।। ৩৭৪ ।।

❋ ❋ ❋

যে বস্তুকে আমরা দূর থেকে দূরে বলে মনে করি, শরীর তার থেকেও অনেক দূরে অথচ যে বস্তুকে কাছের বলে মনে করি পরমাত্মা তার থেকেও অনেক কাছের ।। ৩৭৫ ।।

❋ ❋ ❋

প্রাপ্তিযোগ্য সমস্ত বস্তুই বিচ্ছেদ মূলক। কিন্তু নিত্য প্রাপ্ত পরমাত্ম-তত্ত্বের সঙ্গে কোনও অবস্থাতেই বিচ্ছেদ হয় না, তার অনুভব আমাদের হোক বা না হোক ।। ৩৭৬ ।।

❋ ❋ ❋

সংসার হল অভাবরূপ। ভাবরূপে কেবল এক অক্রিয়তত্ত্ব পরমাত্মাই বিদ্যমান, যাঁর অস্তিত্বে অভাবরূপ সংসারও অস্তিত্বময় বলে মনে হয় ।। ৩৭৭ ।।

❋ ❋ ❋

আমরা 'অস্তি' (সত্তা)-কে পরমাত্মার বলে স্বীকার না করে সংসারের বলে স্বীকার করি— এটাই ভুল ।। ৩৭৮ ।।

❋ ❋ ❋

সংসারে ভৃত্যকে কেউ নিজের মালিক বানায় না; কিন্তু ভগবান শরণাগত ভক্তকে নিজের মালিক করে নেন। এই উদারতা কেবল প্রভুর মধ্যেই আছে।। ৩৭৯।।

* * *

একমাত্র ভগবান ব্যতীত এমন কোনও বস্তু নেই যা আমাদের সঙ্গে থাকবে বা আমরা সর্বদা যার সঙ্গে থাকব।। ৩৮০।।

* * *

সদা পরিবর্তনশীল সংসারের প্রতি বিশ্বাস ভগবানে বিশ্বাস হতে দেয় না।। ৩৮১।।

* * *

যেমন সূর্য প্রকট হয়, জন্ম নেয় না ; তেমনি অবতারের সময় ভগবান প্রকট হন, আমাদের মতো জন্ম নেন না।। ৩৮২।।

* * *

পরমাত্মা আছেন— এটুকু মেনে নেওয়াই যথেষ্ট। পরমাত্মা কি রকম তা জানার প্রয়োজন নেই।। ৩৮৩।।

* * *

ভগবান সর্বসমর্থ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ত্যাগ করতে অসমর্থ।। ৩৮৪।।

* * *

ভগবান কোথায় আছেন? ভগবান আছেন সেখানেই, —অর্থাৎ যেখানে 'এখানে' 'ওখানে,' 'সেখানে' বলে কিছু নেই। তাৎপর্য হল ভগবান দেশ-কাল-বস্তু-ব্যক্তি প্রভৃতির অতীত।। ৩৮৫।।

* * *

ভগবান সর্বত্র বিরাজ করছেন, কিন্তু গ্রহীতা চাই। থাম অনেক আছে, কিন্তু প্রহ্লাদ চাই।। ৩৮৬।।

* * *

ভগবানের কোনও অভাব নেই। অভাব কেবল তাঁকে দর্শনকারীর।। ৩৮৭।।

❋ ❋ ❋

যার দৃষ্টি সংসারে থাকে, সে বলে 'ভগবান কোথায়?' আর যার দৃষ্টি ভগবানে থাকে, সে বলে 'ভগবান কোথায় নেই?'।। ৩৮৮।।

❋ ❋ ❋

যেমন সূর্য মেঘে ঢাকা পড়ে না বরং আমাদের নেত্রই মেঘে ঢেকে যায়, তেমনি পরমাত্মা আবৃত হন না, আমাদের বুদ্ধি আবৃত হয়।। ৩৮৯।।

❋ ❋ ❋

ভগবান জীবকে নিজের দাস বানাতে চান না, প্রত্যুত সখা (নিজের সমান) বানাতে চান।। ৩৯০।।

❋ ❋ ❋

সৎ অসতের বিরোধী নয়, বরং তার সত্ত্বাপ্রদানকারী। সতের জিজ্ঞাসাই হলো অসতের বিরোধী।। ৩৯১।।

❋ ❋ ❋

সৎ বিনা অসৎকে দেখা যায় না আর অসৎ বিনা সতের বর্ণনা করা যায় না।। ৩৯২।।

❋ ❋ ❋

পরমাত্ম তত্ত্ব বর্ণনা করা যায় না, তা অনুভবযোগ্য।। ৩৯৩।।

❋ ❋ ❋

পরমাত্ম তত্ত্ব ব্যতীত অন্যান্য যা কিছু স্বীকৃতি দান, ততটাই অজ্ঞানতার পরিচয় বহন করে ।। ৩৯৪।।

❋ ❋ ❋

জগন্নাথ ভগবান থাকতেও নিজেকে অনাথ ভাবা ভুল।। ৩৯৫।।

❋ ❋ ❋

মানুষের কেবল ঈশ্বরে বিশ্বাসই থাকা উচিত। যদি সে সংসারের

প্রতি বিশ্বাস আর ঈশ্বরে বিবেক নিযুক্ত করে তবে সে নাস্তিক হয়ে যাবে।। ৩৯৬।।

❁ ❁ ❁

সাধকের প্রথমে ভগবানকে দূরে মনে হয়, তারপর তাঁকে কাছে দেখে, তারপর নিজের মধ্যে দেখে, তারপর কেবল ভগবানকে দেখে।। ৩৯৭।।

❁ ❁ ❁

পরমাত্মতে জীব আর জীবের মধ্যে জগৎ। অতএব পরমাত্মার স্বতন্ত্র সত্তা আছে, কিন্তু জীব ও জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নেই।। ৩৯৮।।

❁ ❁ ❁

সম্পূর্ণভাবে দেশ, কাল, ক্রিয়া, বস্তু, ব্যক্তি, অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনা ইত্যাদির অবিদ্যমান হওয়ার পরও যা অবশিষ্ট থাকে, তাই পরমাত্ম-তত্ত্ব।। ৩৯৯।।

—০০০—

ভগবৎ কৃপা

যেমন গোদুগ্ধ গরুর জন্য নয়— অন্যের জন্য, তেমনি ভগবানের কৃপা ভগবানের জন্য নয়— অন্যের (আমাদের) জন্য।। ৪০০।।

❁ ❁ ❁

যদি ভগবানের কৃপা চাও তবে নিজের থেকে যারা ছোট তাদের উপর দয়া করো, তাহলে ভগবান দয়া করবেন। নিজের জন্য দয়া চাও, অথচ অপরকে দয়া করবে না— এটা অন্যায়, নিজের জ্ঞানের অবমাননা।। ৪০১।।

❁ ❁ ❁

যে গীতা অর্জুন দুবার শোনার সুযোগ পাননি, সেই গীতা আমরা প্রতিদিন পড়ার শোনার সুযোগ পাচ্ছি—এ ভগবানের কত অগাধ কৃপা।। ৪০২।।

❁ ❁ ❁

আজ পর্যন্ত যতজন মহাত্মা হয়েছেন তাঁরা ঈশ্বর কৃপাতেই জীবন্মুক্ত, তত্ত্বজ্ঞ তথা ভগবৎ-প্রেমী হয়েছেন; নিজের উদ্যোগে হননি।। ৪০৩।।

❁ ❁ ❁

স্বতঃসিদ্ধ পরমপদের প্রাপ্তি নিজ কর্মের দ্বারা, পুরুষার্থের দ্বারা কিংবা সাধনার দ্বারা হয় না; এটি কেবল ভগবৎ-কৃপাতেই হয়।। ৪০৪।।

—ooo—

ভগবৎ প্রাপ্তি

যে ভগবানকে শুদ্ধ হৃদয়ে চায় সে যে কোনও বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, পরিস্থিতি প্রভৃতির হোক না কেন, যতই পাপী দুরাচারী হোক না কেন, সে ভগবৎ প্রাপ্তির পূর্ণ অধিকারী।। ৪০৫।।

* * *

সাধক সংসারে কখনও আশা রাখবে না; কারণ সংসার চিরকাল থাকবে না। আর পরমাত্মায় কখনও নিরাশ হবে না কারণ তাঁর কখনও অনস্তিত্ব হয় না।। ৪০৬।।

* * *

ভগবানের বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা আর সংসারের বিষয়ে অসন্তুষ্ট হওয়া ভীষণ ক্ষতিকারক।। ৪০৭।।

* * *

মাছ যেমন জল বিনা আকুল হয়, তেমনি আমরা যদি ভগবান বিনা ব্যাকুল হই তবে ভগবানের সঙ্গে মিলনে দেরি হবে না।। ৪০৮।।

* * *

ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটলে আর কিছু করার, জানার, পাওয়ার অবশিষ্ট থাকে না, এতেই মানব জীবনের পূর্ণতা ও সফলতা।। ৪০৯।।

* * *

সাধকের ভেবে দেখা উচিত যে— ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান, অতএব তিনি এখানেও রয়েছেন; তিনি সর্বকালে বিদ্যমান, অতএব এখনই আছেন; তিনি সকলের মধ্যে বিদ্যমান, অতএব আমার মধ্যেও রয়েছেন; তিনি সকলের, তাহলে তিনি আমারও।। ৪১০।।

* * *

ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতা দ্বারা যত শীঘ্র লাভ হয়, তত শীঘ্র লাভ বিচার পূর্বক কৃত সাধনার দ্বারা হয় না।। ৪১১।।

❈ ❈ ❈

নিজের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা না হবার জন্যই ভগবৎ প্রাপ্তিতে দেরি হচ্ছে।। ৪১২।।

❈ ❈ ❈

খেলার সময় লুকিয়ে থাকা বালকটিকে যদি অন্য বালক দেখে ফেলে তবে সে বেরিয়ে আসে কারণ বালকটি তো তাকে দেখে ফেলেছে। এখন আর লুকিয়ে কি হবে। সেই রকমই ভগবান সব জায়গায় লুকিয়ে আছেন। যদি সাধক তাঁকে সব জায়গায় দেখে ফেলে তাহলে ভগবান তার থেকে লুকিয়ে থাকবেন না, সামনে এসে দাঁড়াবেন।। ৪১৩।।

❈ ❈ ❈

সর্ব দিক থেকে বিমুখ হলে সাধক আপন অন্তরে প্রিয়তম ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করেন।। ৪১৪।।

❈ ❈ ❈

ভগবৎ প্রাপ্তির সরল উপায় ক্রিয়া নয়, প্রেম।। ৪১৫।।

❈ ❈ ❈

তাঁকে লাভ করার জন্য ভগবান জীবকে মনুষ্য শরীর দিয়েছেন, সাথে দিয়েছেন যাবতীয় যোগ্যতা ও সামগ্রী। এত যোগ্যতা আর সামগ্রী দিয়েছেন যে মানুষের নিজের জীবনে কয়েকবার ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটতে পারে।। ৪১৬।।

❈ ❈ ❈

তীব্র ব্যাকুলতা না থাকায় পরমাত্মা প্রাপ্তিতে দেরি হচ্ছে, উদ্যোগের অভাবে নয়।। ৪১৭।।

❈ ❈ ❈

পরমাত্মার সঙ্গে নানা বর্ণ, আশ্রম, জাতি, সম্প্রদায় আদির সমানভাবে সম্পর্ক। সেজন্য যে যেখানে আছে সেখানেই পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে।। ৪১৮।।

❈ ❈ ❈

অসতের আশ্রয় নিয়ে অসতের দ্বারা সতকে প্রাপ্ত করার চেষ্টা ভীষণ ভুল।। ৪১৯।।

❀ ❀ ❀

যাঁর জন্য মনুষ্য শরীর লাভ হয়েছে, তাঁকে পাওয়া যদি কঠিন হয় তাহলে সহজ কাজ কোনটি?।। ৪২০।।

❀ ❀ ❀

ভগবানের দর্শন লাভের উপায় কী? ভগবানের নাম জপ করা আর ভগবানকে প্রার্থনা করা যে, হে প্রভু! আমি তোমাকে যেন ভুলে না যাই! এতে ভগবানে প্রেম হবে আর প্রেমে ভগবান প্রকট হবেন।। ৪২১।।

❀ ❀ ❀

যতদিন নিজের জন্য কিছু 'করার' বা 'পাওয়ার' ইচ্ছা থাকে, ততদিন নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্ম-তত্ত্বের অনুভব হতে পারে না।। ৪২২।।

❀ ❀ ❀

ভগবৎ-প্রাপ্তি কেবল তীব্র আকুলতার দ্বারা হয়। তীব্র আকুলতা জাগ্রত না হওয়ার মুখ্য কারণ হল সাংসারিক ভোগের বাসনা।। ৪২৩।।

❀ ❀ ❀

সত্যযুগ আদিতে বড় বড় ঋষিগণ যেই ভগবানকে লাভ করেছিলেন, তাঁকেই বর্তমানে এই কলিযুগেও সকলে প্রাপ্ত করতে পারে।। ৪২৪।।

❀ ❀ ❀

ভোগের প্রাপ্তি সবসময়ের জন্য বা সকলের জন্য হয় না। কিন্তু ভগবৎ প্রাপ্তি সবসময়ের জন্য ও সকলের জন্য হয়।। ৪২৫।।

❀ ❀ ❀

পরমাত্মার প্রাপ্তিতে ভাবের প্রাধান্য, ক্রিয়ার নয়।। ৪২৬।।

❀ ❀ ❀

হঠকারিতার দ্বারা ভগবান লাভ হয় না, সাচ্চা প্রেমের দ্বারা তিনি প্রাপ্ত হন।। ৪২৭।।

❀ ❀ ❀

পরমাত্মার প্রাপ্তিতে মানুষের পারমার্থিক ভাব, আচরণ ইত্যাদি মুখ্য,

জাতি বা বর্ণ মুখ্য নয়।। ৪২৮।।

❊ ❊ ❊

পরমাত্মা-প্রাপ্তিতে বিবেক, ভাব ও বৈরাগ্য (আসক্তির ত্যাগ) যতটা মূল্যবান, ক্রিয়া ততটা মূল্যবান নয়।। ৪২৯।।

❊ ❊ ❊

যদি প্রত্যেক ক্রিয়ার আদি-অন্ত থাকে তাহলে তার ফল কি করে অনন্ত হবে? অতএব অনন্ত তত্ত্ব (পরমাত্মা) ক্রিয়াসাধ্য নয়।। ৪৩০।।

❊ ❊ ❊

পরমাত্ম প্রাপ্তির জন্য তীব্র অভিলাষ জাগলে বিরহাগ্নি উৎপন্ন হয় যা জন্ম-জন্মান্তরের পাপ নাশ করে পরমাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করায়।। ৪৩১।।

❊ ❊ ❊

পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য তীব্র আকুলতা না হওয়ার প্রধান কারণ— সাংসারিক সুখের ইচ্ছা, আশা ও ভোগ।। ৪৩২।।

❊ ❊ ❊

যে বস্তু সকলে সমানভাবে লাভ করতে পারে তা হল পরমাত্মা। পরমাত্মা ব্যতীত কোনও বস্তু সকলে সমানভাবে লাভ করতে পারে না।। ৪৩৩।।

❊ ❊ ❊

পরমাত্মা বিনা আমরা অন্য কিছু লাভ করতে পারব না। যা প্রাপ্ত করব, তা সবই 'নেই' -তে চলে যাবে।। ৪৩৪।।

❊ ❊ ❊

পরমাত্ম-তত্ত্বের অনুভব তখনই হবে যখন **'বিষয়ভোগ নিদ্রা হঁসী জগৎপ্রীত বহু বাত'** অর্থাৎ বিষয়ভোগ, ঘুম-আরাম, হাসি-ঠাট্টা, প্রীতি সম্পর্কিত আলোচনা —এই পাঁচটিকে ভাল লাগবে না।। ৪৩৫।।

❊ ❊ ❊

সাধকের ভগবৎ প্রাপ্তিতে দেরি হওয়ার কারণ সে ভগবানের বিয়োগ সহ্য করছে। ভগবানের বিচ্ছেদ যখন তার কাছে অসহ্য বোধ হবে তখন তার সাথে ভগবানের মিলনে দেরি হবে না।। ৪৩৬।।

❊ ❊ ❊

যতদিন অসতের আকাঙ্খা, আশ্রয়, ভরসা— ততদিন সতের অনুভব হতে পারে না।। ৪৩৭।।

❉ ❉ ❉

পরমাত্মা প্রাপ্তি বাস্তবে সুগম, শুধু আন্তরিক চাহিদা না হওয়ায় তা কঠিন।। ৪৩৮।।

❉ ❉ ❉

ভগবান ক্রিয়াগ্রাহী নন, ভাবগ্রাহী— **'ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ'**। সেজন্য তিনি ভাবের (অনন্যভক্তি) দ্বারা দর্শন দেন, ক্রিয়া দ্বারা নয়।। ৪৩৯।।

❉ ❉ ❉

অনিত্য বস্তুতে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ বোধ হলে নিত্য-তত্ত্ব স্বাভাবিকভাবে অনুভবযোগ্য হয়।। ৪৪০।।

❉ ❉ ❉

মনুষ্যমাত্রেই ভগবৎ প্রাপ্তির অধিকারী এবং প্রত্যেক পরিস্থিতিতে সে ভগবানকে প্রাপ্ত করতে সমর্থ।। ৪৪১।।

❉ ❉ ❉

পরমাত্মার প্রাপ্তিতে দেরি হয় না, দেরি হয় সংসর্গ-জনিত সুখের ইচ্ছা ত্যাগ করতে।। ৪৪২।।

❉ ❉ ❉

কেবল ভগবানের ইচ্ছা হলে ভগবান প্রকট হবেন অথবা কোনও ইচ্ছা না হলেও ভগবান প্রকট হবেন। কোনও একটিতে ন্যূনতা থাকা ভাল নয়।। ৪৪৩।।

❉ ❉ ❉

সৎ-কে জান আর নাই জান, কিন্তু যা অসৎ বলে জান, তাকে ত্যাগ করলে সতের প্রাপ্তি ঘটবে।। ৪৪৪।।

❉ ❉ ❉

পরমাত্মার প্রাপ্তিতে মানুষ যতটা স্বাধীন, আর কোনও কাজে ততটা স্বাধীন নয়।। ৪৪৫।।

❉ ❉ ❉

পরমাত্মার প্রাপ্তিতে উপায়ের ততটা প্রয়োজন নেই যতটা প্রয়োজন আছে অন্তরের অনুরাগের।। ৪৪৬।।

❋ ❋ ❋

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাসী আদি ভগবানকে পায় না, কেবল 'ভক্ত' পায়।। ৪৪৭।।

❋ ❋ ❋

ধনের প্রাপ্তিতে ক্রিয়ার প্রাধান্য কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তিতে লিপ্সার মুখ্যতা।। ৪৪৮।।

❋ ❋ ❋

ভগবৎ প্রাপ্তি কর্মের নয়, কৃপার ফল। কিন্তু নিজের অন্তরে প্রাপ্তির জন্য লালসা থাকা চাই।। ৪৪৯।।

❋ ❋ ❋

সংসার অপূর্ণ তাই অপূর্ণই মেলে। কিন্তু পরমাত্মা পূর্ণ তাই পূর্ণই লাভ হয়।। ৪৫০।।

❋ ❋ ❋

যে ভগবান লাভ করেনি সে কিছুই করেনি, কিছুই করেনি, কিছুই করেনি।। ৪৫১।।

❋ ❋ ❋

ভগবৎ প্রাপ্তিতে সব থেকে বড় বাধা— ভোগ ও সংগ্রহের বাসনা। অন্যের সুখে সুখী হলে 'ভোগ'-এর-বাসনা ও অন্যের দুঃখে দুঃখী হলে 'সংগ্রহ' করার ইচ্ছা দূর হয়।। ৪৫২।।

❋ ❋ ❋

চির পরিবর্তনশীল সংসারকে বিশ্বাস করা, একে সত্যি বলে মনে করা— এটিই হল ভগবৎ প্রাপ্তির পথে প্রধান বাধা।। ৪৫৩।।

❋ ❋ ❋

সংসর্গ-জনিত সুখের লালসা নিত্যপ্রাপ্ত ভগবানের উপলব্ধির পথে বিরাট বাধা।। ৪৫৪।।

❈ ❈ ❈

ভগবৎ প্রাপ্তিতে অন্তরায় হল বস্তুর প্রতি গুরুত্ব দান, বস্তু নয়।। ৪৫৫।।

❈ ❈ ❈

নিজের জন্য কর্ম করলে ও জড়তার (শরীরাদি) সঙ্গে নিজের সম্পর্ক মেনে নিলে সর্বব্যাপী পরমাত্মার প্রাপ্তিতে বাধা পড়ে।। ৪৫৬।।

❈ ❈ ❈

পরমাত্মা সমস্ত দেশ-কাল আদিতে পরিপূর্ণ। সংসারকে সত্য বলে মনে করার জন্যই মানুষ পরমাত্মাকে অনেক দূরে মনে করে।। ৪৫৭।।

❈ ❈ ❈

কোনও পরিস্থিতি পরমাত্মা প্রাপ্তির কারণ নয় বা কোনও পরিস্থিতি পরমাত্মা প্রাপ্তিতে বাধাস্বরূপ নয়, কেননা পরমাত্মা সমস্ত পরিস্থিতির অতীত।। ৪৫৮।।

❈ ❈ ❈

পরমাত্মা দূরে নেই, কেবল তাঁকে লাভ করার লালসারই অভাব রয়েছে।। ৪৫৯।।

❈ ❈ ❈

সংসার আছে, এইখানেই আছে, আর তা আমার— এইটুকু ভাবলেই পরমাত্মা আছেন, এইখানেই আছেন আর তিনি আমার —এর অনুভূতি হয় না।। ৪৬০।।

❈ ❈ ❈

সাধক 'পরমাত্মা আছেন' —এটা মেনে নেয় কিন্তু 'সংসার নেই' এটা মানতে পারেন না। এজন্যই পরমাত্মার প্রাপ্তিতে বিঘ্ন অনুভূত হয়।। ৪৬১।।

❈ ❈ ❈

কোনও একটা মার্গে আগ্রহ থাকলে তথা অন্য মার্গের সঙ্গে বিরোধ করলে 'পূর্ণ'-র প্রাপ্তিতে প্রচণ্ড ব্যাঘাত ঘটে।। ৪৬২।।

❈ ❈ ❈

আমাদের হৃদয়ে পরমাত্মা ভিন্ন অন্যের প্রাধান্য থাকা —এটি পরমাত্মা প্রাপ্তিতে বাধা স্বরূপ।। ৪৬৩।।

❈ ❈ ❈

ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ভগবানের থেকেও বড়। কারণ সর্বদা সর্বত্র বিরাজ করা সত্ত্বেও যে ভগবানকে পাওয়া যায় না, তাঁকে বিশ্বাসে মেলে ।। ৪৬৪।।

❈ ❈ ❈

পরমাত্ম-তত্ত্ব অনুভবস্বরূপ, কেবল আমাদের দৃষ্টি সেদিকে নেই।।৪৬৫।।

❈ ❈ ❈

কিছু করব তবেই তত্ত্বলাভ হবে— এ ভাব দেহাভিমানকে পুষ্ট করে। কিছু করলে যা পাওয়া যায় তা অনিত্য।। ৪৬৬।।

❈ ❈ ❈

সংসার ত্যাগে 'বিবেক' কার্যকর, ভগবান লাভে 'বিশ্বাস' কার্যকর ।।৪৬৭।।

❈ ❈ ❈

বাস্তবে ভগবান বিদ্যমান, গুরু বিদ্যমান, তত্ত্বজ্ঞান বিদ্যমান। আর নিজের মধ্যে যোগ্যতা ও সামর্থ্য বিদ্যমান। কিন্তু বিনাশী সুখের প্রতি আসক্তি তার প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে।। ৪৬৮।।

❈ ❈ ❈

শরীরের দ্বারা সংসারের কাজ (ব্যবহার) অথবা সেবা তো হতেই পারে, কিন্তু তাতে পরমাত্মা প্রাপ্তি নয়। দেহাত্মবোধ চলে গেলে পরমাত্মা প্রাপ্তি নিজে থেকেই নিজের মধ্যেই হয়ে যায়।। ৪৬৯।।

—০০০—

ভগবানে বিমুখতা

ভগবানে বিমুখ থাকার ফলেই মানুষ করার, জানার ও পাওয়ার ন্যূনতা অনুভব করে।। ৪৭০।।

❋ ❋ ❋

পরমাত্ম তত্ত্বে বিমুখ না হলে কোনওরকম সাংসারিক ভোগ ভোগা সম্ভব নয়। আর আসক্তি সহ সাংসারিক ভোগ ভোগায় মানুষ পরমাত্মা থেকে বিমুখ হয়ে যায়।। ৪৭১।।

❋ ❋ ❋

ভগবানে বিমুখ হওয়াতেই জীব অনাথ হয়।। ৪৭২।।

❋ ❋ ❋

যে জগতকে জানে না, সেই জগতে ফেঁসে যায়, আর যে পরমাত্মাকে জানে না, সেই পরমাত্মা থেকে বিমুখ হয়ে যায় ।। ৪৭৩।।

❋ ❋ ❋

সংসার থেকে নেওয়ার ইচ্ছা থাকার জন্যই আমরা ভগবানে বিমুখ হই।। ৪৭৪।।

—০০০—

ভগবানের সাথে সম্পর্ক (আপনত্ব)

মানুষ সাংসারিক বস্তু-ব্যক্তি প্রভৃতির সঙ্গে যত নিজের সম্পর্ক স্বীকার করে তত সে পরাধীন হয়ে পড়ে। যদি সে কেবল ভগবানের সাথে নিজের সম্পর্ক স্বীকার করে তবে সে চিরকালের জন্য স্বাধীন হয়ে যাবে।। ৪৭৫।।

❋ ❋ ❋

সাধক নিজেকে ভগবানের ভেবে সংসারের কাজ করলে সংসারের কাজ ঠিকমত হবে আর সেই সঙ্গে ভগবানেরও। নিজেকে সংসারের

ভেবে সংসারের কাজ করলে সংসারের কাজও ঠিকমত হবে না আর সেই সঙ্গে ভগবানেরও (ভজন-কীর্তনও) হবে না।। ৪৭৬।।

❊ ❊ ❊

প্রভু আমার কিন্তু আমার জন্য নয় বরং আমি প্রভুর জন্য। তাৎপর্য এই যে আমাদের প্রভুর কাছ থেকে কিছু নেওয়ার নেই বরং নিজেকে প্রভুর কাছে সমর্পণ করার আছে। আর ভয়ানক বিপরীত পরিস্থিতি এলেও তাকে প্রভুর সেবা প্রসাদ মনে করে প্রসন্ন থাকতে হবে।। ৪৭৭।।

❊ ❊ ❊

সদুপযোগ করার জন্য বস্তু আপন আর নিজের নিজেকে দেওয়ার জন্য ভগবান আপন। এজন্য বস্তুকে সংসারে আর নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করো।। ৪৭৮।।

❊ ❊ ❊

স্বামীর মৃত্যু হতে পারে, স্বামী স্ত্রী-কে ত্যাগ করতে পারে তবুও কন্যা নতুন বাড়িতে যাওয়ার সময় চিন্তা করে না। কিন্তু ভগবানের কখনও মৃত্যু হয় না, তিনি কখনও ছেড়ে চলে যান না। তাহলে ভগবানের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হতে চিন্তা কিসের? ভগবান ধরে রাখতে পারেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়।। ৪৭৯।।

❊ ❊ ❊

'আমি ভগবানের আর ভগবান আমার'— এই একাত্মবোধের সমান কোনও যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব, আধিপত্য প্রভৃতি কিছুই আদি নেই।। ৪৮০।।

❊ ❊ ❊

ভক্ত আপন যোগ্যতা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কেবল ভগবানের আপনত্ব ভাবের দিকেই দৃষ্টি দেবে।। ৪৮১।।

❊ ❊ ❊

আপনে আপনত্ব-ভাব সব থেকে সুগম আর শ্রেষ্ঠ সাধন।। ৪৮২।।

❊ ❊ ❊

ভগবান ছাড়া আমার কেউ নেই— এই হল আসল ভক্তি।। ৪৮৩।।

❋ ❋ ❋

ভগবান সর্বসমর্থ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের থেকে দূরে থাকতে অসমর্থ।। ৪৮৪।।

❋ ❋ ❋

ভগবান আমাদের কিন্তু যে বস্তু আমরা পেয়েছি তা আমাদের নয়— তা ভগবানের।। ৪৮৫।।

❋ ❋ ❋

মানুষ বস্তু ও ক্রিয়াকে নিজস্ব মনে করে বলে সর্বদা পরাধীন হয়ে থাকে। কিন্তু ভগবানকে আপন ভাবলে তথা তাঁর শরণাগত হলে সর্বতোভাবে স্বাধীন থাকে।। ৪৮৬।।

❋ ❋ ❋

ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্বতঃ স্বাভাবিক। এই সম্পর্কের জন্য কোনও বল, যোগ্যতা কিংবা অন্যের সহায়তা ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না।। ৪৮৭।।

❋ ❋ ❋

এখন যেমন সংসার সম্পর্কে মেনে নিয়েছ যে তা প্রাপ্ত হয়েছে এবং তা আছে নিকটেই তেমনি পরমাত্মার সম্পর্কেও সেই কথা মেনে নাও। আবার যেমন পরমাত্মার সম্পর্কে মেনে নিয়েছ যে তিনি অপ্রাপ্ত এবং দূরে আছেন সংসার সম্পর্কেও সেই কথাই মেনে নাও।। ৪৮৮।।

❋ ❋ ❋

এইটিই মেনে নাও যে 'আমি ভগবানের'। 'আমি সংসারের'— যদি এইটি মনে করতে থাকো তাহলে সংসারের কাজ তো দূরে থাক ভগবানের ভজন করতে থাকলেও ভগবানকে ভুলে যাবে।। ৪৮৯।।

❋ ❋ ❋

তুমি যেমনই হও— এখনই এই মুহূর্তে মেনে নাও যে 'আমি ভগবানের'।। ৪৯০।।

❊ ❊ ❊

ভগবানের ধ্যান অপেক্ষা তাঁর সঙ্গে একাত্মতা শ্রেষ্ঠ। একাত্ম হলে ধ্যান আপনা-আপনি হয়। যে সাধনা আপনা-আপনি হয় তা শ্রেষ্ঠ।। ৪৯১।।

❊ ❊ ❊

আপনত্ব ভগবানের যত প্রিয় —ত্যাগ, তপস্যা ইত্যাদি তত প্রিয় নয়।। ৪৯২।।

❊ ❊ ❊

পরমাত্মার সম্মুখস্থ হওয়ার উপায় —সংসার থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হওয়া।। ৪৯৩।।

❊ ❊ ❊

ভগবানের সঙ্গে সুদৃঢ় একাত্মতা সমস্ত দোষকে গ্রাস করে।। ৪৯৪।।

❊ ❊ ❊

যতক্ষণ ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ সৃষ্টি হয় না, ততক্ষণ সব কিছুই লৌকিক। ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে সবই অলৌকিক।। ৪৯৫।।

❊ ❊ ❊

আমরা ভগবানের কাছে কিছু যাচ্ঞা করলে আমাদের সম্বন্ধ ঐ বস্তুর সঙ্গে হয়, ভগবানের সঙ্গে হয় না।। ৪৯৬।।

❊ ❊ ❊

যা আপন, তা নিজের মধ্যে নিরন্তর রয়েছে, প্রয়োজন কেবল তাকে স্বীকৃতি দেওয়া। যা নিজের নয়, তা নিজের থেকে নিরন্তর বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, কেবল তাকে অস্বীকৃতি প্রয়োজন।। ৪৯৭।।

❊ ❊ ❊

মানুষ মাত্রেরই ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে, এতে কোনও দালাল বা মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।। ৪৯৮।।

—000—

মন

মনকে ভগবানে সমর্পণ করা ততটা আবশ্যক নয় যতটা ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করা। ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করলে মন আপনা-আপনি ভগবানে সমর্পিত হবে।। ৪৯৯।।

❈ ❈ ❈

মনের একাগ্রতা যোগমার্গে যতটা আবশ্যক, ততটা ভক্তিমার্গে নয়। ভক্তিতে ভগবানের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক থাকা আবশ্যক।। ৫০০।।

❈ ❈ ❈

শান্তি ত্যাগে, মনের একাগ্রতায় নয়।। ৫০১।।

❈ ❈ ❈

মনকে স্থির রাখা মূল্যবান নয়, বরং স্বরূপের স্বতঃসিদ্ধ নিরপেক্ষ স্থিরতাকে অনুভব করা হল মূল্যবান।। ৫০২।।

❈ ❈ ❈

মনে সংসারের প্রতি যে আসক্তি রয়েছে তা দূর করা যতটা প্রয়োজন মনের চঞ্চলতা দূর করা ততটা প্রয়োজন নয়।। ৫০৩।।

❈ ❈ ❈

যতদিন পর্যন্ত মনকে সংসার থেকে উঠিয়ে পরমাত্মায় স্থিত করার লক্ষ্য থাকবে, ততদিন মনের সম্পূর্ণ নিরোধ হতে পারবে না। মনের নিরোধ তখন হবে যখন একমাত্র পরমাত্মা ভিন্ন অন্য সত্তার স্বীকৃতি থাকবে না।। ৫০৪।।

❈ ❈ ❈

নিষ্কামভাব থাকলে বুদ্ধি স্থির হয় আর অভ্যাসে মন স্থির হয়। বুদ্ধির স্থিরতায় কল্যাণ হয়, মনের স্থিরতায় হয় না। মনের স্থিরতায় সিদ্ধি লাভ হয়।। ৫০৫।।

❈ ❈ ❈

মনের একত্ব পরমাত্মার সাথে নয়, বরং প্রকৃতির সাথে আছে। সেজন্য মন পরমাত্মায় লীন হতে পারে, কিন্তু যুক্ত হতে পারে না।। ৫০৬।।

—০০০—

মনুষ্য

সুখভোগের জন্য স্বর্গ আর দুঃখভোগের জন্য নরক রয়েছে। কিন্তু সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে নিজের কল্যাণ করার জন্য রয়েছে মনুষ্যশরীর।। ৫০৭।।

❁ ❁ ❁

বাস্তবে মনুষ্য জন্মই সমস্ত জন্মের আদি তথা অন্তিম জন্ম। যদি মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করে তবে এইটি তার শেষ জন্ম। আর যদি পরমাত্মাকে লাভ না হয় তাহলে এইটি তার অনন্ত জন্মের আদি জন্ম।। ৫০৮।।

❁ ❁ ❁

নিজের উদ্ধার করা অথবা পরমাত্ম তত্ত্ব প্রাপ্ত করা মনুষ্যমাত্রেরই স্বধর্ম; কেননা মনুষ্য শরীর কেবল পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে।। ৫০৯।।

❁ ❁ ❁

শরীরের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক মেনে নিয়ে ভোগ ও সংগ্রহে লিপ্ত থাকা মনুষ্য মাত্রেরই পরধর্ম।। ৫১০।।

❁ ❁ ❁

আকৃতির দ্বারা কেউ মানুষ হয় না। আপন বিবেককে যে প্রাধান্য দেয় সেই মানুষ।। ৫১১।।

❁ ❁ ❁

মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব না থাকলে সে পশুরও অধম হয়। কারণ পশু তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফল ভোগ করে ক্রমশ মনুষ্যত্বের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অথচ মানুষ নতুন নতুন পাপ-কর্মের দ্বারা নরকের দিকে, পশুত্বের দিকে এগিয়ে চলেছে।। ৫১২।।

❁ ❁ ❁

উচ্চ থেকে উচ্চতর জীবন্মুক্ত অবস্থা মনুষ্যমাত্রে স্বাভাবিক।। ৫১৩।।

❋ ❋ ❋

শরীরের সদুপযোগ কেবল সংসারের সেবায়।। ৫১৪।।

❋ ❋ ❋

ভগবানকে স্মরণ করো, সেবা করো— এই দুটি কথাতেই মনুষ্যত্ব সিদ্ধ হয়।। ৫১৫।।

❋ ❋ ❋

মনুষ্য শরীর লাভ হয়েছে, অথচ পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়নি— এ বড়ই শোকের, দুঃখের কথা!।। ৫১৬।।

❋ ❋ ❋

মনুষ্যশরীর কেবল শেখা বা শোনার জন্য নয়, তত্ত্ব অনুভব করার জন্য। শিখতে বা শুনতে তো পশুপাখিরাও পারে— তার দ্বারা এরা সার্কাসে খেলা দেখায়।। ৫১৭।।

❋ ❋ ❋

যে অন্যের সেবা করে না এবং ভগবানকে স্মরণ করে না— সে মনুষ্যপদ বাচ্য নয়।। ৫১৮।।

❋ ❋ ❋

যে কোনও রকম সুখভোগের আরম্ভকালকে দেখা পশুত্ব আর তার পরিণামকে দেখা মনুষ্যত্ব।। ৫১৯।।

❋ ❋ ❋

সৃষ্টির রচনাতেই এই রীতি যে মানুষের জীবন পরের জন্য, নিজের জন্য নয়।। ৫২০।।

❋ ❋ ❋

পরমাত্মা প্রাপ্তি ভিন্ন মনুষ্যশরীর কোনও কাজের নয়।। ৫২১।।

❋ ❋ ❋

যার ভগবানে আসক্তি হয়েছে সে ভাগ্যশালী, সে শ্রেষ্ঠ এবং সে মনুষ্যপদবাচ্য।। ৫২২।।

❊ ❊ ❊

মানবজন্মের সফলতার জন্য সর্বদা সাবধান থাকা ভীষণ প্রয়োজন।। ৫২৩।।

❊ ❊ ❊

মানব শরীরের মহিমা বিবেক নিয়ে, ক্রিয়া নিয়ে নয়।। ৫২৪।।

❊ ❊ ❊

বাস্তবে মনুষ্য-জন্ম কর্মযোনি নয়, সাধনযোনি। যে সাধক নয় সে দেবতা বা অসুর হতে পারে, কিন্তু মানুষ হতে পারে না।। ৫২৫।।

❊ ❊ ❊

তারই নাম 'মানুষ' যার পরমাত্ম প্রাপ্তির জন্মগত অধিকার আছে।। ৫২৬।।

—০০০—

মমতা

যতদিন মানুষের স্ত্রী, পুত্র আদিতে মমতা থাকবে, ততদিন তার দ্বারা স্ত্রী-পুত্রাদির সংশোধন অসম্ভব। কেননা মমতাই হল মূল অশুদ্ধি।। ৫২৭।।

❊ ❊ ❊

মানুষ নিজের কাছে মমতাসহ যত জিনিষ রাখে সেই সবই অসতের সঙ্গ। যত অসতের সঙ্গ ততই মানুষের পতন।। ৫২৮।।

❊ ❊ ❊

যে সব বস্তুকে আমরা নিজের মনে করি আমরা সেই সব বস্তুর পরাধীন হয়ে যাই। পরাধীন ব্যক্তি স্বপ্নেও সুখ পায় না। **'পরাধীন সপনেহু সুখু নাহীঁ'**।। ৫২৯।।

❊ ❊ ❊

সমগ্র সংসারই পরমাত্মার; কিন্তু জীব ভুলবশত পরমাত্মার বস্তুকে নিজের ভেবে নেয় আর সেজন্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে।। ৫৩০।।

❊ ❊ ❊

শরীর-ইন্দ্রিয় আদি কখনও বলে না যে আমি তোমার আর তুমি আমার। আমরাই এদের আপন মনে করি। এদের আপন মনে করাই অশুদ্ধি—'**মমতা মল জরি যাই**'।। ৫৩১।।

❊ ❊ ❊

আমরা গৃহে থাকলে জড়িয়ে পড়ি না, গৃহকে আপন মনে করলে জড়িয়ে পড়ি।। ৫৩২।।

❊ ❊ ❊

মানুষ সংসারে বস্তুকে যত নিজের আর নিজের জন্য ভাববে, ততই সে আবদ্ধ হয়ে থাকবে।। ৫৩৩।।

❊ ❊ ❊

মানুষ সংসারে বস্তুকে যত আপন মনে করবে, তত পরাধীন হয়ে থাকবে। কিন্তু পরমাত্মাকে আপন মনে করলে সে স্বাধীন হয়ে যাবে।। ৫৩৪।।

❊ ❊ ❊

শরীরকে নিজের বা নিজের জন্য মনে করা বিরাট ভুল। এই ভুল ভেঙে দিতে পারলে কল্যাণ যে হবে তাতে সন্দেহ নেই।। ৫৩৫।।

❊ ❊ ❊

যার সাথে আমরা চিরকাল থাকব না, যে আমাদের সাথে চিরকাল থাকবে না, তাকে নিজের মনে করলে পরিণামে কান্না ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। অতঃপর তাকে নিজের মনে না করে তার সেবা করো।। ৫৩৬।।

❊ ❊ ❊

প্রাপ্ত বস্তুকে যে নিজের বলে মনে করে —সে না সংসারের কাজে লাগে, না নিজের কাজে লাগে, না ভগবানের কাজে লাগে।। ৫৩৭।।

❊ ❊ ❊

মমতারহিত পুরুষ জগতের যতটা মঙ্গল করতে পারে, ততটা মমতা-যুক্ত পুরুষ করতে পারে না।। ৫৩৮।।

❊ ❊ ❊

কোনও বস্তুকে নিজের বা নিজের জন্য ভাবা উচিত নয় বা কোনও বস্তুর কামনা করা উচিত নয়। কেননা বস্তুকে নিজের মনে করলে অশুদ্ধি আসে এবং কামনা করলে অশান্তি আসে।। ৫৩৯।।

❉ ❉ ❉

সংসার সারাক্ষণ বয়ে চলেছে। চলমানের প্রতি মমতা করলে কাঁদতে হবে। কিন্তু নিত্যস্থিত ভগবানের সাথে আত্মীয়তা করলে চিরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে।। ৫৪০।।

❉ ❉ ❉

যাকে আমরা নিজের বলে মনে করি তা সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকবে না। তাহলে তার প্রতি মমতা ত্যাগ করা কি এমন কঠিন কাজ?।। ৫৪১।।

❉ ❉ ❉

শরীরকে নিজের মনে করার অর্থ কেবল দুঃখ পাওয়া। কিন্তু সংসারের মনে করার অর্থ মুক্তি পাওয়া।। ৫৪২।।

❉ ❉ ❉

যে বস্তু নিজের থেকে আলাদা হয়ে যায় তা নিজের নয়। সেই বস্তুই আলাদা হয় যা বাস্তবে নিজের থেকে আলাদা।। ৫৪৩।।

❉ ❉ ❉

শরীরকে নিজের মনে করা অসতের সঙ্গ আর শরীরকে নিজের না মানা সতের সঙ্গ।। ৫৪৪।।

❉ ❉ ❉

আমরা যদি শরীরকে নিজেদের বলে মনে করি তাহলে শরীরে যা কিছু হয় সেইগুলিকেও আমাদের নিজেদের বলে মনে হবে আর যেগুলি শরীরের মধ্যেই সীমিত থাকে সেগুলিকে আমাদের মধ্যে পৌঁছচ্ছে বলে মনে হবে।। ৫৪৫।।

—০০০—

মৃত্যু ও অমরতা

শরীর ও সংসারের সঙ্গে সম্পর্কে মৃত্যুর আর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কে অমরতার অনুভব হয়।। ৫৪৬।।

❁ ❁ ❁

নিজের জন্য কর্ম করলে প্রথমে কর্মের সঙ্গে এবং পরে ফলের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়। কর্ম ও ফল— দুটোই উৎপন্ন হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু অন্তরে বর্তমান থাকা আসক্তি বার বার জন্ম-মৃত্যুর কারণ হয়।। ৫৪৭।।

❁ ❁ ❁

শরীরকে আমি এবং আমার বলে মনে করা ভ্রান্তি আর ভ্রান্তিই মৃত্যু।। ৫৪৮।।

❁ ❁ ❁

কোনও কাজের হওয়া বা না হওয়া অনিশ্চিত কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত।। ৫৪৯।।

❁ ❁ ❁

যেমন শরীরের জন্য মৃত্যু সুলভ, তেমনি নিজের জন্য অমরতা সুলভ।। ৫৫০।।

—০০০—

যোগ ও ভোগ

সুখদায়ক পরিস্থিতি এলে সুখী আর দুঃখদায়ক পরিস্থিতি এলে দুঃখী হয় যে মানুষ সে ভোগী, যোগী নয়। যোগী তো সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন থাকে।। ৫৫১।।

❁ ❁ ❁

ভোগী রোগী হয়, দুঃখী হয়, দুর্গতিগ্রস্ত হয়।। ৫৫২।।

❁ ❁ ❁

আপন সুখে সুখী মানুষ যোগী হয় না।। ৫৫৩।।

❁ ❁ ❁

ভোগী যোগী হয় না, রোগী হয়। '**ভোগে রোগভয়ম্**'।। ৫৫৪।।

❊ ❊ ❊

ভোগ দুটি বস্তুর সংযোগে সাধিত হয় আর যোগ (পরমাত্মার সাথে নিত্য-সম্বন্ধ) স্বতঃসিদ্ধভাবে একলা সাধিত হয়। যতদিন ভোগ থাকে ততদিন যোগের অনুভব হয় না। ভোগের সর্বভাবে ত্যাগ হলে যোগ অনুভূত হয় আর যোগের অনুভব হলে ভোগের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়।। ৫৫৫।।

❊ ❊ ❊

পরমাত্মার সঙ্গ যোগের, সংসারের সঙ্গ ভোগের।। ৫৫৬।।

❊ ❊ ❊

একান্ততার সুখ উপভোগ করা, মনকে জড়িয়ে সুখের অনুভব করা হলো ভোগ, যোগ নয়।। ৫৫৭।।

❊ ❊ ❊

সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের নাম 'ভোগ' আর সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার নাম 'যোগ'।। ৫৫৮।।

❊ ❊ ❊

যে কোনও অবস্থায় খুশি হওয়া হল ভোগ। ভোগের দ্বারা অহংবোধ লুপ্ত হয় না। সেজন্য সাধকের কোনও অবস্থাতেই খুশি হওয়া উচিত নয়।। ৫৫৯।।

❊ ❊ ❊

সংসারের বিয়োগ স্বতঃসিদ্ধ আর পরমাত্মার যোগ স্বতঃসিদ্ধ।। ৫৬০।।

❊ ❊ ❊

যেখানে সতত বিয়োগ সংঘটিত হয়ে চলেছে, সেখানে সংযোগের বাসনা ত্যাগ করে দাও— এর নাম 'যোগ'।। ৫৬১।।

❊ ❊ ❊

যে কখনও যোগী, কখনও ভোগী— বাস্তবে সে ভোগী।। ৫৬২।।

❊ ❊ ❊

যোগীর দ্বারা সকলের সুখ লাভ হয়, ভোগীর দ্বারা সকলের দুঃখ প্রাপ্তি ঘটে।। ৫৬৩।।

❉ ❉ ❉

আমার প্রাপ্তি হোক— এটি ভোগ, কিন্তু অন্যের প্রাপ্তি হোক —এটি যোগ।। ৫৬৪।।

❉ ❉ ❉

নিজের সুখ-সুবিধা যে দেখে সে ভোগী, সে যোগী নয়।। ৫৬৫।।

❉ ❉ ❉

যা চিরন্তন এবং সর্বজনীন— তার প্রাপ্তি 'যোগ'। আর যা চিরন্তন নয় এবং সকলের জন্য নয়, তার প্রাপ্তি 'ভোগ'।। ৫৬৬।।

❉ ❉ ❉

ভগবানকে আপন ভাবা যোগ, ভগবানের কাছে যাচ্ঞা ভোগ।। ৫৬৭।।

❉ ❉ ❉

যোগ বিয়োগ থেকে হয় আর ভোগ সংযোগ থেকে হয়।। ৫৬৮।।

❉ ❉ ❉

ভোগী ব্যক্তি অন্যের কাছে ঋণী হয়, কিন্তু যোগী কারও কাছে ঋণী হয় না।। ৫৬৯।।

—০০০—

রাগ ও দ্বেষ

রাগ ও দ্বেষ অন্তঃকরণে আগন্তুক বিকার; ধর্ম নয়। ধর্ম স্থায়ী হয়, আর বিকার অস্থায়ী অর্থাৎ তার আসা-যাওয়া আছে। রাগ-দ্বেষ অন্তঃকরণে আসে যায়। তাই এগুলিকে দূর করা যেতে পারে।। ৫৭০।।

❉ ❉ ❉

সাধকের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি রাগ-দ্বেষযুক্ত হওয়া উচিত নয়। বরং শাস্ত্রানুসারে হওয়া উচিত।। ৫৭১।।

❉ ❉ ❉

রাগ-দ্বেষ সহ নিষ্পন্ন কর্মের পরিণাম শুভ হয় না।। ৫৭২।।

❁ ❁ ❁

অন্য সাধকের প্রতি দ্বেষবৃত্তি স্বীয় সাধনের সিদ্ধিতে বিরাট বাধা।। ৫৭৩।।

❁ ❁ ❁

বিবেক অনাদি, অনুরাগ নিজের তৈরি। সংসারের প্রতি অনুরাগ থাকলে বিবেক চাপা পড়ে আর বিবেক জাগ্রত হলে অনুরাগ চলে যায়।। ৫৭৪।।

❁ ❁ ❁

নিরন্তর পরিবর্তনশীল সংসারকে স্থির মনে করলে রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হয়।। ৫৭৫।।

❁ ❁ ❁

যার প্রতি রাগ (আসক্তি), তার দোষ দেখা যায় না। যেখানে দ্বেষ সেখানে গুণ দেখা যায় না। রাগ-দ্বেষ রহিত হলে বস্তুর বাস্তবিক স্বরূপটি জানা যায়।। ৫৭৬।

❁ ❁ ❁

বাস্তবে সবকিছু চিন্ময়স্বরূপ, কিন্তু রাগ-দ্বেষের কারণে তা জড় বলে প্রতীত হয়। রাগ-দ্বেষ যদি না থাকে তাহলে এক চিন্ময় তত্ত্ব (পরমাত্মা) ছাড়া আর কিছুই নেই।। ৫৭৭।।

—০০০—

দেওয়া-নেওয়া

সুখ নিলে অন্তঃকরণ অশুদ্ধ হয় আর সুখ দিলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়।। ৫৭৮।।

❁ ❁ ❁

এই সংসার-সমুদ্র থেকে যে নিতে চায় সে ডুবে যায়, যে দিতে চায় সে উদ্ধার পায়।। ৫৭৯।।

❁ ❁ ❁

'দেওয়া'-র ভাব থাকলে সমাজে একতা ও প্রেমের প্রকাশ হয় আর 'নেওয়া-র' ভাব থাকলে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়।। ৫৮০।।

❁ ❁ ❁

'দেওয়া'-র ভাব উদ্ধারকারী আর 'নেওয়া'র ভাব পতনকারী।। ৫৮১।।

❁ ❁ ❁

শরীরকে আমি আমার বা আমার জন্য মনে করলে 'নেওয়া'র ভাব উৎপন্ন হয়।। ৫৮২।।

❁ ❁ ❁

কেবল সেবা করার জন্যই অন্যের সাথে সম্পর্ক রাখ, 'নেওয়া'র জন্য সম্পর্ক রাখলে দুঃখ পেতে হবে।। ৫৮৩।।

❁ ❁ ❁

নিয়ে দান দেওয়া অপেক্ষা না নেওয়াই ভাল।। ৫৮৪।।

❁ ❁ ❁

নিয়ে দেওয়া অপেক্ষা না নেওয়া খুবই পুণ্যের। কিন্তু এই কথাটা বোঝার মতো সমঝদার খুবই কম।। ৫৮৫।।

❁ ❁ ❁

সংসার থেকে কিছু নেওয়া পাপ, দেওয়া পুণ্যের।। ৫৮৬।।

❁ ❁ ❁

সুখ নেওয়ার জন্য শরীর আপন নয় আর সুখ দেওয়ার (সেবা করার) জন্য সমস্ত সংসার আপন।। ৫৮৭।।

❁ ❁ ❁

নেওয়ার ইচ্ছায় মানুষকে দাস হতে হয় কিন্তু দেওয়ার ইচ্ছায় মনিব হওয়া যায়।। ৫৮৮।।

❁ ❁ ❁

নেওয়ার ভাব থাকলে ভোগ, দেওয়ার ভাব থাকলে যোগ হয়।। ৫৮৯।।

❁ ❁ ❁

শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্ন-জল-বস্ত্র তো দিতে হয়। কিন্তু শরীরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে একজন অন্ন-জল-বস্ত্র গ্রহণকারী হওয়া

উচিত নয়। নেওয়া হল বন্ধন, আর দেওয়া হল মুক্তি।। ৫৯০।।

—০০০—

শরণাগতি

সংসারের আশ্রয় নিলে পরাধীনতা আর ভগবানের আশ্রয় নিলে স্বাধীনতা।। ৫৯১।।

❁ ❁ ❁

ভগবানের আশ্রয় না নিলে ভগবানকে জানা অসম্ভব।। ৫৯২।।

❁ ❁ ❁

একমাত্র ভগবান বিনা অন্য কারও আশ্রয় না নেওয়াই 'অনন্যতা'।। ৫৯৩।।

❁ ❁ ❁

সংসারের আশ্রয়ই হল ভগবানের শরণাগতিতে বাধা।। ৫৯৪।।

❁ ❁ ❁

অন্যকে ভয়, নিজেকে নয়। ভগবান নিজের, তাই তাঁর শরণ নিলে মানুষ চিরকালের জন্য নির্ভয় হয়ে যায়।। ৫৯৫।।

❁ ❁ ❁

ভগবানের শরণাগতি স্বীকার করে নিলে ভক্তের আর কোনও রকম সন্দেহ, পরীক্ষা, বিপরীত ভাবনা যাচাই করার দরকার হয় না। বা পরীক্ষায় নিয়োগ করতে হয় না।। ৫৯৬।।

❁ ❁ ❁

ভগবানের সাথে নিজের নিত্য সম্বন্ধটি চিনে নেওয়াই হল ভগবানের শরণাগত হওয়া। শরণ নিলে ভক্ত নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, নিঃশোক ও নিঃশঙ্ক হয়।। ৫৯৭।।

❁ ❁ ❁

ভগবানের জন্য আপন মনোবাঞ্ছার পরিত্যাগই হল তাঁর শরণাগত হওয়া।। ৫৯৮।।

❁ ❁ ❁

শরণাগতি মন বুদ্ধির দ্বারা নয়, নিজের দ্বারা হয়।। ৫৯৯।।

❈ ❈ ❈

পরমাত্মার আশ্রয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও আশ্রয় নেই।। ৬০০।।

❈ ❈ ❈

শরণাগতি ও ভাগ্য — এই দুটির তাৎপর্য হল চিন্তা ত্যাগ, পুরুষার্থ (শাস্ত্রোক্ত কর্তব্যকর্ম) ত্যাগ করা নয়।। ৬০১।।

❈ ❈ ❈

জীবমাত্র সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ। সেজন্য যতদিন জীব নিজ অংশী পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করবে না, ততদিন অন্যের আশ্রয় নিয়ে পরাধীন হয়ে থাকবে এবং দুঃখ পেতে থাকবে।। ৬০২।।

❈ ❈ ❈

যতদিন মানুষ ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করবে না ততদিন কোনও আশ্রয় স্থায়ী হবে না। সে দুঃখ পেতে থাকবে।। ৬০৩।।

❈ ❈ ❈

যার মধ্যে আপন সাধনার অহঙ্কার নেই এবং যে আপন কল্যাণের অন্য কোনও পথ খুঁজে পায় না, সেই ভগবানের শরণাগতির অধিকারী হয়।। ৬০৪।।

❈ ❈ ❈

আশ্রয় তারই নেওয়া উচিত যে আমাদের থেকে পৃথক, দূরে, বিমুখ আর ভিন্ন হতে পারবে না তথা আমরা তার থেকে পৃথক, দূরে, বিমুখ ও ভিন্ন হতে পারব না।। ৬০৫।।

❈ ❈ ❈

নিজের মধ্যে যদি কোনও রকম বিশেষত্ব দেখা যায়, তবে এটি শরণাগতির পথে অন্তরায়।। ৬০৬।।

❈ ❈ ❈

বেদের সার উপনিষদ্, উপনিষদের সার গীতা, গীতার সার ভগবানের শরণাগতি।। ৬০৭।।

❈ ❈ ❈

যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের শক্তির অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ শরণাগতি হয় না।। ৬০৮।।

❉ ❉ ❉

শরণাগতি খুবই সুগম। কিন্তু অহঙ্কারী ব্যক্তির জন্য খুবই কঠিন। "আমি কিছু করতে পারি" —এ অহঙ্কার যতদিন থাকবে, ততদিন শরণাগত হওয়া কঠিন।। ৬০৯।।

❉ ❉ ❉

ভগবানে শরণ নিলে যেমন তত্ত্বলাভ হয়, নিজের উদ্যোগে সেরূপ হয় না।। ৬১০।।

❉ ❉ ❉

সব ছেড়ে একমাত্র ভগবানের শরণ নেওয়া— এর থেকে উৎকৃষ্ট সাধনা আর নেই।। ৬১১।।

—০০০—

সন্ত-মহাত্মা

সাধু-মহাপুরুষের উপদেশ অনুসারে নিজের জীবন গড়ে তোলাই হল তাঁদের সত্যিকারের সেবা।। ৬১২।।

❉ ❉ ❉

যেমন সূর্যের আলো সকলে সমানভাবে পায়, তেমনি সাধু-সন্তের-দ্বারা সকলের সমানভাবে হিত হয়।। ৬১৩।।

❉ ❉ ❉

বাইরের প্রকাশ সূর্যের দ্বারা হয় আর অন্তরের প্রকাশ সাধু মহাত্মার দ্বারা হয়।। ৬১৪।।

❉ ❉ ❉

সাধু-সন্তের সর্বাপেক্ষা মহৎ সেবা হল— তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুসারে নিজের জীবন গড়ে তোলা। কারণ তাঁদের কাছে সিদ্ধান্ত যত প্রিয় হয়,

নিজের প্রাণও তত প্রিয় নয়।। ৬১৫।।

❁ ❁ ❁

ভগবান, সাধু-সন্ত, ধর্ম ও শাস্ত্র— এঁরা কখনও কারও থেকে বিমুখ হন না, প্রাণীগণই এঁদের থেকে বিমুখ হয়।। ৬১৬।।

❁ ❁ ❁

সমুদ্রের ভিতরে কেউ পথ তৈরি করতে পারে না। কিন্তু সাধু মহাত্মারা সংসারের গ্রন্থ সমূহ থেকে 'গীতা' চয়ন করে আমাদের দিয়েছেন— এ তাঁদের কত কৃপা!।। ৬১৭।।

❁ ❁ ❁

ভগবানের কাছ থেকে লাভবান হওয়ার পাঁচটি প্রকার— নামজপ, ধ্যান, সেবা, আজ্ঞাপালন ও সঙ্গ। কিন্তু মহাত্মাদের কাছ থেকে লাভবান হওয়ার জন্য তিনটি প্রকারই উপযোগী— সেবা, আজ্ঞাপালন ও সঙ্গ।। ৬১৮।।

❁ ❁ ❁

ধনী ব্যক্তিরা অন্যকে ভৃত্য বানায়— কিন্তু মহাত্মা অন্যকে মহাত্মা বানায়।। ৬১৯।।

❁ ❁ ❁

ভগবান, মহাত্মা, শাস্ত্র, সদ্বিচার— এই চারটি সাধককে কখনও নিরাশ করে না, বরং তাদের উন্নতি সাধন করে।। ৬২০।।

❁ ❁ ❁

সমাজের সর্বাপেক্ষা সংস্কার বীতরাগ সাধু সন্তের দ্বারা হয়।। ৬২১।।

❁ ❁ ❁

সাধু সন্তগণ সংসারে মানুষকে নিজ অভিমুখী করতে আসেন না, ভগবানের অভিমুখী করতে আসেন। যিনি মানুষকে নিজের দিকে (নিজের ধ্যান পূজা ইত্যাদিতে) নিয়োগ করেন, তিনি ভগবৎদ্রোহী এবং মানুষকে নরকে নিয়ে যান।। ৬২২।।

—০০০—

সংসার

সংসারের সংযোগ নিরন্তর বিয়োগরূপী অগ্নিতে জ্বলছে। যেখানে সংযোগ সেখানে বিয়োগ নিশ্চিত। আমাদের ভুল এই যে আমরা সংসারের সংযোগকে নিত্য বলে মনে করি।। ৬২৩।।

❈ ❈ ❈

সংসারের সংযোগের বিয়োগ তো অবশ্যাম্ভাবী। কিন্তু বিয়োগের সংযোগ অবশ্যাম্ভাবী নয়। সেজন্য সংসারের বিয়োগই সত্য।। ৬২৪।।

❈ ❈ ❈

বিনাশী ঐহিক পদার্থের সঙ্গে সম্পর্কের দ্বারা কারও কখনও শোক দূর হতে পারে না।। ৬২৫ ।।

❈ ❈ ❈

উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুর বশীভূত না হওয়া অর্থাৎ এদের আশ্রয় না নেওয়াতেই মানুষের বাস্তবিক জয়।। ৬২৬।।

❈ ❈ ❈

যতদিন সংসার-শরীরের ভরসা সম্পূর্ণ রূপে দূর না হয় ততদিন বেঁচে থাকার আশা, মৃত্যুভয়, কর্মশক্তি ও প্রাপ্তির লালসা এই চারটির ক্ষয় হয় না।। ৬২৭।।

❈ ❈ ❈

মানুষই আসক্তিসহ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক পাতায়। সংসার কখনও সম্পর্ক পাতায় না।। ৬২৮ ।।

❈ ❈ ❈

সংসারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলে সংসারের জ্ঞান হয় না এবং পরমাত্মার কাছ থেকে দূরে সরে থাকলে পরমাত্মার জ্ঞান হয় না, এই হল নিয়ম।। ৬২৯।।

❈ ❈ ❈

সংসারের সঙ্গে একতা আর পরমাত্মার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা ভুল করে মেনে নেওয়া হয়েছে।। ৬৩০।।

❈ ❈ ❈

বিনাশীর সঙ্গে স্বীয় সম্পর্ক স্বীকার করলে অন্তঃকরণ, কর্ম ও পদার্থ তিনটিই মলিন হয়ে যায়। আর সম্পর্ক ছিন্ন করলে তিনটিই স্বতঃ পবিত্র হয়ে যায়।। ৬৩১।।

❁ ❁ ❁

যতদিন সংসারের সঙ্গে সংযোগ বজায় থাকে ততদিন ভোগ হতে থাকে, যোগ নয়। সংসারের সংযোগ সর্বাংশে মন থেকে বিদায় নিলে যোগ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে আপন স্বতঃসিদ্ধ নিত্যযোগের অনুভূতি হয়।। ৬৩২।।

❁ ❁ ❁

সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধিত সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটাতে হলে প্রাপ্ত (শরীরাদি) পদার্থকে সংসারের মনে করে একে সংসারের সেবায় নিয়োজিত করো অথবা জড়তার (শরীরাদি) সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপন স্বরূপে স্থিত হও, নয়তো এটি (শরীরাদি) সহ ভগবানের শরণ নাও।। ৬৩৩।।

❁ ❁ ❁

উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুর আশ্রয় নিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে সুখকামী মানুষ কখনও সুখী হতে পারে না— এটা নিয়ম।। ৬৩৪।।

❁ ❁ ❁

বিনাশীর দাসত্বই অবিনাশীর সঙ্গে মুখোমুখি হতে দেয় না।। ৬৩৫।।

❁ ❁ ❁

সংসারের সামগ্রী সংসারের কাজের জন্য, নিজের কাজের জন্য নয়।। ৬৩৬।।

❁ ❁ ❁

সংসার বিশ্বাসযোগ্য নয়, সেবা করার যোগ্য।। ৬৩৭।।

❁ ❁ ❁

বিনাশীর সঙ্গে আত্মীয়তায় অশান্তি হয় এবং তা বন্ধনদায়ক।। ৬৩৮।।

❁ ❁ ❁

মিথ্যাকে মিথ্যা জেনেও যতদিন মিথ্যার আকর্ষণ না কাটে, ততদিন সতের সঙ্গ হয় না (যেমন সিনেমাকে মিথ্যা জেনেও তার প্রতি আকর্ষণ থাকে)।। ৬৩৯।।

* * *

যেমন ভগবানের আশ্রয় কল্যাণকারী, তেমনি অর্থ ইত্যাদি উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুর আশ্রয় পতনের কারণ।। ৬৪০।।

* * *

যে কোন পার্থিব পদার্থে গুরুত্ব দেওয়াই অনর্থের মূল।। ৬৪১।।

* * *

বিশ্বাস ভগবানেই থাকা উচিত। উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুর উপর বিশ্বাস রাখলে প্রতারিত হতে হবে, দুঃখ পেতে হবে।। ৬৪২।।

* * *

ভগবানের সঙ্গে আমাদের বিয়োগ আর সংসারের সঙ্গে আমাদের সংযোগ কখনও সম্ভব নয়।। ৬৪৩।।

* * *

আমরা সংসারের সঙ্গে কখনও থাকতে পারব না, আবার পরমাত্মা থেকে কখনও আলাদা হতে পারব না।। ৬৪৪।।

* * *

অসতের সঙ্গ থেকেই যাবতীয় দোষ ও প্রতিকূলতার উৎপত্তি হয়।। ৬৪৫।।

* * *

শরীর ও সংসারের নিরন্তর পরিবর্তন আমাদের এই ক্রিয়াত্মক উপদেশ দিচ্ছে যে তোমার সম্বন্ধ অপরিবর্তনশীল তত্ত্বের (পরমাত্মা) সঙ্গে, আমার সঙ্গে নয়। আমি তোমার সঙ্গে বা তুমি আমার সঙ্গে থাকতে পারবে না।। ৬৪৬।।

* * *

এখন যে বস্তু-ব্যক্তি আদি আমাদের সঙ্গে রয়েছে, এদের সঙ্গে কতদিন থাকব— এ বিষয়ে সকলের বিচার করা প্রয়োজন।। ৬৪৭।।

* * *

আমরা শরীরকে রাখতে চাই, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চাই, মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চাই— এ সমস্তই অসতের আশ্রয়।। ৬৪৮।।

❊ ❊ ❊

যা কোনও সময় থাকে কোনও সময় থাকে না, কখনও আছে, কখনও নেই, কিছুতে আছে কিছুতে নেই, কারও আছে, কারও নেই— বাস্তবে তা নেই।। ৬৪৯।।

❊ ❊ ❊

ব্যক্তি-বস্তু থাকে না। কিন্তু এদের সঙ্গে সম্পর্কগুলো বহাল থাকে। এই স্বীকৃত সম্পর্কই জন্ম-মৃত্যুর কারণ।। ৬৫০।।

❊ ❊ ❊

সমস্ত সংসার নিজের তালে চলেছে। আমরাই তাকে (চলমানকে) ধরে রাখতে চাই আর তা ছেড়ে গেলে কেঁদে মরি।। ৬৫১।।

❊ ❊ ❊

যে সংসারের গরজ করে না, তার গরজ সংসার করে। কিন্তু যে সংসারের গরজ করে, সংসার তার রক্ত নিংড়ে নিয়ে ফেলে দেয়।। ৬৫২।।

❊ ❊ ❊

যতদিন মানুষ সাংসারিক পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে এবং সেগুলোর আবশ্যকতা অনুভব করবে, ততদিন সে কিছুতেই সুখী হবে না।। ৬৫৩।।

❊ ❊ ❊

সংসারকে অস্তিত্ব মনে করলে সংযোগ-বিয়োগ হয় এবং গুরুত্ব দিলে সুখ-দুঃখ হয়।। ৬৫৪।।

❊ ❊ ❊

সংসারের অস্তিত্ব কিন্তু বাধা নয়, বাধা হচ্ছে এর গুরুত্ব হৃদয়ে অঙ্কিত হওয়া। গুরুত্বের প্রভাব থাকলে দাসত্ব এসে যায়।। ৬৫৫।।

❊ ❊ ❊

সংসারের সংযোগ অনিত্য আর বিয়োগ নিত্য। নিত্যকে স্বীকার করা মানুষের কর্তব্য।। ৬৫৬।।

❁ ❁ ❁

সংসারের যে বস্তুকে আমরা গুরুত্ব দিই, সেটিই পরমাত্মার প্রাপ্তিতে বাধা দেয়, অথচ তা নিজেও টিকে থাকে না।। ৬৫৭।।

❁ ❁ ❁

সংসার সত্য হোক বা মিথ্যা হোক— এর সাথে আমাদের সম্পর্কটি মিথ্যার। এতে কোনও সন্দেহ নেই।। ৬৫৮।।

❁ ❁ ❁

এ সংসার মেহেন্দি পাতার মতো উপর থেকে সবুজ দেখায়। কিন্তু ভেতরটা পরমাত্মা স্বরূপ লালিমায় পরিপূর্ণ।। ৬৫৯।।

❁ ❁ ❁

আমরা স্বয়ং চেতন তথা অবিনাশী। সাংসারিক বস্তু জড় তথা বিনাশী। দুটোর জাত আলাদা। তাহলে আলাদা জাতের বস্তু আমাদের প্রাপ্য কি করে হতে পারে?।। ৬৬০।।

❁ ❁ ❁

যেমন সূর্য উদয়ের পর নিরন্তর অস্তের দিকে যায়, সেই রকমই উৎপন্ন হওয়ার পর সংসারের সবকিছুই নিরন্তর অভাবের দিকেই চলেছে।। ৬৬১।।

❁ ❁ ❁

সংসার বিজাতীয় আর বিজাতীয় বস্তুর সঙ্গে কখনও সম্পর্ক হয় না, কেবল একটা সম্পর্ক মেনে নেওয়া হয়। অথচ এই মেনে নেওয়া সম্পর্কই যত অনর্থের মূল। এটি দূর হলেই মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ।। ৬৬২।।

❁ ❁ ❁

সাংসারিক বস্তু, সম্মান, কীর্তি, প্রশংসা, স্বাচ্ছন্দ্য সমাদর আদির প্রিয়তাই হল পতনের কারণ।। ৬৬৩।।

❁ ❁ ❁

যা আসলে নেই, তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাকে লাভ করার অথবা ইচ্ছাপূরণ করতে চাওয়া হল অসতের সঙ্গ।। ৬৬৪।।

❉ ❉ ❉

বস্তু, ব্যক্তি ও ক্রিয়ার সম্পর্ক মানুষকে পরাধীন করে তোলে, এগুলির সঙ্গ ত্যাগ করলেই মানুষ স্বাধীন হতে পারে।। ৬৬৫।।

❉ ❉ ❉

আমাদের উপর জড়ের (সংসার) প্রভাব যতদিন থাকবে, জেনে রেখো আমাদের স্থিতিও ততদিন জড়েই থাকবে, চিন্ময় তত্ত্বে নয়।। ৬৬৬।।

❉ ❉ ❉

শরীর-সংসারকে ভুলে যাই (নিদ্রাতে) বলেই বিশ্রাম হয়। কিন্তু এর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলে হয় পরম বিশ্রাম।। ৬৬৭।।

❉ ❉ ❉

শরীর-সংসারের সঙ্গ ত্যাগ করতে হলে বিচারের আবশ্যকতা, অভ্যাসের নয়।। ৬৬৮।।

❉ ❉ ❉

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কোনও বস্তু আমাদের বা আমাদের জন্য নয়।। ৬৬৯।।

❉ ❉ ❉

যার কোনও দেশ, কাল, ক্রিয়া, বস্তু, ব্যক্তি, অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনা আদিতে অভাব আছে, তার কোনও ভাব নেই অর্থাৎ তার সর্বদা অভাব এবং তা অসৎ— **'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'** (গীতা ২/১৬/)।। ৬৭০।।

—০০০—

সদ্‌গুণ ও দুর্গুণ

যত দুর্গুণ-দুরাচার আছে সবই মানুষের সৃষ্টি, ভগবানের সৃষ্টি নয়। ভগবান 'সৎ' এবং দুর্গুণ-দুরাচার 'অসৎ'। সৎ থেকে অসতের উৎপত্তি কি করে হতে পারে?।। ৬৭১।।

❉ ❉ ❉

সংসারে বিমুখ হলে উদ্যোগ বিনা-ই সদ্‌গুণের প্রকাশ হয়।।৬৭২।।

❉ ❉ ❉

জীব যখন পরমাত্মার মুখোমুখি হয় তখন সদ্‌গুণাবলীর প্রকাশ হয়। কিন্তু যখন সংসারের সম্মুখীন হয় তখন যাবতীয় দুর্গুণের আগমন ঘটে।।৬৭৩।।

❉ ❉ ❉

নিজের দুর্বলতায় দুঃখ হলে আর ভগবানের কৃপায় বিশ্বাস হলে যে দুর্গুণকে তাড়াতে চাও তা চলে যাবে আর যে সদ্‌গুণকে আনতে চাও তা এসে যাবে।।৬৭৪।।

❉ ❉ ❉

সদ্‌গুণ-সদাচারকে নিজের বলে মেনে নিলে অহঙ্কার জন্ম নেয়, আর দুর্গুণ দুরাচারকে নিজের বলে মেনে নিলে তা স্থায়ী হয়ে যায়।।৬৭৫।।

—০০০—

সৎসঙ্গ ও কুসঙ্গ

সৎসঙ্গে যত লাভ হয়, ততটা একান্তে থেকে সাধনা করলে হয় না।।৬৭৬।।

❉ ❉ ❉

সৎসঙ্গে কিছু না করলেও উন্নতি , কুসঙ্গে কিছু না করলেও পতন হয়।।৬৭৭।।

❉ ❉ ❉

অসতের সঙ্গ না ছাড়লে সৎসঙ্গে প্রত্যক্ষ লাভ হয় না।।৬৭৮।।

❉ ❉ ❉

কেবল শুনলে সৎসঙ্গ হয় না। সৎসঙ্গ হয়— সতের সঙ্গে সম্পর্কে যুক্ত হলে ও সৎকে গুরুত্ব দিলে।।৬৭৯।।

❉ ❉ ❉

সকলের মধ্যে একমাত্র পরিপূর্ণ পরমাত্মাকে দেখাই হলো সৎসঙ্গ (সৎ-এর সঙ্গ)।।৬৮০।।

❉ ❉ ❉

ভগবানে প্রেম হওয়া সৎসঙ্গ, আবার নাশশীলের প্রতি প্রেম (মোহ) ভঙ্গ হওয়াও সৎসঙ্গ।। ৬৮১।।

❀ ❀ ❀

যেমন শরীরের জন্য ভোজন আবশ্যক, তেমনি পারমার্থিক জীবনের জন্য সৎসঙ্গ আবশ্যক।। ৬৮২।।

❀ ❀ ❀

যেমন মনুষ্য শরীর লাভ বারবার হয় না, তেমনি মনুষ্য-জীবনেও সৎসঙ্গ বারবার পাওয়া যায় না।। ৬৮৩।।

❀ ❀ ❀

পুরুষার্থের দ্বারা সৎসঙ্গ প্রাপ্ত হয় না, কেবল ভগবৎ কৃপায় তা প্রাপ্ত হয়।। ৬৮৪।।

❀ ❀ ❀

যেখানে স্বার্থ সেখানে সৎসঙ্গ হয় না, কুসঙ্গ হয়।। ৬৮৫।।

❀ ❀ ❀

সর্বাবস্থায় প্রসন্ন থাকার বিদ্যা কেবল সৎসঙ্গের দ্বারা সম্ভব হয়।। ৬৮৬।।

❀ ❀ ❀

যা যথার্থ তাকে মেনে নেওয়া, এটি সৎসঙ্গ।। ৬৮৭।।

❀ ❀ ❀

যেমন জঠরে অগ্নি কমজোর হলে খাদ্য পরিপাক হয় না, তেমনি অন্তরে প্রেম না জাগলে সৎসঙ্গের কথা বোধগম্য হয় না।। ৬৮৮।।

❀ ❀ ❀

ভগবানের বিশেষ কৃপার লক্ষণ হল সৎসঙ্গ প্রাপ্তি।। ৬৮৯।।

❀ ❀ ❀

বাণিজ্যে লাভ লোকসান আছে। কিন্তু সৎসঙ্গে শুধুই লাভ, লোকসান নেই।। ৬৯০।।

❀ ❀ ❀

সৎসঙ্গের বাক্যে গুরুত্ব দিলে মনোভাবে পরিবর্তন হয় এবং বিকার (দোষ) আপনা-আপনি নষ্ট হয়ে যায়।। ৬৯১।।

❁ ❁ ❁

ভোগের প্রতি যত আসক্তি হয়, বুদ্ধিও তত সংকুচিত হতে থাকে। ফলে সৎসঙ্গের তাত্ত্বিক কথা পড়ে-শুনেও বুঝতে পারা যায় না।। ৬৯২।।

❁ ❁ ❁

সংসার থেকে কিছু নেওয়ার ইচ্ছার অর্থ কুসঙ্গের আরম্ভ।। ৬৯৩।।

❁ ❁ ❁

শরীর সংসারের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্বীকার করা কুসঙ্গ।। ৬৯৪।।

❁ ❁ ❁

কুসঙ্গে ক্ষতি হয় না, কিন্তু কুসঙ্গকে স্বীকৃতি দিলে ক্ষতি হয়।। ৬৯৫।।

❁ ❁ ❁

ঈশ্বর, পরলোক ও ধর্মের অমান্যকারী নাস্তিকের সঙ্গ সর্বাধিক পতনকারী।। ৬৯৬।।

❁ ❁ ❁

নিজের মধ্যে কোনও না কোনও দোষ থাকলে তবেই বাইরের কু-সঙ্গের প্রভাব পড়ে। কারণ আকর্ষণ স্বজাতীয়তায় হয়, বিজাতীয়তায় নয়।। ৬৯৭।।

❁ ❁ ❁

সৎসঙ্গ, সদ্বিচার, সৎশাস্ত্র ও দুঃখ— এই চারটি বিবেকবানকে সংসার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ করতে সাহায্য করে।। ৬৯৮।।

❁ ❁ ❁

অনেক বছর সাধনা করা সত্ত্বেও যে তত্ত্বলাভ হয় না, সৎসঙ্গে তা সত্বর লাভ হতে পারে।। ৬৯৯।।

❁ ❁ ❁

সাধনা করার অর্থ হল নিজে ধন উপার্জন করা। কিন্তু সৎসঙ্গ করা

যেন ধনী ব্যক্তির পোষ্য হওয়া। যেমন পোষ্যের অন্যের উপার্জিত ধনের প্রাপ্তি ঘটে, তেমনি সৎসঙ্গে সম্মিলিত হলে সাধনা বিনাই সাধনা হয়ে থাকে।। ৭০০।।

—০০০—

সময়

বিগত ধন পুনঃ প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু বিগত সময় পুনঃ প্রাপ্ত হয় না। ধনের মতো সময়কে বন্দি করে রাখাও যায় না। অতএব সর্বদাই সাবধান হয়ে সময়ের সদুপযোগ করা উচিত।। ৭০১।।

❊ ❊ ❊

অর্থ সিন্দুকে বন্দি করে রাখা যেতে পারে। কিন্তু সময়কে বন্দি করে রাখা যায় না। সেজন্য অমূল্য সময়কে ব্যর্থ কাজে নষ্ট করা উচিত নয় ।। ৭০২।।

❊ ❊ ❊

যে ব্যক্তি সময়ের সদুপযোগ করে না, সে ব্যক্তি কোনও ক্ষেত্রে সফল হয় না।। ৭০৩।।

❊ ❊ ❊

দেখলে তো মনে হয় সময় চলে যাচ্ছে আসলে কিন্তু শরীরের ক্ষয় হয়ে চলেছে।। ৭০৪।।

❊ ❊ ❊

বিচার করো— যে সময় চলে গেছে, ঐ সময়ের সদুপযোগের দ্বারা আমরা পরমাত্মা প্রাপ্তির পথে কতটা এগিয়েছি।। ৭০৫।।

—০০০—

সাধক

নিষিদ্ধ কর্মে সংলগ্ন থেকে কোনও ব্যক্তি সাধক হতে পারে না।। ৭০৬।।

❊ ❊ ❊

যে সাধক— সে হয় অসতের প্রতি বিমুখ হবে নয়তো সতের সম্মুখীন হবে। দুটোর মধ্যে যে কোনও একটা কাজ তো তাকে করতেই হবে। তখনই সমস্যা মিটবে।। ৭০৭।।

❊ ❊ ❊

'আমাকে পরমাত্মা লাভ করতেই হবে' —সাধকের এই নিশ্চয়ের প্রতি দৃঢ়তা থাকা খুবই প্রয়োজন।। ৭০৮।।

❁ ❁ ❁

সাধক কখনও নিজেকে ভোগী অথবা সংসারী ব্যক্তি বলে মনে করবে না। তার মধ্যে সদা এই জাগৃতি থাকবে যে "আমি সাধক"।। ৭০৯।।

❁ ❁ ❁

জড়ের সঙ্গে সম্পর্কের যত বিচ্ছেদ হতে থাকবে, সাধকের মধ্যে ততই বৈশিষ্ট্য আসতে থাকবে।। ৭১০।।

❁ ❁ ❁

সাধক তাকেই বলে যে সবসময় সাবধান থাকে।। ৭১১।।

❁ ❁ ❁

সাধকের নিজের স্থিতি স্বাভাবিক ভাবেই যেন পরমাত্মার সাথে থাকে, এইটিই যথার্থ। সংসারের সঙ্গে আপন স্থিতি মেনে নিলে সাধক তার সাধনা থেকে সরে যাবে।। ৭১২।।

❁ ❁ ❁

সাধকের ভাবা উচিত যে যদি তাঁর দ্বারা কারও লাভ না হয়, কারও মঙ্গল না হয়, কারও সেবা না হয় তাহলে তিনি কেমন সাধক?।। ৭১৩।।

❁ ❁ ❁

সাধকের সাধনা বা সিদ্ধির ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত নয়। কিন্তু পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য অবশ্যই ব্যাকুল হতে হবে। কারণ ভাবনা ভগবানের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, কিন্তু ব্যাকুলতা ভগবান লাভে সহায়ক হয় ।। ৭১৪।।

❁ ❁ ❁

যতদিন নিজের ব্যক্তিত্বের আভাস থাকবে, ততদিন সাধকের সন্তোষ থাকা উচিত নয়।। ৭১৫।।

❁ ❁ ❁

নিজেদের মধ্যে মতভেদ থাকা আর নিজের মত অনুসারে সাধনা

করে নিজের জীবন তৈরি করা দোষের নয়। বরং অন্যের মত খারাপ লাগা, তার মতের খণ্ডন করা, তার মতকে ঘৃণা করা দোষের।। ৭১৬।।

❁ ❁ ❁

যতদিন সাধকের আপন স্থিতিতে অসন্তোষ না জন্মায়, ততদিন তাঁর উন্নতি হয় না।। ৭১৭।।

❁ ❁ ❁

সাধককে কেবল এটুকুই সতর্ক থাকতে হবে যে তাঁর কাছে যে বস্তুটি বিনাশশীল বলে মনে হবে তার প্রতি তিনি মোহগ্রস্ত হবেন না বা তাকে গুরুত্ব দেবেন না। বিনাশশীল বস্তুকে কাজে লাগাবেন, কিন্তু তার দাসত্ব স্বীকার করবেন না।। ৭১৮।।

❁ ❁ ❁

সাধককে মতবাদী না হয়ে তত্ত্ববাদী হতে হবে।। ৭১৯।।

❁ ❁ ❁

ভোগী ব্যক্তির কাছে নিদ্রা বন্ধুর মতো প্রিয়, কিন্তু সাধন-ভজনরত ব্যক্তির কাছে নিদ্রা শত্রুর মতো অপ্রিয়।। ৭২০।।

❁ ❁ ❁

যারা ভজন করে না তাদের এই অজুহাত যে এখন তো কলিকাল! কিন্তু যারা ভজন করে তাদের জন্য এ অতি উত্তম সময়।। ৭২১।।

❁ ❁ ❁

সাধককে সবসময় সাবধান থাকতে হবে। সাবধান থাকার তাৎপর্য হল— কারও থেকে কখনও কিছু না চাওয়া।। ৭২২।।

❁ ❁ ❁

যে সাধক হয় সে চব্বিশ ঘণ্টা সাধনা করে।।। ৭২৩।।

❁ ❁ ❁

উচ্চ থেকে উচ্চতর তথা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর যে কাজই করা হোক না কেন সাধককে সাবধান থাকতে হবে— কোথাও স্বার্থের ভাব যেন থেকে না যায়।।। ৭২৪।।

❁ ❁ ❁

আমার কোনও কাজের দ্বারা যেন অন্যে দুঃখ না পায়— এ ব্যাপারে সাধককে প্রতি মুহূর্তে সাবধান থাকতে হবে। অন্যকে দুঃখ দিলে বছর - ভর সাধনা করলেও শান্তি মেলে না।। ৭২৫।।

❊ ❊ ❊

সাধক যতটা জানেন ততটা বুঝে নিয়ে সেইভাবে পালন করা শুরু করে দিলে পরের করণীয় তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রাপ্ত হবেন।। ৭২৬।।

❊ ❊ ❊

শরীর সংসারে স্থিত আছে আর স্বয়ং (নিজে) পরমাত্মায় স্থিত আছি। অতএব সাধক নিজেকে যেন সংসারে স্থিত বলে মনে না করে পরমাত্মায় আপন স্থিতি অনুভব করেন ।। ৭২৭।।

❊ ❊ ❊

'কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়— সাধকের উচিত তা শাস্ত্রের উপর ছেড়ে দেওয়া এবং কি হওয়া উচিত আর কি হওয়া উচিত নয়'— তা ভগবানের উপর ছেড়ে দেওয়া।। ৭২৮।।

❊ ❊ ❊

নিজেকে কখনও সিদ্ধ ভাবা উচিত নয়, বরং সদা সাধক ভাবা উচিত। সিদ্ধ বলে মনে করলে প্রতারিত হতে হয়।। ৭২৯।।

❊ ❊ ❊

সাধকের শাসন করা কাজ নয়, বরং তাঁকে তত্ত্বজ্ঞ ও হিতৈষীর শাসনে থাকতে হবে।। ৭৩০।।

❊ ❊ ❊

সাধককে বিচার করতে হবে যে সেই সুখ আমি চাই না যা চিরকাল থাকবে না আর যা দুঃখ মিশ্রিত ।। ৭৩১।।

❊ ❊ ❊

সাধনার সুখভোগ সাধকের পক্ষে বিশেষ বাধাস্বরূপ।। ৭৩২।।

❊ ❊ ❊

সাধকের উদ্দেশ্য বাকসর্বস্ব হওয়া নয়, অনুভবী হওয়া। শিক্ষাগত জ্ঞান দ্বারা সে বিদ্বান, বক্তা, লেখক তো হতেই পারে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত হতে পারে না।। ৭৩৩।।

❉ ❉ ❉

যার প্রারম্ভের দিকে দৃষ্টি সে অসাধক, যে পরিণাম দেখে সেই সাধক।। ৭৩৪।।

❉ ❉ ❉

'আমি সাধক'— এ যদি সাধনার জন্য অহঙ্কার হয় তবে তা বিঘ্ন স্বরূপ। আর যদি স্বাভিমান (কর্তব্যের পালনের) জন্য হয় তবে তা সহায়স্বরূপ। 'আমি সাধক, অন্যেরা অসাধক', এ হল অহঙ্কার আর 'আমি সাধন বিরুদ্ধ কাজ কি করে করব' এ হল স্বাভিমান।। ৭৩৫।।

❉ ❉ ❉

সাধককে সৎ-তত্ত্বের অনুগামী হতে হবে, কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় প্রভৃতির অনুগামী নয়।। ৭৩৬।।

—০০০—

সাধন

নাম-জপ করাই কেবল ভজনা নয়। ভগবদনুকূল যে সব ক্রিয়া ও ভাবের দ্বারা ভগবানে আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, তা সমস্তই ভজনা।। ৭৩৭।।

❉ ❉ ❉

উদ্দেশ্য যদি হয় একমাত্র ভগবৎ প্রাপ্তি তাহলে সমস্ত ক্রিয়া সাধনায় পরিণত হয়।। ৭৩৮।।

❉ ❉ ❉

সংসারের কাজে নির্লিপ্ত থেকে, কর্তব্য মাত্র মনে করে নিষ্পন্ন করা উচিত। কিন্তু ভগবানের কাজে (জপ,ধ্যান আদি) তন্ময় হয়ে নিজের ব্যক্তিগত বস্তু মনে করে নিষ্পন্ন করা উচিত।। ৭৩৯।।

❉ ❉ ❉

সাধক হৃদয়ে ধারণ করবে যে "আমি ভগবানের আর ভগবান আমার"— তাহলে তাঁর স্বতঃ স্বাভাবিক সাধনা হবে।। ৭৪০।।

❁ ❁ ❁

দিন-রাত ভগবানের ধ্যান ও ভজনে নিবিষ্টমনা ব্যক্তির দ্বারা সংসারের যা হিত হয় তা দিন-রাত কর্ম নিষ্পন্নকারী ব্যক্তির দ্বারা হয় না।। ৭৪১।।

❁ ❁ ❁

'আমায় কেবল পরমাত্মার পথেই চলতে হবে'— এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সমস্ত সাধনার মূল। কিন্তু সংসারকে স্থায়ী বলে মনে করলে এই বুদ্ধি জাগ্রত হয় না।। ৭৪২।।

❁ ❁ ❁

নিজের সাধনার অভিমানের ফলেই নিজের ন্যূনতার চিন্তা হয়ে থাকে।। ৭৪৩।।

❁ ❁ ❁

যে কোনও সাধনা যখন পূর্ণতা পায় তখন বাঁচার ইচ্ছা, মৃত্যু-ভয়, পাওয়ার ইচ্ছা ও কর্মের স্পৃহা —এই চারটি সম্পূর্ণ নাশ প্রাপ্ত হয়।। ৭৪৪।।

❁ ❁ ❁

জড় পদার্থের সঙ্গে জীবের যে আসক্তিযুক্ত সম্পর্ক তা নষ্ট হওয়াতেই সাধনের সার্থকতা।। ৭৪৫।।

❁ ❁ ❁

অভ্যাসের নাম ভজন নয়, ভগবানের স্মৃতি ও প্রিয়তার নাম ভজন। ভগবানকে আপন না করলে স্মৃতি ও প্রিয়তা জাগ্রত হয় না।। ৭৪৬।।

❁ ❁ ❁

সাধনা স্ব-এর দ্বারা হয়, মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়।। ৭৪৭।।

❁ ❁ ❁

পরমাত্মাকে প্রাপ্তির জন্য যত রকমের সাধনা আছে, সেই সমস্ত

সাধনাকে পরমাত্মা-প্রাপ্তি থেকেও বেশি সমাদর করা উচিত।। ৭৪৮।।

❊ ❊ ❊

সাধনায় বিশেষ শ্রদ্ধা থাকলে সাধনা বৃদ্ধি হয়। সাধনাকে যতটা শ্রদ্ধা জানানো উচিত ততটা না দিলে সাধনায় শিথিলতা দেখা দেয় এবং সফলতা আসে না।। ৭৪৯।।

❊ ❊ ❊

ভগবানের পথে নিয়ে যাওয়ার সব সাধনা হল 'স্বধর্ম' আর সংসারের দিকে নিয়ে যাওয়ার সব কর্ম হল 'পরধর্ম'।। ৭৫০।।

❊ ❊ ❊

যে অন্যকে দুঃখ দেয়, ভজনে তার মন লাগে না।। ৭৫১।।

❊ ❊ ❊

যে কোনও রকম পরিস্থিতিতেই সাধনা করা উচিত, পরিস্থিতির অনুকূলতা দেখলে সাধনা হবে না।। ৭৫২।।

❊ ❊ ❊

সকল সাধনার সার কথা— সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা আর ভগবানের সাথে নিজের সম্পর্কটিকে জাগ্রত করা।। ৭৫৩।।

❊ ❊ ❊

সংসারে নিবৃত্তি এবং ঈশ্বরে প্রেম হওয়ার জন্যই সকল সাধনা।। ৭৫৪।।

❊ ❊ ❊

যতই উচ্চাবস্থা লাভ হোক না কেন, নিজের সাধনায় কখনও সন্তোষ আসা উচিত নয়।। ৭৫৫।।

❊ ❊ ❊

যে কোন পরিস্থিতি সামনে আসুক না কেন তাতে প্রসন্ন থাকাই হল 'ভজন'।। ৭৫৬।।

❊ ❊ ❊

ভগবানের ভজন করার সময় সংসার মনে থাকবে না আর সংসারের

কাজ করার সময় ভগবানকে ভুলবে না।। ৭৫৭।।

❈ ❈ ❈

নিজের জন্য জপ-তপ-ধ্যান আদি করা আসুরী ভাব, অপরের জন্য জপ-তপ-ধ্যান আদি করা মনুষ্যত্ব।। ৭৫৮।।

❈ ❈ ❈

যেমন সেই ব্যবসা ভাল যাতে অর্থ বেশি রোজগার হয়, তেমনিই সেই সাধনা ভাল যাতে মন ভগবানে অধিক মগ্ন থাকে।। ৭৫৯।।

❈ ❈ ❈

যে সাধনা সহজ মনে হবে তা আরম্ভ করে দিলে যা কঠিন মনে হয় তা সহজ হয়ে যাবে এবং যা বোঝা যায় না তাও বুঝতে শুরু করবে।। ৭৬০।।

❈ ❈ ❈

করণের (শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির) সহায়তা যতই থাক না কেন, এগুলির উপর নির্ভর করবে না—এ হল করণ-নিরপেক্ষ সাধনা ।। ৭৬১।।

❈ ❈ ❈

যে বাল্যে ও যৌবনে সাধন ভজন করে না, সে প্রায়শ বার্ধক্যে সাধন-ভজন করতে পারে না ।। ৭৬২।।

❈ ❈ ❈

সাধনা নিত্যকর্মের মতো কোনও একটা নিশ্চিত সময়ে হয় না, বরং সারাক্ষণ হয়।। ৭৬৩।।

❈ ❈ ❈

আমি শরীর নই বরং শরীরী (শরীরধারী) - এটি ঠিকমতো বুঝলে সব সাধনা সহজ হয়ে যায়।। ৭৬৪।।

❈ ❈ ❈

আসল সাধনা সেটাই যা নিরন্তর (প্রতি মিনিটে, প্রতি ঘন্টায়) হয়, নিরন্তর সাধনা বিনা এ জন্মে সিদ্ধি সম্ভব নয়।। ৭৬৫।।

❈ ❈ ❈

যদি স্বতঃস্ফুর্তভাবে ভগবানকে মনে না পড়ে, তাঁকে স্মরণ করতে হয় — তবে বুঝতে হবে এখনও সাধনা শুরু হয়নি।। ৭৬৬।।

❊ ❊ ❊

সংসারে সম্পর্ক রেখে যতই সাধনা করা হোক না কেন, বর্তমানে সিদ্ধি হবে না।। ৭৬৭।।

❊ ❊ ❊

অনুরাগ হলে সাধনা স্বতঃ হয়। অনুরাগ না হলে সাধনা করতে হয়। যা স্বতঃ হয় তা আসল, যা করতে হয় তা নকল ।। ৭৬৮।।

❊ ❊ ❊

কাজ-কারবার করার সময় ভগবানের বিস্মরণ তখন ঘটে যখন সাধক কাজ-কারবারকে নিজের তথা নিজের জন্য মনে করে।। ৭৬৯।।

❊ ❊ ❊

প্রকৃতপক্ষে সাধনা ক্রিয়া নয়। অ-সাধনে ক্রিয়া ও পদার্থ মুখ্য, সাধনায় ভাব ও বিবেক মুখ্য।। ৭৭০।।

❊ ❊ ❊

সব সাধনাই কল্যাণকারী। কিন্তু যে সাধনায় আমার রুচি, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, যোগ্যতা আছে সেই সাধনা আমার জন্য শ্রেষ্ঠ।। ৭৭১।।

—০০০—

সুখভোগ ও সংগ্রহ

মানুষের সাংসারিক ভোগ ও সংগ্রহে আসক্তি বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে অধর্মও বেড়ে যায়। অধর্ম যত বাড়তে থাকে, সমাজে পাপাচারণ - কলহ - বিদ্রোহ আদি দোষও তত বাড়তে থাকে।। ৭৭২।।

❊ ❊ ❊

যে কোনও রকম ভোগেই লিপ্ত হও না কেন, শেষে সেই ভোগে অবশ্যই অরুচি হবে, তাই নিয়ম। কিন্তু মানুষ এই ভুল করে যে ঐ অরুচিকে প্রাধান্য দিয়ে তাকে স্থায়ী করে না।। ৭৭৩।।

❊ ❊ ❊

ভোগী ব্যক্তি দুঃখ থেকে পার পায় না। কারণ ভোগ জড়তার সঙ্গে সম্পর্কের জন্য হয় এবং জড়তার সঙ্গে সম্পর্কই জন্ম-মৃত্যুরূপ বিরাট দুঃখের কারণ।। ৭৭৪।।

❊ ❊ ❊

সাধারণ মানুষের যে ভোগে সুখ প্রতীত হয়, সেই ভোগকে বিবেকবান পুরুষ দুঃখস্বরূপ মনে করে, সেজন্য সে ঐ ভোগে রমণ করে না, তার অধীন হয় না।। ৭৭৫।।

❊ ❊ ❊

যতদিন সাংসারিক সুখভোগের প্রবৃত্তি না মেটে, এতদিন যতই পড়াশুনা করো, যতই চতুর ও সমঝদার হও, যতই যোগ্যতাসম্পন্ন হও, যত বড়ই বক্তা হও, যতই পুস্তক লেখ — কিছুতেই পরম শান্তি পাবে না।। ৭৭৬।।

❊ ❊ ❊

সাংসারিক পদার্থের সংযোগে প্রাপ্ত সুখ আমাদের নয় তথা আমাদের জন্যও নয় ; কেননা আমরা তো সদা স্থায়ী আর সুখ অস্থায়ী।। ৭৭৭।।

❊ ❊ ❊

মানুষের মধ্যে ভোগ ও সংগ্রহের প্রবৃত্তি বেশি হলে আকাল দেখা দেয়।। ৭৭৮।।

❊ ❊ ❊

আমাদের কাছে যে বস্তু, যোগ্যতা, সামর্থ্য আদি আছে — তা সমস্তই সমাজের, আমাদের নিজেদের নয়। আমরা ভুলবশত ঐ বস্তু আদিকে নিজেদের ভেবে সুখ ভোগে লিপ্ত হই। এইজন্য বাধ্য হয়ে আমাদের দুঃখ ভোগ করতে হয় ।। ৭৭৯।।

❊ ❊ ❊

যেখানে পার্থিব সুখ লাভের আভাস দেখা যায়, বুঝে নিও সেখানে বিপদ।। ৭৮০।।

❊ ❊ ❊

বস্তু-ব্যক্তি থেকে সুখের আশা মহান মূর্খতা।। ৭৮১।।

❊ ❊ ❊

সাংসারিক ভোগের সুখ তো শুরুতে মিষ্টি, কিন্তু পরিণামে বিষের মতো সম্পূর্ণরূপে অনর্থকারী।। ৭৮২।।

❁ ❁ ❁

মানুষ প্রাপ্ত বস্তুর দ্বারা ভোগ করতে পারে অথবা তার দ্বারা পরের সেবাও করতে পারে। ভোগ করলে পতন হয়, সেবা করলে উত্থান হয়।। ৭৮৩।।

❁ ❁ ❁

নিজের ইচ্ছায় সুখ যে ভোগ করে তাকে কিন্তু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুঃখও ভোগ করতে হয়।। ৭৮৪।।

❁ ❁ ❁

বস্তুসকল অপরের হিতে ব্যবহার করার অর্থ তার যথার্থ সদুপযোগ করা আর নিজের ভোগে ব্যবহার করার অর্থ তার দুরাপযোগ করা।। ৭৮৫।।

❁ ❁ ❁

যে সুখবুদ্ধি নিয়ে বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, অবস্থা আদি ভোগ করে, তার মধ্যে ভগবৎ প্রাপ্তির ব্যাকুলতা জাগ্রত হয় না।। ৭৮৬।।

❁ ❁ ❁

যতদিন মানুষ সংসারে সুখ ভোগ করে, ততদিন সে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পায় না, সে সাধু হোক বা গৃহস্থ হোক!।। ৭৮৭।।

❁ ❁ ❁

সাংসারিক সুখ লাভ হোক বা না হোক, সাংসারিক সুখে যার রুচি আছে তার পতন অনিবার্য।। ৭৮৮।।

❁ ❁ ❁

মানুষ যতই সুখ ভোগ করবে ততই সে সুখের দাস হয়ে যাবে। আর যত সুখের দাস হবে তত দুঃখ ভোগ করবে। সেজন্য সুখ-ভোগের ত্যাগ অত্যন্ত আবশ্যক।। ৭৮৯।।

❁ ❁ ❁

যার বুদ্ধিতে জড়তার (সাংসারিক ভোগ ও সংগ্রহ) প্রাধান্য, সে ব্যক্তি যত বড় পণ্ডিত হোক না কেন তার পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যার বুদ্ধিতে জড়তার প্রাধান্য নেই এবং ভগবৎ প্রাপ্তি যার উদ্দেশ্য সে ব্যক্তি পণ্ডিত না হলেও তার উত্থান অবশ্যম্ভাবী ।। ৭৯০।।

❁ ❁ ❁

সুখ-ভোগী ব্যক্তি কখনও স্বাধীন হতে পারে না।। ৭৯১।।

❁ ❁ ❁

আমাদের সুখের ভোগী নয়, সুখের দাতা হতে হবে।। ৭৯২।।

❁ ❁ ❁

যোগ হোক বা ভোগ হোক, যেখান থেকেই মানুষ সুখ নিতে চাইবে, সেখানেই সে ফেঁসে যাবে ।। ৭৯৩।।

—০০০—

সুখ ও দুঃখ

সাংসারিক বস্তুর জন্য যে দুঃখ ভগবান তার পরোয়া করেন না। ভগবানের জন্য যে (সত্যিকারের) দুঃখ, ভগবান তা সহ্য করতে পারেন না।। ৭৯৪।।

❁ ❁ ❁

ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে যে অনুকূল (সুখদায়ক) বা প্রতিকূল (দুঃখ- দায়ক) পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তা আমাদের কল্যাণের জন্যই হয়।। ৭৯৫।।

❁ ❁ ❁

সুখী বা দুঃখী হওয়া ভাগ্যের ফল নয়, বরং মূর্খতার ফল। এই মূর্খতা সৎসঙ্গে দূর হয়।। ৭৯৬।।

❁ ❁ ❁

সাধকের সবসময় লোভী ব্যক্তির মতো অন্যের সুখের জন্য লালায়িত থাকতে হবে। এটি হলে সাধক সুখ-দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে।। ৭৯৭।।

❁ ❁ ❁

নিজের সুখের জন্য উদ্যোগী হওয়ার অর্থ দুঃখকে নিমন্ত্রণ করা আর অন্যের সুখের জন্য উদ্যোগী হওয়া হল আনন্দকে নিমন্ত্রণ করা।। ৭৯৮।।

❉ ❉ ❉

সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক পরিস্থিতির মূলে আছে কর্মের ফল। কিন্তু তার জন্য সুখী বা দুঃখী হওয়া হল নিজের অজ্ঞতা বা মূর্খতার ফল। কর্মফল মেটানো নিজের হাতে নয় কিন্তু মূর্খতা দূর করাতে নিজে পুরোপুরি সক্ষম ।। ৭৯৯।।

❉ ❉ ❉

যে দুঃখদায়ক পরিস্থিতিতে অন্যের সেবা করে তথা দুঃখদায়ক পরিস্থিতিতে দুঃখী হয় না অর্থাৎ সুখের ইচ্ছা করে না, সে সংসার বন্ধন থেকে সহজে মুক্ত হয়ে যায় ।। ৮০০।।

❉ ❉ ❉

প্রকৃতিজাত সুখের আসক্তি থাকলে সুখ-দুঃখের যে পরম্পরা তার কোনও অন্ত হয় না।। ৮০১।।

❉ ❉ ❉

বাস্তবে অনুকূলতায় সুখী হওয়াই প্রতিকূলতায় দুঃখী হওয়ার কারণ, কেননা পরিস্থিতির সুখ ভোগকারী কখনও দুঃখ থেকে রেহাই পায় না।। ৮০২।।

❉ ❉ ❉

সুখের ইচ্ছা ত্যাগ করানোর জন্যই দুঃখ আসে।। ৮০৩।।

❉ ❉ ❉

যে অন্যের থেকে (নিজের জন্য) সুখ চায়, তাকে ভয়ঙ্করভাবে দুঃখ ভোগ করতে হয়।। ৮০৪।।

❉ ❉ ❉

আমাদের দুঃখের কারণ আমরা নিজে, অন্য কেউ নয়। যতদিন আমরা অন্যকে দুঃখের কারণ বলে মনে করব ততদিন আমাদের দুঃখের শেষ হবে না ।। ৮০৫।।

❉ ❉ ❉

নিজের সুখে যে সুখী তাকে দুঃখ ভোগ করতেই হয়। অন্যের সুখে যে সুখী তার দুঃখ চিরকালের জন্য দূর হয়ে যায়।। ৮০৬।।

❀ ❀ ❀

শরীরকে 'আমি' বা 'আমার', মনে করাই সমস্ত দুঃখের কারণ।। ৮০৭।।

❀ ❀ ❀

যতদিন সংসারের সুখ নিতে থাকবে, ততদিন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থেকে রেহাই নেই।। ৮০৮।।

❀ ❀ ❀

বস্তুর অভাববশত দুঃখ হয় না, বরং বস্তু লাভ হোক এই ইচ্ছার জন্য দুঃখ হয়। ৮০৯।।

❀ ❀ ❀

বস্তুর দ্বারা দুঃখের নাশ হয় না কারণ দুঃখ সৃষ্টি হয় বিচার-শক্তির অভাবে, বস্তুর অভাবে নয়। এজন্য বিচারের দ্বারা দুঃখের অন্ত হয়।। ৮১০।।

❀ ❀ ❀

সুখ আছে নির্বিকল্পতায়, ভোগে নয় ।। ৮১১।।

❀ ❀ ❀

সংসারে যেখানে সুখের দেখা মেলে, বিবেক-বিচার সহকারে দেখলে সেখানে দুঃখের দেখা মিলবে। কেননা সংসার দুঃখস্বরূপ **'দুঃখালয়ম্'** (গীতা ৮/১৫) ।। ৮১২।।

❀ ❀ ❀

শুনতে চাই, তাই না শোনার দুঃখ। দেখতে চাই, তাই না দেখার জন্য দুঃখ। বল চাই, তাই নির্বলতার জন্য দুঃখ। যৌবন চাই, তাই বৃদ্ধাবস্থার জন্য দুঃখ। তাৎপর্য এই যে বস্তুর অভাবে দুঃখ হয় না। বরং তা চাইলে এবং তা না পাওয়ার অভাব অনুভূত হলে দুঃখ হয় ।। ৮১৩।।

❀ ❀ ❀

সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে দুঃখের শেষ হয় না। অথচ ভগবানের

সঙ্গে সম্পর্ক পাতালে সুখের (আনন্দের) শেষ থাকে না।। ৮১৪।।

❉ ❉ ❉

সুখ পেতে হলে অন্যকে সুখ দাও। যেমন বীজ বপন করবে তেমন ফসল পাবে।। ৮১৫।।

❉ ❉ ❉

যেখানে পার্থিব সুখ, বুঝে নিও সেখানে বিপদ ।। ৮১৬।।

❉ ❉ ❉

সব কিছুই পরমাত্মা —"**বাসুদেবঃ সর্বম্**", কিন্তু তা ভোগ্য নয়। যে তাকে ভোগ্য ভেবে সুখ চায়, সে দুঃখ পায় ।। ৮১৭।।

❉ ❉ ❉

গৃহস্থালীতে যদি সকলের এই ভাব থাকে যে কি করে আমি সুখী হব, তাহলে সকলে দুঃখী হবে। আর যদি এ ভাব থাকে যে অন্যে কি করে সুখ পাবে, তাহলে সকলে সুখী হবে।। ৮১৮।।

❉ ❉ ❉

যদি দুঃখ না চাও তাহলে সাংসারিক সুখ চেয়ো না।। ৮১৯।।

❉ ❉ ❉

অন্যে সুখী হোক — এ ভাব থাকলে সকলে সুখী হবে এবং নিজেও সুখী হবে। আমি সুখী হই — এ ভাব থাকলে সকলে দুঃখী হবে এবং নিজেও দুঃখী হবে।। ৮২০।।

❉ ❉ ❉

সাংসারিক সুখ কেন টেঁকসই হয় না ? কারণ তা আমাদের বা আমাদের জন্য নয় ।। ৮২১।।

❉ ❉ ❉

সুখ ভাল লাগে, কিন্তু তার পরিণাম ভাল হয় না। দুঃখ খারাপ লাগে, কিন্তু তার পরিণাম ভাল হয়।। ৮২২।।

❉ ❉ ❉

দুঃখদায়ক পরিস্থিতি ভগবানের বিধানে আমাদের কল্যাণের জন্য আসে। অতএব তা মেটানোর চেষ্টা না করে শান্তিপূর্বক সহ্য করা উচিত।। ৮২৩।।

* * *

যে অন্যের ক্ষতি করে, বাস্তবে সে নিজেরই ভীষণ ক্ষতি করে। আর যে অন্যকে সুখী করে, বাস্তবে সে নিজেকেই সুখী করে ।। ৮২৪।।

* * *

দুঃখ এলে প্রসন্ন থাকা অনেক উচ্চস্তরের সাধনা।। ৮২৫।।

* * *

পরিস্থিতি থেকে রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন নয়। কিন্তু সেটির উপভোগ না করতে, অর্থাৎ তাতে সুখী বা দুঃখী না হওয়াতে মানুষ সর্বতোভাবে স্বাধীন, সমর্থ ও শক্তিধর ।। ৮২৬।।

* * *

যতদিন অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার প্রভাব পড়ে, ততদিন কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি কোনও যোগ সিদ্ধ হয় না।। ৮২৭।।

* * *

সংসার কখনও কাউকে দুঃখ দেয় না, এর সঙ্গে পাতানো সম্পর্কগুলো দুঃখ দেয় ।। ৮২৮।।

* * *

সাংসারিক সুখ দিয়ে সাংসারিক দুঃখের লাঘব হয় না — এই হল নিয়ম।। ৮২৯।।

* * *

সাংসারিক প্রাপ্তিতে তৃষ্ণা বাড়ে ও দুঃখ হয়। কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তিতে প্রেম বাড়ে ও আনন্দ হয়।। ৮৩০।।

* * *

দুঃখভোগকারী হয়তো সুখী হতে পারে। কিন্তু দুঃখদানকারী কখনও সুখী হতে পারে না।। ৮৩১।।

* * *

যে সুখের আশায় কারও সঙ্গে সম্পর্ক পাতায় না, সে যখন বেঁচে থাকে তখন আনন্দে থাকে এবং যখন মারা যায় তখনও আনন্দের সঙ্গেই মারা যায়। কিন্তু পাওয়ার আশায় যে সম্পর্ক গড়ে তোলে সে বেঁচে থেকেও দুঃখ পায়, মরেও দুঃখ পায়।। ৮৩২।।

❈ ❈ ❈

যেমন জলের পিপাসা মানুষকে দুঃখ দেয়, জল দুঃখ দেয় না, তেমনি সংসারের সুখাসক্তি দুঃখ দেয়, সংসার দুঃখ দেয় না।। ৮৩৩।।

—০০০—

সেবা (পরার্থ)

অন্যের অহিত করলে নিজের অহিত আর অন্যের হিত করলে নিজের হিত — এই হল নিয়ম।। ৮৩৪।।

❈ ❈ ❈

সংসারের সম্পর্ক 'ঋণানুবন্ধ'। এই 'ঋণানুবন্ধ' থেকে মুক্তির উপায় হল — সকলের সেবা করা আর কারও থেকে কিছু না চাওয়া ।। ৮৩৫।।

❈ ❈ ❈

সাধক পরমাত্মাকে সগুণ বা নির্গুণ যে রূপেই পেতে চান তাঁর সমস্ত প্রাণীর হিতে রত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক ।। ৮৩৬।।

❈ ❈ ❈

সাধককে সংসারের সেবার জন্যই সংসারে থাকতে হবে, নিজের সুখের জন্য নয়।। ৮৩৭।।

❈ ❈ ❈

শুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবানের সেবায় রত থাকা সাধকের দ্বারা প্রাণীমাত্রেরই সেবা হয়, কেননা সব কিছুর মূলে রয়েছেন ভগবান।। ৮৩৮।।

❈ ❈ ❈

সাধক তাঁর নিজের বিশাল দুঃখগুলো সহ্য করবেন, কিন্তু অন্যের এতটুকু দুঃখও সহ্য করবেন না।। ৮৩৯।।

❈ ❈ ❈

অন্যকে সুখদানের ইচ্ছার দ্বারা নিজের সুখেচ্ছা মিটে যায় ।।৮৪০।।

❊ ❊ ❊

কেউ যেন কণামাত্র দুঃখ না পায় — এই ভাব হল মহান ভজন ।।৮৪১।।

❊ ❊ ❊

যেমন মানুষ অফিসে গেলে সেখানে শুধু অফিসের কাজ করে, তেমনি এ সংসারে এসে কেবল সংসারের জন্য কাজ করা উচিত, নিজের জন্য নয়। তাহলে সহজে সংসার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ আর নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মার অনুভব হবে ।।৮৪২।।

❊ ❊ ❊

সময়, ক্ষণ, সামগ্রী, সামর্থ্য— এই চারটিকে নিজের বলে মনে করার অর্থ এদের অসদুপযোগ, কিন্তু পরের হিতে লাগানো হল এদের সদুপযোগ।।৮৪৩।।

❊ ❊ ❊

সংসর্গজনিত সুখ লাভে যে প্রসন্নতা আসে, সেই প্রসন্নতা যদি পরকে সুখদানে হয় তবে কল্যাণ হবে, এতে সন্দেহ নেই।।৮৪৪।।

❊ ❊ ❊

যে সব সুখ-সুবিধা পেয়েছি তা আমরা সংসারের সেবা করার জন্যই পেয়েছি।।৮৪৫।।

❊ ❊ ❊

মনুষ্য শরীর নিজের সুখ ভোগের জন্য নয়, সেবা করার জন্য, অন্যকে সুখ দেবার জন্য ।।৮৪৬।।

❊ ❊ ❊

মানুষকে ভগবান এতবড় অধিকার দিয়েছেন যে সে জীবজন্তু, মানুষ মুনি-ঋষি, সাধু-মহাত্মা, দেব-দেবী, পিতৃলোক, ভূত-প্রেত — সকলের সেবা করতে পারে। অন্য কি কথা—সাক্ষাৎ ভগবানেরও সেবা করতে পারে।।৮৪৭।।

❊ ❊ ❊

সংসারের সেবা না করলে কর্মের প্রতি যে আসক্তি তা নিবৃত্ত হয় না।। ৮৪৮।।

❈ ❈ ❈

যেমন কোম্পানির কাজ ভালমতো করলে মালিক প্রসন্ন হয়, তেমনি সংসারের সেবা ভালমতো করলে ভগবান প্রসন্ন হন।। ৮৪৯।।

❈ ❈ ❈

যেমন মায়ের দুধ তার নিজের জন্য নয় — সন্তানের জন্য, তেমনি মানুষের কাছে যে সব সামগ্রী আছে তা তার জন্য নয় — অন্যের জন্য ।। ৮৫০।।

❈ ❈ ❈

যেমন ভোগী পুরুষের ভোগে, মোহগ্রস্ত পুরুষের আত্মীয়-স্বজনে, লোভী পুরুষের ধনে রতি থাকে, তেমনি শ্রেষ্ঠ পুরুষের প্রাণীমাত্রের হিতে রতি থাকে।। ৮৫১।।

❈ ❈ ❈

ব্যক্তির সেবা করতে হবে আর বস্তুর সদুপযোগ করতে হবে।। ৮৫২।।

❈ ❈ ❈

কেবল পরার্থে কর্ম করলে কর্মের প্রবাহ সংসারের দিকে হয়ে যায় এবং সাধক কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।। ৮৫৩।।

❈ ❈ ❈

যে সর্বত্র পরিপূর্ণ পরমাত্ম তত্ত্বের সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করতে চায় তার প্রাণীমাত্রে হিতে প্রীতি হওয়া আবশ্যক।। ৮৫৪।।

❈ ❈ ❈

স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এই তিন শরীরের দ্বারা কৃত তীর্থ, ব্রত, দান তপ, চিন্তন, ধ্যান, সমাধি আদি সমস্ত শুভ কর্ম সকামভাবে অর্থাৎ নিজের জন্য করলে 'পরধর্ম' হয়ে যায় আর নিষ্কামভাবে অর্থাৎ অন্যের জন্য করলে তা 'স্বধর্ম' হয়ে যায়।। ৮৫৫।।

❈ ❈ ❈

বস্তুর প্রধান উপযোগিতা হল তাকে অন্যের হিতে নিয়োজিত করা।। ৮৫৬।।

❉ ❉ ❉

শ্রেষ্ঠ পুরুষ সে, যে পরহিতে ব্যাপৃত থাকে।। ৮৫৭।।

❉ ❉ ❉

নিজের জীবন নিজের জন্য নয়, পরের হিতের জন্য।। ৮৫৮।।

❉ ❉ ❉

পরের দুঃখে দুঃখী হওয়া হল সেবার মূল।। ৮৫৯।।

❉ ❉ ❉

ভাল করলে সমাজের সেবা হয়। মন্দ-রহিত হলে বিশ্বের সেবা হয়। কামনা-রহিত হলে নিজের সেবা হয়। ভগবানে প্রেম (আপনত্ব) হলে ভগবানের সেবা করা হয়।। ৮৬০।।

❉ ❉ ❉

যে আন্তরিকভাবে ভগবদমুখী হয় তার দ্বারা স্বাভাবিক ভাবেই অন্যের হিত হয়।। ৮৬১।।

❉ ❉ ❉

সংসার থেকে প্রাপ্ত বস্তু কেবল সংসারের সেবা করার জন্য, আর কোনও কাজের জন্য নয়।। ৮৬২।।

❉ ❉ ❉

কোনও বস্তু পছন্দ হলে তা ভোগের জন্য নয়, সেবা করার জন্য।। ৮৬৩।।

❉ ❉ ❉

মানুষের সেই কাজ করা উচিত —যাতে তার মঙ্গল হয়, জগতের মঙ্গল হয়, বর্তমানে মঙ্গল হয়, পরিণামেও মঙ্গল হয়।। ৮৬৪।।

❉ ❉ ❉

শরীরের সেবা করলে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ হবে আর (ভগবানের জন্য) সংসারের সেবা করলে ভগবানের সাথে সম্বন্ধ হবে।। ৮৬৫।।

❉ ❉ ❉

যার হৃদয়ে সকলের জন্য হিতাকাঙ্খা থাকে, সে ভগবানের হৃদয়ে স্থান পায়।। ৮৬৬।।

❈ ❈ ❈

পরমার্থে দূরত্ব হয়নি বরং ব্যবহার ভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব ব্যবহার সঠিক করতে হবে। ব্যবহার সঠিক হয় —স্বার্থ ও অভিমান ত্যাগ করে অন্যের সেবা করলে।। ৮৬৭।।

❈ ❈ ❈

যার মধ্যে অন্যের প্রতি হিতের ভাব থাকে, সে যেখানেই থাকে—সেখান থেকেই ভগবান লাভ করে।। ৮৬৮।।

❈ ❈ ❈

ভগবানের সম্মুখীন হতে হলে সংসারের প্রতি বিমুখ হতে হবে আর সংসার থেকে বিমুখ হতে হলে নিষ্কামভাবে অন্যের সেবা করতে হবে।। ৮৬৯।।

❈ ❈ ❈

সেবা করতে গিয়ে বস্তুর কামনা করা ভুল। যে বস্তু পাওয়া গেছে কেবল তা দিয়েই সেবা করার অধিকার আছে।। ৮৭০।।

❈ ❈ ❈

সংসারে অন্যের জন্য যা করবে, পরিণামে সেটাই নিজের জন্য হবে। অতএব অন্যের জন্য ভালটাই করো।। ৮৭১।।

❈ ❈ ❈

যে নিজের স্বার্থ-অভিমান ত্যাগ করে কেবল অন্যের হিতসাধনে রত থাকে, তার বেঁচে থাকাই বাস্তবে বেঁচে থাকা।। ৮৭২।।

❈ ❈ ❈

যে সেবা নিতে চায় তার জন্য বর্তমানকালটি খুবই খারাপ। কিন্তু যে সেবা করতে চায় তার জন্য বর্তমানকালটি খুবই দামী।। ৮৭৩।।

❈ ❈ ❈

আমার কোনও কাজের দ্বারা কেউ যেন বিন্দুমাত্র দুঃখ না পায়—এই ভাব হল সেবা।। ৮৭৪।।

❈ ❈ ❈

নিঃস্বার্থভাবে অন্যের সেবা করলে ব্যবহার মাধুর্যময় হয় এবং মমতা সরে যায়।। ৮৭৫।।

❈ ❈ ❈

পরিবারের সেবা করলে মোহ হয় না, মোহ জন্মায় কিছু নেওয়ার ইচ্ছা থাকলে।। ৮৭৬।।

❈ ❈ ❈

ভগবান লাভ করে মানুষ সংসারের যতটা উপকার করতে পারে, ততটা দান-পুণ্যের দ্বারা করতে পারে না।। ৮৭৭।।

❈ ❈ ❈

আমার প্রতি যার বিদ্বেষ আছে, তার সেবা করলে অধিক লাভ হয়, কেননা সেখানে সেবার সুখভোগ থাকে না।। ৮৭৮।।

❈ ❈ ❈

কখনও সেবার সুযোগ এলে আনন্দিত হওয়া উচিত, কেননা ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে।। ৮৭৯।।

❈ ❈ ❈

সমস্ত প্রাণীর মঙ্গল হতে নিজের মঙ্গলকে আলাদা মনে করলে 'অহং' বজায় থাকে যা সাধকের পক্ষে পরবর্তীকালে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অতএব সাধকের প্রত্যেক ক্রিয়া হবে সংসারের হিতের জন্য।। ৮৮০।।

—০০০—

স্বভাব

স্বার্থ ও অহঙ্কার —এই দুটির দ্বারা স্বভাব বিগড়ে যায়। সেজন্য সাধকের সর্বতোভাবে স্বার্থ ও অহঙ্কার ত্যাগ করা উচিত।। ৮৮১।।

❈ ❈ ❈

সাধন ভজন করা সত্ত্বেও বর্তমানে প্রত্যক্ষ লাভ না দেখা দেওয়ার কারণ স্বভাব শুদ্ধ না হওয়া। সেজন্য প্রত্যেক সাধককে নিজের স্বভাব শোধরাতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।। ৮৮২।।

* * *

নিজের স্বভাবকে শুদ্ধ করে তোলার সমান কোনও উন্নতি নেই।। ৮৮৩।।

* * *

যার স্বভাব শোধরাবে, তার কাছে জগৎ শুধরে যাবে।। ৮৮৪।।

* * *

অন্যকে দুঃখ দেওয়া যার স্বভাব, সে অন্যকে দুঃখ দেবে আর নিজেও দুঃখ পাবে। কিন্তু অন্যকে সুখ দেওয়া যার স্বভাব, সে অন্যকে সুখ দেবে, নিজেও সুখী হবে।। ৮৮৫।।

* * *

মানুষ নিজেই নিজের স্বভাব শোধরাতে পারে। অপরে কেবল তার উপায় বলে দিতে পারে, সহায়তা করতে পারে।। ৮৮৬।।

* * *

আমাদের স্বভাব সেদিন শুধরে যাবে যেদিন আমরা নিজেদের প্রতি ন্যায় করব অর্থাৎ নিজেদের শাসন করব, অন্যকে ক্ষমা করব।। ৮৮৭।।

* * *

সৎসঙ্গ-সৎগ্রন্থ-সদ্বিচার —এই তিনটির দ্বারা স্বভাব শুধরে যায়।। ৮৮৮।।

* * *

যার স্বভাব শুদ্ধ হয়ে যায়, তার অধোগতি হতে পারে না।। ৮৮৯।।

* * *

'পরে করব' —এই মনোবৃত্তি ভয়ানক পতনের পথে নিয়ে যায়। এই ধরনের স্বভাব যার তার কল্যাণ হওয়া কঠিন।। ৮৯০।।

—০০০—

স্বরূপ

সাধকের উচিত পরিবর্তনশীল অবস্থাকে না দেখা, বরং যার কখনও পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ স্বরূপকে (স্বয়ং-কে) দেখা।। ৮৯১।।

❁ ❁ ❁

স্বরূপ হলো নিষ্কাম। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের জন্য সকামভাব আসে।। ৮৯২।।

❁ ❁ ❁

শরীরাদি সব পদার্থ বদলে যাচ্ছে —এটি যে অনুভব করে সে স্বয়ং কখনও বদলায় না। সেজন্য স্বয়ং-এর বদলানোর অনুভব কখনও কারও হয় না।। ৮৯৩।।

❁ ❁ ❁

জীব স্বরূপত অকর্তা অর্থাৎ সুখ-দুঃখ রহিত। কেবল নিজের ভ্রান্তিবশত কর্তা হয়ে রয়েছে এবং কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সুখী বা দুঃখী হয়।। ৮৯৪।।

❁ ❁ ❁

ক্রিয়া বা পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই আপন স্বরূপের স্পষ্ট অনুভব হয় না।। ৮৯৫।।

❁ ❁ ❁

আমাদের শরীর সংসারের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু আমরা স্বয়ং পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত রয়েছি।। ৮৯৬।।

❁ ❁ ❁

আমাদের স্বরূপ হলো সত্তা, 'অহং' নয়। অতএব 'অহং' ছেড়ে আপন স্বতঃসিদ্ধ স্থিতির অনুভব করো।। ৮৯৭।।

❁ ❁ ❁

আমাদের স্বরূপ হল নিজের, পরের নয়। যদি তাকে জানা কঠিন হয়, তাহলে সহজ কাজ কোনটি?।। ৮৯৮।।

❁ ❁ ❁

আমাদের অস্তিত্ব বস্তু, ব্যক্তি বা ক্রিয়ার অধীন নয়।। ৮৯৯।।

❋ ❋ ❋

আমাদের স্বরূপ সত্তামাত্র। সেই সত্তায় কোনও কিছু মেশানো হল অজ্ঞানতা ও বন্ধন।। ৯০০।।

❋ ❋ ❋

আমাদের সত্তা (স্বরূপ) শরীরের অধীন নয়। বরং শরীরের সত্তা আমাদের অধীন অর্থাৎ আমরা শরীর বিনা থাকতে পারি। কিন্তু শরীর আমাদের ছাড়া থাকতে পারে না।। ৯০১।।

—০০০—

বিকীর্ণ

সাধকের মধ্যে সবসময় এই ভাব থাকবে যে আমি এখানকার অধিবাসী নই, (ভগবানের অংশ হওয়ার জন্য) ভগবদ্ ধামের নিবাসী।। ৯০২।।

❋ ❋ ❋

নিজের রোজগারে অন্যের অধিকার থেকে এক কণাও যেন না আসে— সেদিকে ভীষণভাবে সাবধান থাকতে হবে।। ৯০৩।।

❋ ❋ ❋

যখন চেতন জড়ের সঙ্গে 'তাদাত্ম্য' করে নেয় তখন পরিচ্ছিন্নতা অর্থাৎ 'অহং' উৎপন্ন হয়। 'অহং' থেকে মমতা উৎপন্ন হয় যা থেকে বিকার জন্ম নেয়। 'মমতা' থেকে কামনা উৎপন্ন হয় যা থেকে অশান্তি হয়।। ৯০৪।।

❋ ❋ ❋

সাধক মনে করবেন যে তিনি যা কিছু করছেন তা ভগবানের পূজা। আর যা কিছু হচ্ছে তা ভগবানের লীলা।। ৯০৫।।

❋ ❋ ❋

বর্তমানে মানুষ পশুরও অধম হয়ে যাচ্ছে, কারণ পশু তো কেবল নিজের শরীর নির্বাহের বস্তুটি নেয়, অন্যের অধিকার ছিনিয়ে নেয় না। কিন্তু মানুষ অন্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে সংগ্রহ করে।। ৯০৬।।

❋ ❋ ❋

শারীরিক আবশ্যকতার পূর্তির ব্যবস্থা তো পরমাত্মার তরফ থেকে হয়। কিন্তু তৃষ্ণার পূর্তির জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই।। ৯০৭।।

❁ ❁ ❁

সাধক যখন নিজের দোষকে দোষরূপে দেখে নিজের দুঃখে দুঃখী হন, যখন দোষ অসহ্য লাগে, তখন আর দোষ টিকে থাকতে পারে না। ভগবানের কৃপা ঐ সব দোষের শীঘ্রই নাশ করে।। ৯০৮।।

❁ ❁ ❁

নেত্র অপেক্ষা মনের স্মরণ ক্ষমতা বেশি, মনের থেকে বেশি স্মরণ ক্ষমতা বুদ্ধির, আর বুদ্ধির থেকে বেশি স্মরণ ক্ষমতা স্বয়ং-এর। স্বয়ং যে কথাটা ধরে নেয়, সে কথাটা চিরকাল স্মরণে রাখে।। ৯০৯।।

❁ ❁ ❁

নিজ নিজ স্থান অথবা ক্ষেত্রে যে মানুষকে প্রধান বলা হয় সেই অধ্যাপক, আচার্য, নেতা, শাসক, মহন্ত, কথক, পূজারী প্রভৃতি প্রত্যেকের নিজের আচরণে বিশেষভাবে সাবধান থাকা একান্ত প্রয়োজন, যাতে অন্যের উপর তাঁদের সুপ্রভাব পড়ে।। ৯১০।।

❁ ❁ ❁

যদি করতে চাও তবে সেবা করো। যদি জানতে চাও তবে নিজেকে জানো, যদি মানতে চাও তবে প্রভুকে মানো —এ তিনের পরিণাম এক।। ৯১১।।

❁ ❁ ❁

যেমন কলম ভাল হলে লেখার অক্ষর ভাল হতে পারে, কিন্তু সেজন্য লেখক ভালো হয়ে যায় না, তেমনি অন্তর শুদ্ধ হলে ক্রিয়া শুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু কর্তা শুদ্ধ হয়ে যায় না।। ৯১২।।

❁ ❁ ❁

মানুষ আমাকে যত ভালো বলে মনে করে, তত ভালো আমি নই আবার মানুষ আমায় যত খারাপ মনে করে, তার থেকে আমি বেশি খারাপ —এই বাস্তবিক কথাটা বুঝে 'মানুষ আমাকে' ভাল বলবে এই ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত এবং নিজের দৃষ্টিতে ভাল থেকে আরও ভাল

হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।। ৯১৩।।

❁ ❁ ❁

সংসর্গ-জনিত সুখের লালসা যতটা ক্ষতিকর, সুখ ততটা ক্ষতিকর নয়। শরীর বজায় থাকুক, এভাব যত ক্ষতিকর শরীর ততটা ক্ষতিকর নয়। আত্মীয় স্বজনের প্রতি মোহ যতটা ক্ষতিকর আত্মীয় স্বজন ততটা ক্ষতিকর নয়। অর্থের লোভ যতটা ক্ষতিকর, অর্থ ততটা ক্ষতিকর নয়।। ৯১৪।।

❁ ❁ ❁

যা দৃষ্ট হয়, সেই সংসারকে আপন বলে মনে না করে তার সেবা করতে হবে। আর যাকে দেখা যায় না সেই ভগবানকে আপন মনে করতে হবে তথা তাঁকে স্মরণ করতে হবে।। ৯১৫।।

❁ ❁ ❁

যে সংসার প্রাপ্ত হয়েছে তার অপপ্রয়োগ করবে না, জানা তত্ত্বের অনাদর করবে না, মেনে নেওয়া পরমাত্মায় সন্দেহ করবে না।। ৯১৬।।

❁ ❁ ❁

আমাদের হৃদয়ে জড়তার (শরীর-সংসার) জন্য যতটা আদর পরমাত্মার জন্য ততটাই অনাদর। সেই অনাদরই আমাদের পতনের কারণ, আমাদের অধোগতির কারণ।। ৯১৭।।

❁ ❁ ❁

বিনাশী পদার্থে গুরুত্ব দান মানুষকে পদদলিত করে, কিন্তু পরমাত্মায় গুরুত্বদান তাকে উর্ধ্বে তুলে দেয়।। ৯১৮।।

❁ ❁ ❁

যে যেই বস্তু, ব্যক্তি আদির অপপ্রয়োগ করে, তাকে সেইটি থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ ভোগ করতেই হয়।। ৯১৯।।

❁ ❁ ❁

যা নিজের তা সদাই নিজের আর যা নিজের নয় তা কখনও নিজের হয় না।। ৯২০।।

❁ ❁ ❁

যা সকলের তা আমারও। যা কখনও কারও নয়, তা আমারও নয়।। ৯২১।।

❉ ❉ ❉

সাধকের যে সব বস্তু ব্যক্তি আদিতে আকর্ষণ হবে, সে সবের মধ্যেই তিনি ভগবানের চিন্তন করবেন।। ৯২২।।

❉ ❉ ❉

সবকিছুতে সমানভাবে পরমাত্মাকে দেখা হল সমদৃষ্টি আর প্রকৃতি তথা তার কার্যকে (শরীর-সংসার) দেখা বিষম দৃষ্টি।। ৯২৩।।

❉ ❉ ❉

মানুষের নিজের কোনও সংকল্প রাখা উচিত নয়। বরং সে ভগবানের সংকল্পে নিজের সংকল্প মিলিয়ে দেবে অর্থাৎ ভগবানের বিধানে অত্যন্ত প্রসন্ন থাকবে।। ৯২৪।।

❉ ❉ ❉

সবসময় সাবধান থাকতে হবে যে আমার দ্বারা কারও কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো, কারও ক্ষতি হচ্ছে না তো?।। ৯২৫।।

❉ ❉ ❉

এটা নিয়ম করে নাও যে কেউ আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ না করলেও আমি অসন্তুষ্ট হব না।। ৯২৬।।

❉ ❉ ❉

সংসারের মালিক পরমাত্মা আর শরীরের মালিক আমি —এটা মনে করা ভুল। যিনি সংসারের মালিক তিনি শরীরেরও মালিক।। ৯২৭।।

❉ ❉ ❉

যেমন শিশু সর্বাবস্থায় মাকে ডাকে, তেমনি সর্বাবস্থায় ভগবানকে ডাকো।। ৯২৮।।

❉ ❉ ❉

ন্যায় পূর্বক কাজ যে করে তার চিত্তে শান্তি ও অন্যায় পূর্বক কাজ যে করে তার চিত্তে অশান্তি থাকে।। ৯২৯।।

❉ ❉ ❉

যাতে নিজের ও পরের বর্তমানে ও পরিণামে অহিত হয় তা সমস্তই হল অসৎ কর্ম।। ৯৩০।।

❈ ❈ ❈

সংসারে যে বস্তু তোমার অধিকারভুক্ত এবং যা প্রাপ্ত রয়েছে, তাও সদা তোমার সাথে থাকবে না; তাহলে যে বস্তুতে অধিকার নেই, যা অপ্রাপ্ত —তার আশা করে কি লাভ।। ৯৩১।।

❈ ❈ ❈

যদি জানতেই হয় তো অবিনাশীকে জানো, বিনাশীকে জেনে কি লাভ?।। ৯৩২।।

❈ ❈ ❈

ভেবে দেখো —যাতে আমাদের হিত হয় আর যা আমরা করতে পারি, তা কি আমরা করি?।। ৯৩৩।।

❈ ❈ ❈

যা যাবার তা যাবেই, যা থাকার তা থাকবেই —এটি বুঝে নেওয়াই যথার্থ উপলব্ধি।। ৯৩৪।।

❈ ❈ ❈

যা পুনরায় শোধরাতে পারব না, সেই রকম উল্টো কাজ কখনও করা উচিত নয়।। ৯৩৫।।

❈ ❈ ❈

প্রত্যেক পরিস্থিতি ভগবানের লীলা, তা দেখে দেখে মত্ত হয়ে যাও।। ৯৩৬।।

❈ ❈ ❈

দ্বৈত ও অদ্বৈত কেবল মান্যতা, তত্ত্বে না দ্বৈত, না অদ্বৈত।। ৯৩৭।।

❈ ❈ ❈

যদি আমি কোনও অপরাধ না করি, আমার কার্য ঠিক থাকে তাহলে ভয় থাকা উচিত নয়। যদি ভয় হয় তাহলে কিছু না কিছু, কোথাও না

কোথাও আমার ভুল আছে অথবা নিজের নির্দোষিতার উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস নেই।। ৯৩৮।।

❁ ❁ ❁

প্রত্যেক কাজের শুরুতে এই বিচার করতে হবে যে এই কাজ আমি কেন করছি?।। ৯৩৯।।

❁ ❁ ❁

ঠিক-বেঠিক কর্মফল আমাদের দৃষ্টিতে। ভগবানের দৃষ্টিতে সব ঠিকঠাক হয়, বেঠিক হয় না।। ৯৪০।।

❁ ❁ ❁

অন্যে যদি আমার মধ্যে গুণ দেখে তাহলে সেটা তার সজ্জনতা ও উদারতা, কিন্তু সেই গুণকে নিজের মনে করলে সেটা তার সজ্জনতা ও উদারতার অপপ্রয়োগ।। ৯৪১।।

❁ ❁ ❁

বিদ্যা প্রাপ্ত করার শ্রেষ্ঠ উপায় গুরু আজ্ঞা পালন করা, তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা। তাঁর প্রসন্নতায় যে বিদ্যালাভ হয় তা নিজ উদ্যোগে হয় না।। ৯৪২।।

❁ ❁ ❁

ভগবানকে ডাকলে যে কাজ হয় তা বিবেক-বিচারের দ্বারা হয় না।। ৯৪৩।।

❁ ❁ ❁

ভগবানের সাথে মিলিত না হওয়ার দুঃখ সংসারের হাজারও সুখের চেয়ে অনেক দামি।। ৯৪৪।।

❁ ❁ ❁

যেমন বৈদ্য যে ঔষধ দেয় তাতে আমাদের হিত হয়, তেমনি ভগবান যে বিধান দেন, তাতে আমাদের পরম হিত হয়।। ৯৪৫।।

❁ ❁ ❁

যেমন গাভীর শরীরে থাকা ঘি তার কাজে লাগে না, তেমনি অধিক আহরিত জ্ঞানেও কাজ হয় না।। ৯৪৬।।

❁ ❁ ❁

'আমি জ্ঞানী' 'আমি অজ্ঞানী'— এই দুই ধারণা অজ্ঞানীদেরই হয়ে থাকে।। ৯৪৭।।

❁ ❁ ❁

চরিত্রের মাধুর্য হলো প্রকৃত মাধুর্য।। ৯৪৮।।

❁ ❁ ❁

স্মরণ যদি করতে হয় তো ভগবানকে স্মরণ করো আর কিছু করার হলে ভগবানেরই সেবা করো।। ৯৪৯।।

❁ ❁ ❁

সত্যি কথা স্বীকার করা মানুষের ধর্ম।। ৯৫০।।

❁ ❁ ❁

প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি নিজেই শোধরায়, তবে সমাজও শুধরে যাবে।। ৯৫১।।

❁ ❁ ❁

যদি নিজের সন্তান হতে সুখ চাও তবে নিজের মাতাপিতাকে সুখ দাও, তাঁদের সেবা করো।। ৯৫২।।

❁ ❁ ❁

কারও অনিষ্ট চিন্তা করার অর্থ নিজের অনিষ্ট ডেকে আনা।। ৯৫৩।।

❁ ❁ ❁

মনে রেখো— ভগবানের প্রতিটি বিধানে আমাদের পরম হিত।। ৯৫৪।।

❁ ❁ ❁

কোনও কিছু নিয়ে নিজের মধ্যে বিশেষত্ব দেখা হল বাস্তবে পরাধীনতা।। ৯৫৫।।

❁ ❁ ❁

অন্তিম সময়ে একাই যেতে হবে, সেজন্য আগে থেকেই একলা হয়ে যাও অর্থাৎ বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া থেকে বিমুক্ত হও, এদের আশ্রয় ত্যাগ করো।। ৯৫৬।।

❁ ❁ ❁

গ্রহণযোগ্য সর্বোপরি একটাই নিয়ম— ভগবানকে স্মরণে রাখা। ত্যাগ করার যোগ্য সর্বোপরি একটাই নিয়ম— কামনা ত্যাগ করা।। ৯৫৭।।

❈ ❈ ❈

'সন্তোষ'— সমাজ শোধরাবার মূল মন্ত্র।। ৯৫৮।।

❈ ❈ ❈

একত্বের মধ্যে বহুত্ব এবং বহুত্বের মধ্যে একত্ব হিন্দু ধর্মের বিশেষত্ব।। ৯৫৯।।

❈ ❈ ❈

অসত্যের আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তি আমাদের ক্ষতি করতে পারে না।। ৯৬০।।

❈ ❈ ❈

সংসারে ভগবৎ ভক্তির মতো মূল্যবান আর কিছু নেই।। ৯৬১।।

❈ ❈ ❈

পরিস্থিতিকে বদলে দেবার উদ্যোগ নিষ্ফলই হয়। কিন্তু এর সদুপযোগের উদ্যোগ সফল হয়।। ৯৬২।।

❈ ❈ ❈

মানুষ যত বেশি প্রয়োজন সৃষ্টি করে তত বেশি সে পরাধীন হয়ে যায়।। ৯৬৩।।

❈ ❈ ❈

এ বড় আশ্চর্যের কথা যে পরমাত্মার দেওয়া জিনিস ভাল লাগে, কিন্তু পরমাত্মাকে ভাল লাগে না।। ৯৬৪।।

❈ ❈ ❈

মানুষ আমায় ভাল বলে মানুক বা না মানুক, ভাল বলে জানুক বা না জানুক, ভাল বলুক বা না বলুক —কিন্তু আমার ভাব যদি ভাল হয় তবে আমার চিত্ত সর্বদা প্রসন্ন থাকবে এবং মৃত্যুর পর আমার সদ্‌গতি হবে।। ৯৬৫।।

❈ ❈ ❈

যদি খারাপ চিন্তার উদয় হয় তবে সাবধান হও —এই সময় মৃত্যু হলে কি গতি হবে? যদি সদাই প্রভুর স্মরণ হয় তবে মৃত্যু যে কোনও সময় আসুক— চিন্তা নেই।। ৯৬৬।।

❁ ❁ ❁

ব্যক্তিগত জীবন দোষযুক্ত হলে সমগ্র সমাজ কলুষিত হয় এবং ব্যক্তিগত জীবন শোধরালে সমগ্র সমাজ দোষমুক্ত হয়, কেননা ব্যক্তিদের নিয়েই সমাজ গঠিত হয়।। ৯৬৭।।

❁ ❁ ❁

ভগবানের বিয়োগে যে দুঃখ (বিরহ) হয়, তা সাংসারিক সুখ থেকে অনেক বেশি আনন্দদায়ক।। ৯৬৮।।

❁ ❁ ❁

যে ভগবান, শাস্ত্র, গুরুজন এবং জগৎকে ভয় পায়—বাস্তবে সে নির্ভয়তা প্রাপ্ত হয়।। ৯৬৯।।

❁ ❁ ❁

আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে যা, তা চিরকালই বিচ্ছিন্ন আর প্রাপ্ত হবে যা, তা চিরকালই প্রাপ্য।। ৯৭০।।

❁ ❁ ❁

অপরের প্রসন্নতা থেকে প্রাপ্ত বস্তু দুধের সমান, চেয়ে নেওয়া বস্তু জলের সমান আর অপরকে কষ্ট দিয়ে প্রাপ্ত বস্তু রক্তের সমান।। ৯৭১।।

❁ ❁ ❁

ভুলের জন্য চিন্তা, অনুতাপ না করে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হও— যাতে এই ভুল আর না হয়।। ৯৭২।।

❁ ❁ ❁

অস্থায়ী বস্তু এক মিনিটও স্থায়ী হয় না।। ৯৭৩।।

❁ ❁ ❁

নিজের মধ্যে বিশেষত্ব কেবল ব্যক্তিত্বের অভিমানবশত দেখা যায়।। ৯৭৪।।

❁ ❁ ❁

বস্তু ছাড়াও আমরা থাকতে পারি। তাহলে যাকে ছাড়া আমরা থাকতে পারি, তার দাস হব কেন?।। ৯৭৫।।

❁ ❁ ❁

শরীরকে কাছের আর পরমাত্মাকে দূরের বলে মনে হয় —এ হল অজ্ঞান। কারণ শরীর নিত্য অপ্রাপ্ত আর পরমাত্মা নিত্য প্রাপ্ত। শরীরের সঙ্গে আমাদের এক মুহূর্তও সংযোগ হয় না আর পরমাত্মার সাথে আমাদের এক মুহূর্তও বিয়োগ হয় না।। ৯৭৬।।

❁ ❁ ❁

শরীরকে সংসার থেকে আর স্বয়ংকে পরমাত্মা থেকে আলাদা মনে করা ভুল।। ৯৭৭।।

❁ ❁ ❁

সত্যিকারের ধর্মাত্মার কোনও কিছুর প্রয়োজন থাকে না, বরং জগতেরই তাঁকে প্রয়োজন হয়।। ৯৭৮।।

❁ ❁ ❁

মানুষ যখন তার বিবেককে অনাদর করে তখন তার বিবেক লুপ্ত হয়। কিন্তু যখন সে তার বিবেককে সমাদর করে তখন তার বিবেক এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে তা শাস্ত্র তথা গুরু বিনা-ই তাকে পরমাত্মা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।। ৯৭৯।।

❁ ❁ ❁

আমি যখন অন্যের কথা শুনি না, তখন অপরে আমার কথা না শুনলে আমার অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়।। ৯৮০।।

❁ ❁ ❁

অন্তরে লোভ না থাকলে আবশ্যক বস্তু আপনা-আপনি প্রাপ্ত হয়, বস্তুর প্রতি লোভই বস্তুর প্রাপ্তিতে বিঘ্নকারী হয়।। ৯৮১।।

❁ ❁ ❁

কোনও ব্যক্তির অনাদর করা উচিত নয়। অনাদর করলে বাস্তবে নিজেরই অনাদর করা হয় কারণ সমস্ত জগৎ ঈশ্বরময়।। ৯৮২।।

❁ ❁ ❁

ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েও মানুষের ভগবানে মতি হয় না এ বড় আশ্চর্যের কথা, বড় দুঃখের কথা! কেননা ভারতবর্ষে জন্ম হয় মুক্ত হওয়ার জন্য। সেজন্য দেবতাগণও ভারতবর্ষে জন্মাতে চান।। ৯৮৩।।

❉ ❉ ❉

ধর্মের মূল—স্বার্থ ত্যাগ ও পরের মঙ্গলসাধন।। ৯৮৪।।

❉ ❉ ❉

ধর্ম অনুসারে নিজে চলো— এর মতো ধর্মের প্রচার আর কিছুতে নেই।। ৯৮৫।।

❉ ❉ ❉

'আশীর্বাদ দিন' —এটি না বলে আশীর্বাদ পাওয়ার যোগ্য পাত্র হতে হবে।। ৯৮৬।।

❉ ❉ ❉

বর্তমানকেই শোধরাতে হবে। বর্তমান শোধরালে ভূত-ভবিষ্যৎ দুই শুধরে যাবে।। ৯৮৭।।

❉ ❉ ❉

দুঃখী ব্যক্তি অন্যকে দুঃখ দেয়। পরাধীন ব্যক্তি অন্যকে নিজের অধীন করে।। ৯৮৮।।

❉ ❉ ❉

অজ্ঞানী অতীতকে স্বপ্নবৎ মনে করে। কিন্তু জ্ঞানী (বিবেকী) বর্তমানকে স্বপ্নবৎ মনে করে।। ৯৮৯।।

❉ ❉ ❉

বস্তুর গুরুত্ব নেই, এর সদুপযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।। ৯৯০।।

❉ ❉ ❉

ভগবানের আবশ্যকতার অনুভব করাই হল 'প্রার্থনা'।। ৯৯১।।

❉ ❉ ❉

অসৎ বস্তুর লোভই অসৎ বস্তুর প্রাপ্তিতে বাধা, কিন্তু সতের লোভ সতের প্রাপ্তিতে সাধন।। ৯৯২।।

❉ ❉ ❉

জীবন-যাপনের প্রতিটি কাজে সতর্ক থাকতে হবে— যাতে সময় ও বস্তু যতদূর সম্ভব কম খরচা হয়।। ৯৯৩।।

❉ ❉ ❉

'পর' (প্রকৃতি)-এর অধীনতা পরাধীনতা এবং 'পরকীয়' (ভোগ)-র অধীনতা পরম পরাধীনতা। 'স্ব' (স্বরূপ)-এর অধীনতা স্বাধীনতা এবং 'স্বকীয়'-র অধীনতা পরম স্বাধীনতা।। ৯৯৪।।

❉ ❉ ❉

সিনেমা বা টি.ভি দেখলে চারটি হানি হয়— ১) চরিত্রের হানি, ২) সময়ের হানি, ৩) দৃষ্টি শক্তির হানি ৪) ধনের হানি।। ৯৯৫।।

❉ ❉ ❉

কিছু করলে প্রকৃতিতে স্থিতি হয় আর কিছু না করলে পরমাত্মায় স্থিতি হয়।। ৯৯৬।।

❉ ❉ ❉

যেমন জল স্থির (শান্ত) হলে তাতে মিশে থাকা মাটি নিজে নিজে নীচে বসে যায়, তেমনি বাক্য-মন-বুদ্ধি নীরব (শান্ত, ক্রিয়ারহিত) হলে সব বিকার নিজে নিজে শান্ত হয়ে যায়, 'অহং' গলে যায় আর বাস্তবিক তত্ত্বের অনুভূতি হয়।। ৯৯৭।।

❉ ❉ ❉

যে নিজে ভাল নয়, যার স্বভাব ভাল করার জন্য নয়, তার মনে হয় যে এখন ভালর জগৎ নয়।। ৯৯৮।।

❉ ❉ ❉

যতক্ষণ মানুষ অন্যের অপেক্ষা নিজেতে বিশেষত্ব দেখবে ততক্ষণ সে সাধক হতে পারে, কিন্তু সিদ্ধ হতে পারবে না।। ৯৯৯।।

❉ ❉ ❉

পরমাত্মা 'প্রাপ্ত' আর সংসার 'প্রতীতি'। যা পাওয়া যায় অথচ দেখা যায় না তাকে 'প্রাপ্ত' বলে এবং যা দেখা যায় কিন্তু পাওয়া যায় না তাকে 'প্রতীতি' বলে।। ১০০০।।

—০০০—